মধ্য-লীলা।

বিংশ পরিচ্ছেদ

বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুম্।
নীচোঽপি যৎপ্রসাদাৎ স্যাদ্‌ভক্তিশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকঃ॥ ১

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১

এথা গৌড়ে সনাতন আছে বন্দিশালে।
শ্রীরূপগোস্বামীর পত্রী আইল হেনকালে॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

বন্দে ইতি। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুং সর্ব্বাবতারাণাং বীজরূপং অহং বন্দে শরণং ব্রজামি। কথম্ভূতং অনন্তং অগণনং অদ্ভুতং আশ্চর্য্যং ঐশ্বর্য্যং যস্য তম্। যৎ যস্য শ্রীচৈতন্যস্য প্রসাদাৎ অনুগ্রহাৎ নীচোঽপি হীনজনোঽপি ভক্তিশাস্ত্র-প্রবর্ত্তকঃ ভক্তিশাস্ত্ররচনক্ষমঃ স্যাৎ। শ্লোকমালা। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মধ্যলীলার এই বিংশ পরিচ্ছেদে গৌড় হইতে শ্রীপাদ সনাতনের কাশীতে গমন, কাশীতে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সহিত তাঁহার মিলন, তাঁহার জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু কর্তৃক সম্বন্ধতত্ত্ব নিরূপণে ভগবৎ-স্বরূপের ভেদ বিচারাদি বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। যৎপ্রসাদাৎ (যাঁহার অনুগ্রহে) নীচঃ (নীচ ব্যক্তি) অপি (ও) ভক্তিশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকঃ (ভক্তিশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক) স্যাৎ (হইয়া থাকে) অনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং (অনন্ত ও অদ্ভুত ঐশ্বর্য্যশালী) [তং] (সেই শ্রীচৈতন্য প্রভুকে) বন্দে (বন্দনা করি)।

অনুবাদ। যাঁহার অনুগ্রহে নীচব্যক্তিও ভক্তি-শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক হইয়া থাকে, অনন্ত ও অদ্ভুত ঐশ্বর্য্যশালী সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে বন্দনা করি। ১

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ঐশ্বর্য্য অনন্ত ও অদ্ভুত; তাহারই প্রভাবে তিনি "নীচ-শূদ্রদ্বারাও" শাস্ত্রাদির প্রচার করাইয়াছেন। "আর এক স্বভাব গৌরের শুন ভক্তগণ। ঐশ্বর্য্যস্বভাব গূঢ় করে প্রকটন॥ সন্ন্যাসি-পণ্ডিতগণের করিতে গর্ব্বনাশ। নীচশূদ্র দ্বারে করে ধর্ম্মের প্রকাশ॥ ৩।৫।৭৯-৮০॥"

শ্রীপাদ সনাতনের নিকটে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু ভক্তিশাস্ত্রবিষয়ক সমস্ত তত্ত্বই কাশীতে প্রকাশ করিয়াছিলেন; শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার ২০।২১।২২।২৩ পরিচ্ছেদে শ্রীপাদ কবিরাজ-গোস্বামী সংক্ষেপে সেই সমস্ত তত্ত্ব বর্ণন করিয়াছেন; এই কয় পরিচ্ছেদকে "সনাতন-শিক্ষাও" বলা হয়। ভক্তিতত্ত্বগর্ভ সনাতন-শিক্ষা বর্ণনের প্রারম্ভে "অনন্ত ও অদ্ভুত ঐশ্বর্য্যশালী" শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কৃপা ভিক্ষা করিয়াই গ্রন্থকার কবিরাজ গোস্বামী এই শ্লোকে তাঁহার বন্দনা করিলেন। তাৎপর্য্য এই যে—"যাঁহার কৃপায় নীচও ভক্তিশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক হইতে পারে, তিনি কৃপা করিয়া আমার ন্যায় অযোগ্যকে যেন তাঁহার উপদিষ্ট তত্ত্ব বর্ণনের যোগ্যতা দেন।"

২। **গৌড়ে**—বাঙ্গালার পাৎসাহের রাজধানী গৌড় নগরে। **বন্দিশালে**—বন্দিশালায়; কারাগারে। **পত্রী**—চিঠি; শ্রীরূপ বৃন্দাবনযাত্রাকালে শ্রীপাদ সনাতনের নিকট যে পত্র লিখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা (২।১৯।৩১-৩৪ পয়ার দ্রষ্টব্য)। **হেনকালে**—সেই সময়ে; শ্রীসনাতন যখন কারাগারে বন্দী, তখন (২।১৯।২৯ পয়ার দ্রষ্টব্য)।

পত্রী পাঞা সনাতন আনন্দিত হৈলা।
যবন-রক্ষক-পাশ কহিতে লাগিলা— ॥৩
তুমি এক জিন্দাপীর মহাভাগ্যবান্।
কেতাব-কোরাণ-শাস্ত্রে আছে তোমার জ্ঞান ॥৪
এক বন্দী ছাড়ে যদি নিজধন দিয়া।
সংসার হৈতে তারে মুক্ত করেন গোসাঞা ॥৫
পূর্ব্বে আমি তোমার করিয়াছি উপকার।
তুমি আমা ছাড়ি কর প্রত্যুপকার ॥৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৩। **আনন্দিত হৈলা**—শ্রীরূপের পত্রে শ্রীসনাতন জানিতে পারিলেন, তাঁহার মুক্তির নিমিত্ত শ্রীরূপ এক মুদির নিকট দশ হাজার টাকা রাখিয়া গিয়াছেন ; এই টাকার সাহায্যে কারারক্ষীকে বশীভূত করিয়া সনাতন মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন এবং মুক্তিলাভ করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চরণ দর্শন করিতে পারিবেন। প্রভুর চরণ-দর্শনের সম্ভাবনা জন্মিয়াছে ভাবিয়াই শ্রীপাদ সনাতন আনন্দিত হইলেন। **যবন রক্ষক**—কারাগারের পাহারাওয়ালা যবন (মুসলমান ব্যক্তি)।

৪-৫। রাজমন্ত্রী-সনাতন ব্যবহারিক বিষয়ে অত্যন্ত চতুর লোক ছিলেন ; তিনি ভাবিলেন—পাহারাওয়ালার সহায়তা ব্যতীত কারাগার হইতে পলায়ন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে ; পাহারাওয়ালার সহায়তা পাইতে হইলেও তাহার প্রীতিবিধান সর্ব্বাগ্রে দরকার ; তাহাকে তিনি টাকা দিয়া বাধ্য করিবেন, এ সঙ্কল্প তো তাঁহার ছিলই ; কিন্তু প্রথমেই টাকার কথা বলিলে পাহারাওয়ালা বিরক্ত হইতে পারে মনে করিয়া নানাবিধ তোষামোদ-বাক্যে প্রথমে তাহাকে খুসী করার চেষ্টা করিলেন (৪-৫ পয়ারে) ; এই দুই পয়ারে সনাতন তাহাকে বুঝাইলেন যে, নিজে উদ্যোগ করিয়া যদি কেহ কোনও বন্দীকে মুক্ত করিয়া দেয়, তাহা হইলে ভগবান তাহাকে সংসার হইতে মুক্ত করিয়া দেন ; এইরূপে পাহাওয়ালার চিত্তে ধর্ম্মভাব জাগ্রত করিয়া তিনি স্বীয় মুক্তির নিমিত্ত তাহাকে উন্মুখ করিতে চেষ্টা করিলেন। তারপর সনাতন-কর্ত্তৃক পাহারাওয়ালার উপকারের কথা উল্লেখ করিয়াও সনাতনের প্রত্যুপকারে পাহারা-ওয়ালাকে উন্মুখ করাইবার চেষ্টা করিলেন (৬ষ্ঠ-পয়ারে)—পাহারাওয়ালা যেন মনে করিতে পারে, সনাতনকে মুক্ত করিয়া দেওয়া তাহার একটী কর্ত্তব্য। এই দুই উপায়ে পাহারাওয়ালার চিত্ত দ্রবীভূত করিবার চেষ্টা করিয়া সর্ব্বশেষে তিনি টাকার কথা বলিলেন (৭ম-পয়ার)।

জিন্দাপীর—জীবিত পীর বা সিদ্ধ মহাপুরুষ।

কেতাব-কোরাণ শাস্ত্রে—মুসলমানের ধর্ম্মগ্রন্থে।

আছে তোমার জ্ঞান—তুমি বেশ অভিজ্ঞ।

সনাতন পাহারাওয়ালাকে বলিলেন—"তুমি অত্যন্ত ভাগ্যবান্ ; কোরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে তো তোমার বিশেষ অভিজ্ঞতা আছেই, তাহাছাড়া সাধনেও তুমি সিদ্ধ মহাপুরুষ।" বলা বাহুল্য, এ সমস্ত খোসামোদ-বাক্য মাত্র।

এক বন্দী—কারাবদ্ধ একজন লোককেও। **নিজধন দিয়া**—নিজের টাকা দিয়া। "নিজ ধর্ম্ম দেখিয়া" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয় ; অর্থ—বন্দীকে মুক্ত করিয়া দেওয়া পুণ্যজনক কাজ মনে করিয়া। **সংসার হইতে**—সংসার-বন্ধন হইতে ; জন্মমৃত্যু হইতে। **গোসাঞা**—ঈশ্বর।

"তুমি তো ধর্ম্মশাস্ত্র জান ; ধর্ম্মশাস্ত্রেই দেখিয়াছ—যে ব্যক্তি একজন বন্দীকেও কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া দেয়, ভগবান্‌ও সে ব্যক্তিকে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দেন ; তুমি সাধনসিদ্ধ মহাপুরুষ ; তুমি কি আমাকে মুক্তি দিয়া স্বীয় উদ্ধারের পথ উন্মুক্ত করিবে না ?"

৬। **পূর্ব্বে** ইত্যাদি—**পূর্ব্বে**—শ্রীসনাতন যখন রাজমন্ত্রী ছিলেন, তখন তাঁহার অনুগ্রহে এই যবন কারারক্ষী একবার মহাবিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছিল। **ছাড়ি**—কারাগার হইতে ছুটাইয়া দিয়া। **প্রত্যুপকার**—উপকারীর উপকার।

পাঁচসহস্র মুদ্রা তুমি কর অঙ্গীকার।
পুণ্য অর্থ দুই লাভ হইবে তোমার ॥ ৭
তবে সেই যবন কহে শুন মহাশয়।।
তোমারে ছাড়িয়ে, কিন্তু করি রাজভয় ॥ ৮
সনাতন কহে—তুমি না কর রাজভয়।
দক্ষিণ গিয়াছে, যদি লেউটি আইসয় ॥ ৯
তাঁহাকে কহিও—'সেই বাহ্যকৃত্যে গেল।
গঙ্গার নিকট গঙ্গা দেখি ঝাঁপ দিল ॥ ১০
অনেক দেখিল, তার লাগি না পাইল।
দাঁড়ুকা সহিত ডুবি কাহাঁ বহি গেল ॥' ১১
কিছু ভয় নাহি, আমি এদেশে না রব।
দরবেশ হঞা আমি মক্কায় যাইব ॥' ১২
তথাপি যবন-মন প্রসন্ন না দেখিল।
সাত-হাজার মুদ্রা তার আগে রাশি কৈল ॥ ১৩
লোভ হৈল যবনের মুদ্রা দেখিয়া।
রাত্র্যে গঙ্গাপার কৈল দাঁড়ুকা কাটিয়া ॥১৪
গড়িদ্বার পথ ছাড়িল, নারে তাহা যাইতে।
রাত্রি-দিনে চলি আইল পাতরা পর্ব্বতে ॥ ১৫
তথায় এক ভূমিক হয়, তার ঠাঞি গেলা।
"পর্ব্বত পার কর আমা" বিনতি করিলা ॥ ১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যে পাহারাওয়ালার একটা কর্ত্তব্য, ইহাই এই পয়ারে সনাতন পাহারাওয়ালাকে বুঝাইলেন।

৭। সর্ব্বশেষে টাকার কথা বলিতেছেন। "আমি তোমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিব; তাহা গ্রহণ কর; তোমার পুণ্যও হইবে, অর্থলাভও হইবে; আমাকে ছাড়িয়া দাও।"

৮। **রাজভয়**—রাজা আমাকে শাস্তি দিবেন, এই ভয়।

৯-১১। **দক্ষিণ গিয়াছে**—দক্ষিণদেশে (উড়িষ্যাদেশে ২।১৯।২৭ পয়ার দ্রষ্টব্য) যুদ্ধ করিতে গিয়াছে। **যদি লেউটি আইসয়**—যদি ফিরিয়া আসে। যুদ্ধে গিয়াছে, ফিরিয়া না আসিতেও পারে, যদিইবা আসে। **বাহ্যকৃতে**—মলত্যাগ করিতে। **দাঁড়ুকা**—হাতের বেড়ী। **কাহাঁ বহি গেল**—স্রোতের টানে কোথায় চলিয়া গেল জানিনা।

"তুমি রাজাকে বলিবে—সনাতন গঙ্গার নিকটে মলত্যাগ করিতে গিয়াছিল; আমিও সঙ্গে ছিলাম; তাহার হাতে বেড়ীও ছিল; কিন্তু গঙ্গা দেখিয়াই সনাতন গঙ্গায় ঝাঁপাইয়া পড়িল; আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহাকে আর পাইলাম না; স্রোতের টানে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না; হাতে বেড়ী থাকায় বোধ হয় সাঁতার দিতেও পারে নাই। হয়তো গঙ্গাগর্ভেই ডুবিয়া মরিয়াছে। এসব কথা বলিলে—তোমার দোষ ছিল না বুঝিয়া এবং আমি মরিয়া গিয়াছি মনে করিয়া রাজা তোমাকে আর শাস্তি দিবেন না।"

১২। সনাতন আরও বলিবেন—"তুমি কোনও চিন্তা করিও না; পাৎসাহ আর কখনও আমাকে দেখিতে পাইবেন না; কারণ আমি এদেশেই থাকিব না; আমি ফকির হইয়া মক্কায় চলিয়া যাইব।" **দরবেশ**—ফকির; সন্ন্যাসী। **মক্কায়**—মুসলমানদের তীর্থস্থান। প্রহরী মুসলমান বলিয়া সনাতন মুসলমানতীর্থের নাম করিলেন। হৃদয়ের অভিপ্রায় তীর্থস্থান।

১৩। **রাশি কৈল**—একত্র করিলেন।

১৫। **গড়িদ্বার**—গড়ের দ্বার; গড়—পরিখা। হুসেন সাহের রাজধানী গৌড়-নগরের গড়ের (অর্থাৎ পরিখার) দ্বার হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত যে প্রসিদ্ধ রাজপথ ছিল, সর্ব্বসাধারণে তাহাকে গড়িদ্বার পথ বলিত (নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী)। গড়িদ্বার দিয়াই প্রসিদ্ধ পথ; সে স্থানে রাজার প্রহরী আছে বলিয়া ধরা পড়ার ভয়ে সনাতন সেই পথে যাইতে পারেন না। অপ্রসিদ্ধ পথে চলিয়া চলিয়া পাতড়া-নামক পর্ব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

১৬। **তথায়**—পাতড়াপর্ব্বতে। **ভূমিক**—ভূমির মালিক। **বিনতি**—বিনয়।

সেই ভূঞা-সঙ্গে হয় হাথগণিতা।
ভূঞা-কাণে কহে সেই জানি এক কথা—॥ ১৭

ইহার ঠাঞি সুবর্ণের অষ্টমোহর হয়।
শুনি আনন্দিত ভূঞা সনাতনে কয়—॥ ১৮

রাত্র্যে পর্ব্বত পার করিব নিজলোক দিয়া।
ভোজন করহ তুমি রন্ধন করিয়া॥ ১৯

এত বলি অন্ন দিল করিয়া সম্মান।
সনাতন আসি তবে কৈল নদীস্নান॥ ২০

দুই উপবাসে কৈল রন্ধন-ভোজনে।
রাজমন্ত্রী সনাতন বিচারিল মনে—॥ ২১

এই ভূঞা কেনে মোর সম্মান করিল ?।
এত চিন্তি সনাতন ঈশানে পুছিল—॥ ২২

তোমার ঠাঞি জানি কিছু দ্রব্য আছয় ?।
ঈশান কহে—মোর ঠাঞি সাত মোহর হয়॥২৩

শুনি সনাতন তারে করিল ভর্ৎসন—।
সঙ্গে কেনে আনিয়াছ এই কাল যম ?॥ ২৪

তবে সেই সাত মোহর হস্তেতে করিয়া।
ভূঞা-কাছে যাঞা কহে মোহর ধরিয়া—॥ ২৫

এই সাত সুবর্ণমোহর আছিল আমার।
ইহা লঞা ধর্ম্ম দেখি কর মোরে পার॥ ২৬

রাজবন্দী আমি—গড়িদ্বার যাইতে না পারি।
পুণ্য হবে, পর্ব্বত আমা দেহ পার করি॥ ২৭

ভূঞা হাসি কহে—আমি জানিয়াছি পহিলে।
অষ্ট মোহর হয় তোমার সেবক-আঁচলে॥ ২৮

তোমা মারি মোহর আজি লইতাম রাত্র্যে।
ভাল হৈল, কহিলা তুমি, ছুটিলুঁ পাপ হৈতে॥২৯

সন্তুষ্ট হইলাম আমি—মোহর না লইব।
পুণ্য-লাগি পর্ব্বত তোমা পার করি দিব॥ ৩০

গোসাঞি কহে—কেহো দ্রব্য লৈবে আমা মারি।
আমার প্রাণরক্ষা কর দ্রব্য অঙ্গীকরি॥ ৩১

তবে গোসাঞির সঙ্গে ভূঞা চারি পাইক দিল।
রাত্র্যে রাত্র্যে বনপথে পর্ব্বত পার কৈল॥ ৩২

পার হঞা গোসাঞি তবে পুছিল ঈশানে—।
জানি শেষদ্রব্য কিছু আছে তোমাস্থানে ? ৩৩

ঈশান কহে—এক মোহর আছে অবশেষ।
গোসাঞি কহে—মোহর লঞা যাহ তুমি দেশ॥৩৪

তারে বিদায় দিয়া গোসাঞি চলিলা একলা।
হাতে করোয়া, ছিঁড়া কান্থা নির্ভয় হইলা॥ ৩৫

চলিচলি গোসাঞি তবে আইলা হাজিপুরে।
সন্ধ্যাকালে বসিলা এক উদ্যানভিতরে॥ ৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৭। **ভূঞা**—ভূমিক। **হাথগণিতা**—যে ব্যক্তি হাত দেখিয়া সমস্ত বিষয় গণিয়া বলিতে পারে।

১৮। হাতগণিতা গণিয়া বলিল—এই লোকটীর (সনাতনের) নিকটে আটটী সোনার মোহর আছে।

২২। সনাতন মনে করিলেন—"আমি এই ভূঞার সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক; ছদ্মবেশে আসিয়াছি—নিতান্ত দরিদ্রের বেশে; তথাপি এই লোকটী আমাকে এত সম্মান করিতেছে কেন? তবে কি আমার বা আমার ভৃত্য ঈশানের নিকটে টাকা পয়সা আছে বলিয়া মনে করিয়াছে? আমার নিকটে তো কিছুই নাই; ঈশানের নিকটে কি কিছু আছে?" ইত্যাদি চিন্তা করিয়া তিনি ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিলেন। **ঈশান**—সনাতনের সঙ্গী ভৃত্যের নাম।

৩২। **পাইক**—প্রহরী।

৩৫। **করোয়া**—জলপাত্রবিশেষ। **কান্থা**—কাঁথা। **নির্ভয় হৈলা**—মূল্যবান্ কিছু সঙ্গে নাই বলিয়া দস্যু-তস্করের ভয় তাঁহার আর ছিল না।

৩৬। **হাজিপুরে**—একটী স্থানের নাম; ইহা সম্ভবতঃ মজফরপুর জেলায়। **উদ্যান**—বাগান।

সেই হাজিপুরে রহে শ্রীকান্ত তার নাম।
গোসাঞির ভগিনীপতি—করে রাজকাম ॥ ৩৭

তিনলক্ষ মুদ্রা রাজা দিয়াছে তার স্থানে।
ঘোড়া মূল্য লঞা পাঠায় পাৎশার স্থানে ॥ ৩৮

টুঙ্গীর উপর বসি সেই গোসাঞিকে দেখিল।
রাত্র্যে একজনসঙ্গে গোসাঞি পাশ আইল ॥৩৯

দুইজন মিলি তথা ইষ্টগোষ্ঠী কৈল।
ছুটিবার বাত গোসাঞি সকলি কহিল ॥ ৪০

তেঁহো কহে—দিন-দুই রহ এই স্থানে।
ভদ্র কর ছাড় এই মলিন বসনে ॥ ৪১

গোসাঞি কহে—এক ক্ষণ ইহাঁ না রহিব।
গঙ্গা পার করি দেহ—এক্ষণি চলিব ॥ ৪২

যত্ন করি তেঁহো এক ভোটকম্বল দিল।
গঙ্গা পার করি দিল, গোসাঞি চলিল ॥ ৪৩

তবে বারাণসী গোসাঞি আইলা কথোদিনে।
শুনি আনন্দিত হৈল প্রভুর আগমনে ॥ ৪৪

চন্দ্রশেখর-ঘরে আসি দুয়ারে বসিলা।
মহাপ্রভু জানি চন্দ্রশেখরে কহিলা—॥ ৪৫

দ্বারে এক বৈষ্ণব হয় বোলাহ তাহারে।
চন্দ্রশেখর দেখে—বৈষ্ণব নাহিক দ্বারে ॥ ৪৬

'দ্বারে বৈষ্ণব নাহি' প্রভুরে কহিল।
'কেহো হয় ?' করি প্রভু তাহারে পুছিল ॥ ৪৭

তেঁহো কহে—এক দরবেশ আছে দ্বারে।
'তাঁরে আন' প্রভু বাক্যে কহিল তাহারে—॥ ৪৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৩৭। সনাতনের ভগিনী-পতি শ্রীকান্ত হাজিপুরে থাকিতেন ; তিনি ছিলেন পাৎসাহের কর্ম্মচারী—পাৎসাহের ঘোড়া সরবরাহ করিতেন। শ্রীপাদ সনাতনের এক ভগিনী ছিলেন ; তাঁহাকেই শ্রীকান্তের নিকটে বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল (২।১।২৩-২৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

৩৯। **টুঙ্গী**—উচ্চস্থানবিশেষ। শ্রীকান্ত উচ্চস্থান হইতে উদ্যানের মধ্যে শ্রীপাদ সনাতনকে দেখিলেন ; সনাতনের ছদ্মবেশ দেখিয়া কোনও গোপনীয় রহস্য অনুমান করিয়া শ্রীকান্তও একজন বিশ্বস্ত লোককে সঙ্গে লইয়া রাত্রিতে গোপনে আসিয়া সনাতনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন।

৪০। **ইষ্টগোষ্ঠী**—আলাপাদি। **ছুটিবার বাত**—কি ভাবে সনাতন কারাগার হইতে ছুটিয়া আসিলেন, তাহা।

৪১। **তেঁহো কহে**—শ্রীকান্ত সনাতনকে বলিলেন। **ভদ্র কর**—ক্ষৌরী হও। কারাগারে ছিলেন বলিয়া সনাতন অনেক দিন যাবৎ ক্ষৌরী হইতে পারেন নাই ; তাই তাঁহার গোঁফ দাঁড়ি খুব বড় হইয়াছিল ; এজন্য শ্রীকান্ত তাঁহাকে ক্ষৌরী হইতে বলিলেন। **মলিন বসনে**—ময়লা কাপড়।

৪৪। **বারাণসী**—কাশী। শ্রীপাদ সনাতন কাশীতে আসিয়া যখন শুনিলেন যে, শ্রীমন্‌মহাপ্রভুও কাশীতেই আসিয়াছেন, তখন তাঁহার অত্যন্ত আনন্দ হইল—প্রভুর চরণদর্শন পাইবেন ভাবিয়া।

৪৫-৬। প্রভু যে চন্দ্রশেখরের গৃহে ছিলেন, তাহাও সনাতন জানিতে পারিয়াছিলেন ; তাই তিনি আসিয়া চন্দ্রশেখরের গৃহের দ্বারে বসিলেন। তখন প্রভু ছিলেন চন্দ্রশেখরের গৃহের অভ্যন্তরে ; অন্তর্য্যামী প্রভু সনাতনের আগমন জানিতে পারিয়া চন্দ্রশেখরকে বলিলেন—"চন্দ্রশেখর ! তোমার দ্বারে এক বৈষ্ণব আসিয়াছেন ; তাঁহাকে এখানে লইয়া আইস।" চন্দ্রশেখর বাহিরে আসিয়া দেখিলেন—কোনও বৈষ্ণব নাই। সনাতনের দেহে তখন তিলকাদি বৈষ্ণব-চিহ্ন ছিল না বলিয়াই চন্দ্রশেখর সনাতনকে বৈষ্ণব বলিয়া চিনিতে পারেন নাই।

৪৮। **দরবেশ**—মুসলমান ফকির। সনাতনের গোঁফ দাঁড়ি, ভোটকম্বল ও করোয়া দেখিয়া চন্দ্রশেখর তাঁহাকে মুসলমান ফকির বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

প্রভু তোমায় বোলায়, আইস দরবেশ।
শুনি আনন্দে সনাতন করিল প্রবেশ ॥ ৪৯
তাঁহারে অঙ্গনে দেখি প্রভু ধাঞা আইলা।
তাঁরে আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা ॥ ৫০
প্রভুস্পর্শে প্রেমাবিষ্ট হৈলা সনাতন।
'মোরে না ছুঁইহ' কহে গদ্গদ বচন ॥ ৫১
দুইজনে গলাগলি রোদন অপার।
দেখি চন্দ্রশেখরের হৈল চমৎকার ॥ ৫২
তবে প্রভু তাঁর হাথ ধরি লঞা গেলা।
পিণ্ডার উপরে আপন পাশে বসাইলা ॥ ৫৩
শ্রীহস্তে করেন তাঁর অঙ্গ-সম্মার্জ্জন।
তেঁহো কহে—মোরে প্রভু ! না কর স্পর্শন ॥৫৪
প্রভু কহে—তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
ভক্তিবলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে ॥ ৫৫

তথাহি (ভাঃ ১।১৩।১০)—
ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥ ২

তথাহি হরিভক্তিবিলাসে (১০।৯১)—
ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্ ॥ ৩

তথাহি (ভাঃ ৭।৯।১০)—
বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥ ৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

এবং ভক্ত্যৈব কেবলয়া হরেস্তোষঃ সম্ভবতীত্যুক্তং ইদানীং ভক্তিং বিনা নান্যৎ কিঞ্চিৎ তত্তোষহেতুরিত্যাহ বিপ্রাদিতি। পূর্ব্বোক্তা ধনাদয়ো যে দ্বিষড়্গুণা তৈর্যুক্তাদ্বিপ্রাদপি শ্বপচং বরিষ্ঠং মন্যে। যদ্বা সনৎকুমারোক্তা দ্বাদশ-ধর্ম্মাদয়ো গুণা দ্রষ্টব্যাঃ। তদুক্তং মহাভারতে। ধর্ম্মশ্চ সত্যঞ্চ দমস্তপশ্চামাৎসর্য্যং হ্রীস্তিতিক্ষাঽনসূয়া। যজ্ঞশ্চ দানঞ্চ ধৃতিঃ শ্রুতঞ্চ ব্রতানি বৈ দ্বাদশ ব্রাহ্মণস্যেতি। কথম্ভূতাৎ বিপ্রাৎ অরবিন্দনাভস্য পাদারবিন্দবিমুখাৎ। কথম্ভূতং শ্বপচং তস্মিন্নরবিন্দনাভে অর্পিতা মন আদয়ো যেন তং ঈহিতং কর্ম্ম। বরিষ্ঠত্বে হেতুঃ স এবম্ভূতঃ শ্বপচঃ সর্ব্বং কুলং পুনাতি ভূরিমানো গর্ব্বো যস্য সতু বিপ্রঃ আত্মানমপি ন পুনাতি কুতঃ কুলম্। যতো ভক্তিহীনস্য এতে গুণাঃ গর্ব্বায়ৈব ভবন্তি ন শুদ্ধয়ে অতো হীন ইতি ভাবঃ। স্বামী। ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৫১। **মোরে না ছুঁইহ**—ভক্তি-প্রণোদিত দৈন্যবশতঃ সনাতন বলিলেন—"প্রভু, আমি অস্পৃশ্য পামর, তোমার স্পর্শের অযোগ্য; আমাকে স্পর্শ করিও না।"

গদ্গদ বচন—প্রেমাবেশবশতঃ গদ্গদ বচন।

৫৩। **পিণ্ডা**—ঘরের বাহির দাওয়া। **আপন পাশে**—কোনও গ্রন্থে "তারে আসনে" পাঠ আছে।

৫৫। **শোধিতে**—পবিত্র করিতে।

শ্লো। ২। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।১।৩১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

ভক্তগণ ভক্তিবলে যে তীর্থস্থানকেও পবিত্র করিতে পারেন, সুতরাং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকেও পবিত্র পরিতে পারেন, এই ৫৫ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ৩। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।১৯।২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৪। অন্বয়। অরবিন্দনাভ-পাদারবিন্দবিমুখাৎ (অরবিন্দ-নাভ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে বিমুখ) দ্বিষড়্গুণ-যুতাৎ (দ্বাদশগুণযুক্ত) বিপ্রাৎ (ব্রাহ্মণ হইতে) তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থপ্রাণং (যিনি শ্রীকৃষ্ণ-চরণে মন, বাক্য, চেষ্টা, অর্থ ও প্রাণ অর্পণ করিয়াছেন, এরূপ) শ্বপচং (শ্বপচকে) বরিষ্ঠং (শ্রেষ্ঠ) মন্যে (মনে করি); [যতঃ]

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(যেহেতু) সঃ (তিনি—সেই শ্বপচ) কুলং (কুলকে) পুনাতি (পবিত্র করেন), তু (কিন্তু) ভূরিমানঃ (অতিশয় গর্ব্বযুক্ত সেই ব্রাহ্মণ) ন (না—পারেন না)।

অনুবাদ। শ্রীনৃসিংহদেবের নিকটে প্রহ্লাদ বলিলেন—"শ্রীকৃষ্ণ-চরণে ভক্তিরহিত দ্বাদশগুণযুক্ত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা—যিনি শ্রীকৃষ্ণচরণে মন, বাক্য, চেষ্টা, অর্থ ও প্রাণ অর্পণ করিয়াছেন, এরূপ শ্বপচকেও শ্রেষ্ঠ মনে করি; যেহেতু, এতাদৃশ শ্বপচও স্বীয় কুলকে পবিত্র করিতে পারেন; কিন্তু অতিশয় গর্ব্বযুক্ত সেই ব্রাহ্মণ তাহা পারেন না।" ৪

অরবিন্দনাভ-পাদারবিন্দবিমুখাৎ—অরবিন্দের (পদ্মের) ন্যায় (সুন্দর ও সুগন্ধি) নাভি যাঁহার, সেই শ্রীকৃষ্ণের পাদ (চরণ) রূপ অরবিন্দ (কমল) হইতে বিমুখ, শ্রীকৃষ্ণচরণে ভক্তিহীন (ব্রাহ্মণ হইতে)। **দ্বিষড়্গুণ-যুতাৎ**—দ্বিগুণিত ষড়্গুণ অর্থাৎ দ্বাদশ গুণযুক্ত (ব্রাহ্মণ হইতে)। ধর্ম্ম, সত্য, দম (ইন্দ্রিয়-সংযম), তপঃ, মাৎসর্য্যাভাব, হ্রী (লজ্জা), তিতিক্ষা (দুঃখ-সহনশীলতা), অসূয়াহীনতা, যজ্ঞ, দান, ধৃতি (জিহ্বার ও উপস্থের বেগ সম্বরণ) ও শ্রুত (বেদাধ্যয়ন)—এই দ্বাদশটী হইল ব্রাহ্মণের গুণ। এই বারটী গুণ যাঁহার আছে, এরূপ কোনও ব্রাহ্মণও যদি শ্রীকৃষ্ণচরণে ভক্তিহীন হয়েন, তাহা হইলে তাদৃশ **বিপ্রাৎ**—ব্রাহ্মণ হইতেও **শ্বপচং**—শ্বপচকে, কুক্কুর-মাংসভোজী নীচজাতীয় ব্যক্তিবিশেষকে **বরিষ্ঠং**—শ্রেষ্ঠ **মন্যে**—মনে করি। ভক্তচূড়ামণি শ্রীপ্রহ্লাদ একথা বলিতেছেন শ্রীনৃসিংহদেবের নিকটে। অবশ্য শ্বপচ-মাত্রই যে ভক্তিহীন ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা নহে। কিরূপ শ্বপচ শ্রেষ্ঠ, তাহাও শ্রীপ্রহ্লাদ বলিয়াছেন। **তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থপ্রাণং**—তাঁহাতে (পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণে) অর্পিত হইয়াছে মন, বচন (বাক্য), ঈহিত (কায়িক চেষ্টা), অর্থ এবং প্রাণ যাঁহার—যিনি সম্যক্‌রূপে শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিই সর্ব্বোতোভাবে যাঁহার কাম্য, তাই যাঁহার মন শ্রীকৃষ্ণের এবং তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির চিন্তাতে ও শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির চিন্তাতেই ব্যাপৃত, শ্রীকৃষ্ণকথাব্যতীত যাঁহার বাক্য অন্য কোনও কথায় রত হয় না, শ্রীকৃষ্ণসেবার অনুকূল কার্য্যেই যিনি তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নিয়োজিত রাখেন, যাঁহার অর্থ-সম্পত্তিও একমাত্র শ্রীকৃষ্ণসেবাতেই নিয়োজিত হয় এবং একমাত্র শ্রীকৃষ্ণসেবার নিমিত্তই যিনি প্রাণ ধারণ করিয়া থাকেন—যাঁহার প্রাণ-ধারণের অন্য কোনও উদ্দেশ্যই নাই—সেই পরম ভক্ত যে শ্বপচ—তিনি মূর্খ হইলেও, দ্বাদশ-গুণযুক্ত পণ্ডিত অথচ ভক্তিহীন ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সামাজিক হিসাবে হয়তো শ্বপচ অপেক্ষা ব্রাহ্মণের সম্মান বেশী; সেই ব্রাহ্মণ যদি আবার ব্রাহ্মণোচিত দ্বাদশ গুণের অধিকারী হয়েন, তাহা হইলে সমাজে সাধারণ লোকের নিকটে তাঁহার হয়তো খুব বেশী সম্মান হইতে পারে—তিনি ভগবানে ভক্তিহীন হইলেও, সম্যক্‌রূপে ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ হইলেও সমাজে হয়তো তাঁহার অনাদর হইবে না, শ্রেষ্ঠব্যক্তি বলিয়াই হয়তো তিনি সাধারণ লোকের নিকটে সম্মানিত হইতে পারেন। কিন্তু এই শ্লোকে শ্রীপ্রহ্লাদ যে শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলিয়াছেন, তাহার ভিত্তি সামাজিক সম্মান নহে—তাহার ভিত্তি হইয়াছে চিত্তের পবিত্রতা এবং অপরকে পবিত্র করিবার শক্তি। এই শক্তির ও পবিত্রতার উৎস হইল ভগবানে ভক্তি। ভক্তি যাঁহার আছে, সেই শ্বপচও—যিনি সামাজিক হিসাবে অত্যন্ত হেয়, আভিজাত্যাভিমানী ব্যক্তিগণ অপবিত্র অস্পৃশ্য বলিয়াই যাঁহাকে মনে করেন, ভক্তিমান্ হইলে সেই শ্বপচও—দ্বাদশগুণান্বিত ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ হয়েন, যদি সেই ব্রাহ্মণের ভক্তি না থাকে। কারণ, শ্রীপ্রহ্লাদ বলিতেছেন—ভক্তিমান্ শ্বপচও স্বীয় ভক্তির প্রভাবে কেবল নিজেই পবিত্র হইয়াছেন, তাহা নহে; তিনি স্বীয় **কুলং**—শ্বপচ কুলকে, যে কুলে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, সেই কুলকে পর্য্যন্ত পবিত্র করিতে পারেন। কিন্তু যিনি ভক্তিহীন, তাদৃশ **ভূরিমানঃ**—বংশমর্য্যাদার গর্ব্বে, ব্রাহ্মণোচিত দ্বাদশগুণাদির গর্ব্বে যিনি অত্যন্ত গর্ব্বিত, তাদৃশ ব্রাহ্মণ স্বীয় কুলকে পবিত্র করিতে পারেন না; স্বীয় কুলকে পবিত্র করাতো দূরের কথা, তিনি নিজেকেও পবিত্র করিতে পারেন না; যেহেতু, যে ভক্তির প্রভাবে জীব পবিত্র হয়, অপরকেও পবিত্র করিতে পারে, সেই ভক্তি তাঁহার নাই। গৃহে লক্ষ-লক্ষ টাকার উপকরণ থাকিতে পারে, কিন্তু দীপের অভাবে তাহা অন্ধকারই থাকিয়া যাইবে, লক্ষ টাকার উপকরণ গৃহের অন্ধকার দূর করিতে পারিবে না।

তোমা দেখি, তোমা স্পর্শি, গাই তোমার গুণ।
সর্ব্বেন্দ্রিয় ফল এই শাস্ত্র-নিরূপণ ॥ ৫৬

তথাহি হরিভক্তিসুধোদয়ে (১৩।২)—

অক্ষ্ণোঃ ফলং ত্বাদৃশদর্শনং হি
তন্বাঃ ফলং ত্বাদৃশগাত্রসঙ্গঃ।
জিহ্বাফলং ত্বাদৃশকীর্ত্তনং হি
সুদুর্ল্লভা ভাগবতা হি লোকে ॥ ৫

এত কহি কহে প্রভু শুন সনাতন।
কৃষ্ণ বড় দয়াময় পতিত-পাবন ॥ ৫৭
মহা রৌরব হৈতে তোমা করিল উদ্ধার।
কৃপার সমুদ্র কৃষ্ণ গম্ভীর অপার ॥ ৫৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অক্ষ্ণোরিতি। ত্বাদৃশানাং কথঞ্চিত্ত্বদনুকরণবতামপি দর্শনমেবাক্ষ্ণোঃ ফলম্। এবমন্যদপি। যতঃ লোকে স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালে ভাগবতাঃ ভগবদ্ভক্তাঃ সুদুর্ল্লভাঃ ভবন্তি। শ্লোকমালা।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভক্তির প্রভাবে ভক্ত যে অপরকেও পবিত্র করিতে পারেন, এই ৫৫-পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৫৬। **সর্ব্বেন্দ্রিয় ফল**—তোমাকে স্পর্শ করাই ত্বগিন্দ্রিয়ের, তোমাকে দর্শন করাই চক্ষুর, তোমার গুণ গান করাই জিহ্বার, তোমার গুণমহিমা শ্রবণ করাই কর্ণের, তোমার গাত্র-গন্ধাদি গ্রহণই নাসিকার সার্থকতা। যেহেতু, তুমি ভক্ত। পরবর্ত্তী শ্লোক এই পয়ারের প্রমাণ।

শ্লো। ৫। অন্বয়। ত্বাদৃশদর্শনং (তোমার মতন লোকের দর্শন) হি (ই) অক্ষ্ণোঃ (চক্ষুর) ফলং (ফল), ত্বাদৃশগাত্রসঙ্গঃ (তোমার মতন লোকের গাত্রস্পর্শই) তন্বাঃ (দেহের) ফলং (ফল), ত্বাদৃশকীর্ত্তনং (তোমার মতন লেকের গুণাদিকীর্ত্তন) হি (ই) জিহ্বাফলং (জিহ্বার ফল); হি (যেহেতু) লোকে (লোকমধ্যে) ভাগবতাঃ (ভগবদ্ভক্ত) সুদুর্ল্লভাঃ (সুদুর্ল্লভ)।

অনুবাদ। পৃথিবী প্রহ্লাদকে বলিলেন—হে প্রহ্লাদ! তোমার মতন লোকের (ভক্তের) দর্শনই চক্ষুর ফল (অর্থাৎ দর্শনেই চক্ষুর সার্থকতা), তোমার মতন ভক্তের গাত্রস্পর্শই দেহের ফল (গাত্রস্পর্শেই দেহের সার্থকতা), তোমার মতন ভক্তের গুণাদি কীর্ত্তনই জিহ্বার ফল (গুণাদিকীর্ত্তনেই জিহ্বার সার্থকতা): যেহেতু জগতে ভগবদ্ভক্তেরাই সুদুর্ল্লভ। ৫

জগতে যাহা সুদুর্ল্লভ—সহজে পাওয়া যায় না—তাহা যদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হয়, তাহা হইলেই ইন্দ্রিয়ের চরম-সার্থকতা। ভগবদ্ভক্ত জগতে অতি দুর্ল্লভ; কারণ যে ভক্তির কৃপায় লোক ভক্ত হইতে পারে, সেই ভক্তিই সুদুর্ল্লভা (ভ, র, সি, ১।১।২২); ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহাদি যে পর্য্যন্ত চিত্তে থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত ভক্তির কৃপা লাভ হইতে পারে না, ভক্তির কৃপাব্যতীতও কেহ প্রকৃত ভক্তপদবাচ্য হইতে পারে না; কিন্তু ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাঁহার নাই, এরূপ লোক জগতে অতি বিরল; তাই ভক্তও অতি দুর্ল্লভ। এরূপ অবস্থায় যদি কখনও কোনও ভাগ্যে কোনও ভক্ত কাহারও ইন্দ্রিয়-পথবর্ত্তী হন, তাহা হইলেই তাঁহার ইন্দ্রিয়ের সার্থকতা। পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৬ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৫৭। কৃষ্ণকে কেন দয়াময় বলা হইল, তাহার কারণ পরবর্ত্তী পয়ারে দ্রষ্টব্য।

৫৮। **রৌরব**—এক রকম নরক; ইহা জলন্ত অঙ্গারে পরিপূর্ণ, দুই হাজার যোজন বিস্তৃত; পাপীকে এই নরকে চলাফেরা করিতে হয়। **মহারৌরব**—সংসাররূপ মহারৌরব; সংসার-যন্ত্রণাকে রৌরবের যন্ত্রণার তুল্য মনে করিয়া সংসারকে মহারৌরব বলা হইয়াছে। অথবা, সংসারে থাকিয়া মায়ামোহে মুগ্ধ হইয়া জীব এমন সব কার্য্য

সনাতন কহে—কৃষ্ণ আমি নাহি জানি।
আমার উদ্ধার-হেতু তোমার কৃপা মানি ॥ ৫৯
'কেমনে ছুটিলা ?' বলি প্রভু প্রশ্ন কৈল।
আদ্যোপান্ত সব কথা তেঁহো শুনাইল ॥ ৬০
প্রভু কহে—তোমার দুই ভাই প্রয়াগে মিলিলা।
রূপ অনুপম দোঁহে বৃন্দাবন গেলা ॥ ৬১
তপন মিশ্রেরে আর চন্দ্রশেখরেরে।
প্রভু-আজ্ঞায় সনাতন মিলিলা দোঁহারে ॥ ৬২
তপনমিশ্র তাঁরে তবে কৈল আলিঙ্গন।
প্রভু কহে ক্ষৌর করাহ, যাহ সনাতন ! ॥ ৬৩
চন্দ্রশেখরেরে প্রভু কহে বোলাইয়া।
এই বেশ দূর কর, যাহ ইঁহা লৈয়া ॥ ৬৪
ভদ্র করাইয়া তাঁরে গঙ্গাস্নান করাইল।
শেখর আনিয়া তাঁরে নূতন বস্ত্র দিল ॥ ৬৫
সেই বস্ত্র সনাতন না কৈল অঙ্গীকার।
শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ অপার ॥ ৬৬
মধ্যাহ্ন করি প্রভু গেলা ভিক্ষা করিবারে।
সনাতনে লঞা গেলা তপনমিশ্র ঘরে ॥ ৬৭
পাদপ্রক্ষালন করি ভিক্ষাতে বসিলা।
সনাতনে ভিক্ষা দেহ—মিশ্রেরে কহিলা ॥ ৬৮
মিশ্র কহে—সনাতনের কিছু কৃত্য আছে।
তুমি ভিক্ষা কর, প্রসাদ তাঁরে দিব পাছে ৬৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করে, যাহার ফলে তাহাকে রৌরব-নামক নরকে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় ; এজন্য সংসারকে (রৌরবের হেতু বলিয়া) মহারৌরব বলা হইল। অথবা, এস্থলে রৌরবশব্দে কারাগারও হইতে পারে।

গম্ভীর অপার—কৃপার সমুদ্র অতি গম্ভীর এবং অতি বিস্তৃত ; ইহার তল নাই, পার নাই।

৫৯। প্রভুর কথা শুনিয়া সনাতন বলিলেন—"প্রভু, আমি কৃষ্ণকে জানি না, আমি জানি তোমাকে ; কৃষ্ণ আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন কিনা বলিতে পারি না ; তবে তোমার কৃপাতেই যে আমি উদ্ধার পাইয়াছি, ইহাই আমি জানি।"

উদ্ধার-হেতু—উদ্ধারের কারণ।

৬০। **কেমনে ছুটিল**—কারাগার হইতে কিরূপে উদ্ধার পাইলেন।

৬১। শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপমের সহিত প্রয়াগে যে প্রভুর সাক্ষাৎ হইয়াছিল, প্রভু সনাতনকে তাহা বলিলেন।

৬৪। **এই বেশ**—সনাতনের গোঁফ-দাঁড়ি ও ছেঁড়া মলিন বস্ত্রাদি।

৬৫। **ভদ্র করাইয়া**—ক্ষৌরী করাইয়া। **শেখর**—চন্দ্রশেখর।

৬৬। **আনন্দ অপার**—নূতন বস্ত্র গ্রহণে অসম্মতি দ্বারা সনাতনের বৈরাগ্য দেখিয়া প্রভু সন্তুষ্ট হইলেন। দাস-গোস্বামীকে প্রভু বলিয়াছিলেন—"ভাল না খাইবে আর না ভাল পরিবে। ৩৬।২৩৪॥" ভাল খাওয়ার, ভাল পরার জন্য ইচ্ছা থাকিলে, তাহাতেই চিত্তের আবেশ জন্মে, এজন্য নিষেধ করিয়াছেন। ভালদ্রব্যে সনাতনের আবেশ নাই দেখিয়া প্রভু আনন্দিত হইলেন।

সনাতন স্বীয় জীর্ণ মলিন বস্ত্রই পরিয়া রহিলেন।

৬৭। **মধ্যাহ্ন করি**—মধ্যাহ্নের স্নানাদি কৃত্য সমাধা করিয়া। **ভিক্ষা**—আহার। প্রভু তপনমিশ্রের গৃহেই আহার করিতেন।

৬৯। **কৃত্য**—নিত্য কৃত্য কিছু বাকী আছে ; সে কাজ নির্ব্বাহ করিয়া পরে প্রসাদ পাইবে। মনের উদ্দেশ্য এই :—প্রভুর সঙ্গে বসিলে, আহারের পূর্ব্বে প্রভুর ভুক্তাবশেষ পাইবে না ; এজন্যই কৃত্য বাকী আছে বলিয়া সনাতনকে তখন বসিতে দিলেন না ; প্রভুর আহারের পরে, প্রভুর শেষপাত্র (ভুক্তাবশেষ) মিশ্র কৃপা করিয়া সনাতনকে দিবেন।

ভিক্ষা করি মহাপ্রভু বিশ্রাম করিল।
মিশ্র প্রভুর শেষপাত্র সনাতনে দিল ॥ ৭০
মিশ্র সনাতনে দিল নূতন বসন।
বস্ত্র নাহি নিল তেঁহো কৈল নিবেদন ॥ ৭১
মোরে বস্ত্র দিতে যদি তোমার হয় মন।
নিজ-পরিধান এক দেহ পুরাতন ॥ ৭২
তবে মিশ্র পুরাতন এক ধুতি দিল।
তেঁহো দুই বহির্ব্বাস কৌপীন করিল ॥ ৭৩
মহারাষ্ট্রী দ্বিজে প্রভু মিলাইলা সনাতনে।
সেই বিপ্র তাঁরে কৈল মহা নিমন্ত্রণে—॥ ৭৪
সনাতন! তুমি যাবৎ কাশীতে রহিবে।
তাবৎ আমার ঘরে ভিক্ষা যে করিবে ॥ ৭৫
সনাতন কহে—আমি মাধুকরী করিব।
ব্রাহ্মণের ঘরে কেনে একত্র ভিক্ষা লব? ৭৬
সনাতনের বৈরাগ্যে প্রভুর আনন্দ অপার।
ভোটকম্বলপানে প্রভু চাহে বারেবার ॥ ৭৭
সনাতন জানিল—এই প্রভুরে না ভায়।
ভোট ত্যাগ করিবারে চিন্তিল উপায় ॥ ৭৮
এত চিন্তি গেলা গঙ্গায় মধ্যাহ্ন করিতে।
এক গৌড়িয়া কান্থা ধুঞা দিয়াছে শুকাইতে ॥৭৯
তারে কহে—আরে ভাই! কর উপকারে।
এই ভোট লঞা এই কাঁথা দেহ মোরে ॥ ৮০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৭০। **শেষপাত্র**—ভুক্তাবশেষ।

৭২। **নিজ-পরিধান**—তোমার নিজের পরণের; যাহা তুমি নিজে ব্যবহার করিয়াছ, এরূপ।

৭৩। মিশ্রের দেওয়া পুরাতন কাপড় খানিকে চিরিয়া দুইখণ্ড করিলেন; এক খণ্ড দ্বারা কৌপীন ও অপর খণ্ড দ্বারা বহির্ব্বাস করিলেন।

৭৪। **মহানিমন্ত্রণ**—দীর্ঘকালের জন্য নিমন্ত্রণ।

৭৬। **ব্রাহ্মণের ঘরে**—প্রত্যেক দিন আহার করিয়া ব্রাহ্মণকে উদ্বেগ দেওয়া এবং ব্রাহ্মণকে ক্ষতিগ্রস্ত করা সঙ্গত নহে ভাবিয়া সনাতন একথা বলিলেন। ঘরে ঘরে অল্প অল্প করিয়া ভিক্ষা (মাধুকরী) করিয়া আনিলে কাহাকেও উদ্বেগ দেওয়াও হইবে না, বিশেষতঃ অভিমানের শেষ যদি কিছু থাকে, তাহাও দূর হইবে—ইহা ভাবিয়াই তিনি মাধুকরীর কথা বলিলেন।

মাধুকরী—মধুকর অর্থ ভ্রমর; ভ্রমর ফুলের মধু খায়; কিন্তু একটীমাত্র ফুল হইতেই তাহার প্রয়োজনীয় সমস্ত মধু সংগ্রহ করে না; ভিন্ন ভিন্ন ফুল হইতে অল্প অল্প করিয়া মধু সংগ্রহ করে। এইরূপে মধুকরের ন্যায়—যাঁহারা একই গৃহস্থের নিকট হইতে নিজেদের প্রয়োজনীয় সমস্ত আহার্য্য গ্রহণ করেন না, পরন্তু অল্প অল্প করিয়া—গৃহস্থ অনায়াসে দু'এক মুষ্টি যাহা দিতে পারে, তাহাই—সংগ্রহ করিয়া ভজনের জন্য জীবন ধারণ করেন, তাঁহাদের এইরূপ আচরণকে মাধুকরী (মধুকরের ন্যায়) বৃত্তি বলে। অধিক পরিমাণ দাবী করিয়া কাহাকেও উদ্বেগ দেওয়া মাধুকরী-বৃত্তি-বিরোধী।

৭৭। **ভোটকম্বল**—সনাতনের ভোটকম্বল। প্রভু বরাবরই সনাতনের ভোটকম্বলের দিকে চাহিতে লাগিলেন; সনাতনের বৈরাগ্যের সঙ্গে মূল্যবান্ ভোটকম্বল মানায় না, ইহাই পুনঃ পুনঃ দৃষ্টির অভিপ্রায়। বলা বাহুল্য, এই ভোটকম্বল সনাতন নিজে ইচ্ছা করিয়া আনেন নাই; তিনি ছেঁড়া কাঁথাই সঙ্গে আনিয়াছিলেন; তাঁহার ভগিনীপতি শ্রীকান্ত তাঁহাকে ছেঁড়া কাঁথা ছাড়াইয়া ভোটকম্বল দিয়াছিলেন (পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৫-৪৩ পয়ার দ্রষ্টব্য)।

৭৮। **প্রভুরে না ভায়**—প্রভুর পছন্দ হয় না। **ভোটত্যাগ**—ভোটকম্বল ত্যাগ।

৭৯। **মধ্যাহ্ন করিতে**—মধ্যাহ্ন-স্নানাদি করিতে। **গৌড়িয়া**—গৌড় (বঙ্গ) দেশবাসী কোনও নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তি।

সেই কহে—হাস্য কর প্রামাণিক হঞা ?।
বহুমূল্য ভোট দিবে কেনে কাঁথা লঞা ? ॥ ৮১
তেঁহো কহে—হাস্য নহে কহি সত্যবাণী।
ভোট লেহ তুমি দেহ মোরে কাঁথাখানি ॥ ৮২
এত বলি কাঁথা লইল, ভোট তারে দিয়া।
গোসাঞির ঠাঞি আইল কাঁথা গলে দিয়া ॥ ৮৩
প্রভু কহে—তোমার ভোটকম্বল কোথা গেল।
প্রভু পদে সব কথা গোসাঞি কহিল ॥ ৮৪
প্রভু কহে—ইহা আমি করিয়াছি বিচার।
বিষয় ভোগ খণ্ডাইল কৃষ্ণ যে তোমার ॥ ৮৫
সে কেনে রাখিবে তোমার শেষ বিষয়ভোগ।
রোগ খণ্ডি সদ্বৈদ্য না রাখে শেষ রোগ ॥ ৮৬
তিন মুদ্রার ভোট গায়, মাধুকরী গ্রাস।
ধর্ম্মহানি হয়, লোক করে উপহাস ॥ ৮৭
গোসাঞি কহে—যে খণ্ডিল কুবিষয়-ভোগ।
তাঁর ইচ্ছায় গেল মোর শেষ বিষয়-রোগ ॥ ৮৮
প্রসন্ন হইয়া প্রভু তাঁরে কৃপা কৈল।
তাঁর কৃপায় প্রশ্ন করিতে তাঁর শক্তি হৈল ॥ ৮৯
পূর্ব্বে যৈছে রায়-পাশ প্রভু প্রশ্ন কৈল।
তাঁর শক্ত্যে রামানন্দ তাঁরে উত্তর দিল ॥ ৯০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৮১। সনাতন যখন গৌড়ীয়ার নিকটে ভোটকম্বলের পরিবর্ত্তে ছেঁড়া কাঁথা চাহিলেন, গৌড়ীয়া তাহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না ; তিনি মনে করিলেন—সনাতন তাঁহাকে ঠাট্টা করিতেছেন ; মূল্যবান্ ভোটকম্বলের পরিবর্ত্তে কেহ যে ছেঁড়া কাঁথা চাহিতে পারে, তাহা কিরূপেই বা বিশ্বাস করা যায় ? **হাস্য**—উপহাস ; ঠাট্টা। **প্রামাণিক**—গণ্যমান্য ব্যক্তি।

৮৪। **সবকথা**—কি জন্য এবং কিরূপে তিনি ভোটকম্বলের পরিবর্ত্তে কাঁথা লইলেন, তৎসমস্ত কথা।

৮৬। যিনি ভাল চিকিৎসক, তিনি যেমন কোনও রোগীর রোগ চিকিৎসা করিতে যাইয়া তাহাকে সম্যক্‌রূপেই রোগমুক্ত করেন, রোগের কিঞ্চিৎ অবশেষও যেমন কখনও রাখেন না ; তদ্রূপ, শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া যখন তোমার বিষয় খণ্ডাইয়া দিয়াছেন, বিষয়-ভোগের শেষ চিহ্ন স্বরূপ ভোটকম্বলই বা তিনি আর তোমার জন্য রাখিবেন কেন ?

ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর সংস্পর্শে চিত্তে ভোগবাসনা জাগ্রত হওয়ার আশঙ্কা আছে বলিয়াই শ্রীপাদ সনাতনের মঙ্গলকামী প্রভু তাঁহার ভোটকম্বল পছন্দ করেন নাই। শ্রীপাদ সনাতন ইন্দ্রিয়-ভোগ্য সমস্ত বস্তুই মলবৎ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন, পথিমধ্যে তাঁহার ভগিনীপতি শ্রীকান্তই তাঁহাকে একখানি ভোটকম্বল দিয়াছিলেন ; এই কম্বল ব্যতীত অপর কোনও ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু তাঁহার নিকট ছিল না বলিয়াই কম্বলকে "শেষ বিষয়" বলা হইয়াছে।

সদ্বৈদ্য—উত্তম বৈদ্য (চিকিৎসক)। **শেষ রোগ**—রোগের অবশেষ।

৮৭। যিনি মাধুকরী মাগিয়া খায়েন, তিনি যদি তিন টাকা মূল্যের ভোটকম্বল গায়ে দেন, তাহা হইলে লোকেও তাহাকে ঠাট্টা করিবে এবং তাঁহার বৈরাগ্য-ধর্ম্মেরও হানি হইবে। **ধর্ম্মহানি**—বৈরাগ্য-ধর্ম্মের হানি।

৮৮। **গোসাঞি কহে**—প্রভুর কথা শুনিয়া সনাতন গোস্বামী বলিলেন।

প্রভু সনাতনকে বলিয়াছিলেন—"কৃষ্ণই তোমার বিষয় খণ্ডাইয়াছেন (৮৫ পয়ার)।" সনাতন এই পয়ারে যাহা বলিলেন, তাহার অভিপ্রায় এই যে—কৃষ্ণ নহেন, প্রভুই তাঁহার বিষয় খণ্ডাইয়াছেন।

৮৯। ভগবৎ-কৃপা না হইলে তত্ত্ব-নিরূপণ তো দূরের কথা, তত্ত্ববিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেও জীবের সামর্থ্য হয় না, ইহাই এই পয়ারের মর্ম্ম। **প্রশ্ন করিতে**—তত্ত্ববিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে।

৯০। **পূর্ব্বে**—দক্ষিণদেশে ভ্রমণকালে গোদাবরী-তীরে অবস্থান-সময়ে। **রায়-পাশ**—রায়রামানন্দের নিকটে। **তাঁর শক্ত্যে**—প্রভুর শক্তিতে ; প্রভুর কৃপায়।

ইহাঁ প্রভুর শক্ত্যে প্রশ্ন করে সনাতন।
আপনে মহাপ্রভু করে তত্ত্ব-নিরূপণ॥ ৯১

তথাহি—
কৃষ্ণস্বরূপমাধুর্য্যৈশ্বর্য্যভক্তিরসাশ্রয়ম্।
তত্ত্বং সনাতনায়েশঃ কৃপয়োপদিদেশ সঃ॥ ৬॥

তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
দৈন্য বিনতি করে দন্তে তৃণ লঞা— ॥ ৯২
নীচজাতি নীচসঙ্গী পতিত অধম।
কুবিষয়-কূপে পড়ি গোঙাইনু জনম॥ ৯৩
আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি।
গ্রাম্য-ব্যবহারে পণ্ডিত,তাহি সত্য মানি॥ ৯৪
কৃপা করি যদি মোরে করিয়াছ উদ্ধার।
আপন কৃপাতে কহ 'কর্ত্তব্য আমার'॥ ৯৫
কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়?।
ইহা নাহি জানি আমি—কেমনে হিত হয়?" ॥৯৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

সঃ ঈশঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ সনাতনায়েতি তুমর্গর্ভাদি চতুর্থী সনাতনং জ্ঞাপয়িতুং বোধয়িতুং কৃষ্ণ-স্বরূপাদিকাশ্রয়ং তত্ত্বং কৃপয়া উপদিদেশ উপদিষ্টবান্ অথবা নিমিত্তচতুর্থী সনাতনং নিমিত্তং কৃত্বা অন্যান্ উপদিষ্টবান্। তত্র স্বরূপং পরমানন্দঃ, মাধুর্য্যং অসমোর্দ্ধতয়া সর্ব্বমনোহরং স্বাভাবিক-রূপ-গুণ-লীলাদি-সৌষ্ঠবম্, ঐশ্বর্য্যং অসমোর্দ্ধানন্ত-স্বাভাবিক-প্রভুতা, ভক্তিরসশ্চ এতেষাং আশ্রয়ং তত্ত্বং তান্ আশ্রিতবস্তুত্বমিত্যর্থঃ। শ্লোকমালা। ৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৯১। **ইহাঁ**—এই স্থানে; কাশীতে।

শ্লো। ৬। অন্বয়। সঃ (সেই) ঈশঃ (ঈশ্বর—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য) কৃপয়া (কৃপা করিয়া) সনাতনায় (সনাতনকে) কৃষ্ণ-স্বরূপমাধুর্য্যৈশ্বর্য্যভক্তিরসাশ্রয়ং (শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, মাধুর্য্য, ঐশ্বর্য্য, ভক্তিরস—এসমস্তের আশ্রয়-স্বরূপ) তত্ত্বং (তত্ত্ব) উপদিদেশ (উপদেশ করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ। সেই ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কৃপা করিয়া শ্রীপাদ সনাতনকে (অথবা সনাতকে উপলক্ষ্য করিয়া সর্ব্বসাধারণকে) শ্রীকৃষ্ণের—স্বরূপ, মাধুর্য্য, ঐশ্বর্য্য, ভক্তিরস—এসমস্ত বিষয়ক তত্ত্ব উপদেশ করিলেন। ৬

স্বরূপ—শ্রীকৃষ্ণ যে স্বরূপে পরমানন্দ, সেই তত্ত্ব। **মাধুর্য্য**—শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক রূপের এবং তাঁহার গুণ-লীলাদির অসমোর্দ্ধ মনোহারিত্ব। **ঐশ্বর্য্য**—শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ এবং অনন্ত স্বাভাবিক প্রভুতা। **ভক্তিরস**—কৃষ্ণভক্তির অপূর্ব্ব আস্বাদন-চমৎকারিতা।

৯৩-৯৪। এই দুই পয়ার সনাতনের দৈন্যোক্তি। **কুবিষয়-কূপে**—অসদ্বিষয়রূপ কূপে; তুচ্ছ ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর বাসনায়। **গোঙাইনু**—অতিবাহিত করিলাম। **গ্রাম্য ব্যবহারে**—বৈষয়িক ব্যাপারে। **তাহি**—বৈষয়িক ব্যাপারকেই; ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুকেই।

৯৫। **কর্ত্তব্য আমার**—সংসার-বন্ধন হইতে উদ্ধারের নিমিত্ত আমার কি কর্ত্তব্য, তাহা বল। জীবের অভিধেয় কি, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন।

৯৬। সনাতন গোস্বামী প্রশ্ন করিলেন; (১) আমি কে? (২) তাপত্রয় আমাকে জারে কেন? (৩) কিরূপে আমার হিত হয়? আমার কি কর্ত্তব্য?

কে আমি—আমি (জীব) স্বরূপতঃ কে? আমার এই দেহটাই আমি? না এই দেহের অতিরিক্ত জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট অপর কোনও বস্তু আমি? জীবের স্বরূপ কি? দেহের সঙ্গে মন ও অপর ইন্দ্রিয়াদি সংশ্লিষ্ট আছে, মনই অপর ইন্দ্রিয়গুলিকে চালাইতেছে; মনের জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি আছে বলিয়া আমার ধারণা জন্মে। মন কিছু ইচ্ছা করিলে জ্ঞানশক্তিদ্বারা সেই ইচ্ছা পূরণের উপায় স্থির করিয়া অপর ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা সেই উপায় কার্য্যে পরিণত করে। এখন আমার সন্দেহ আসে, শুধু দেহটাই আমি, না ইন্দ্রিয়াদিসমন্বিত মনই আমি?

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দেহই যদি আমি হই, তাহা হইলে কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি (মনের বৃত্তি) হইতে উদ্ভূত তাপ আমার দেহকে কষ্ট দেয় কেন? আর যদি ইন্দ্রিয়সমন্বিত মনই আমি হই, তবে বায়ু-পিত্তাদি (দেহের বিকার)-জনিত রোগাদি আমার মনকে পীড়া দেয় কেন? দেহ-মন ব্যতীত অপর কোনও বস্তু যদি আমি হই, তবে রোগাদি বা কাম-ক্রোধাদি, দেহের ও মনের তাপ আমাকে কষ্ট দেয় কেন?

জারে—জর্জ্জরিত করে, দুঃখ দেয়।

তাপত্রয়—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তিন রকম তাপ। আধ্যাত্মিক তাপ শারীরিক ও মানসিক ভেদে দুই রকমের। বাতপিত্ত-শ্লেষ্মার বৈষম্য-জনিত রোগাদি শারীরিক তাপ; আর কামক্রোধলোভ মোহাদিজনিত তাপ মানসিক তাপ। মানুষ, পশু, পক্ষী, পিশাচাদি ও সরিসৃপাদি হইতে যে তাপ (দুঃখ) জন্মে, তাহা আধিভৌতিক তাপ। শীতোষ্ণবাতবর্ষাবিদ্যুতাদিজনিত তাপকে আধিদৈবিক তাপ বলে।

এস্থলে যে তিনটী প্রশ্ন করা হইল, পণ্ডিতকুল-শিরোমণি শ্রীপাদ সনাতন যে তাহাদের উত্তর জানিতেন না, তাহা নহে। তথাপি যে তিনি প্রভুর নিকটে এই প্রশ্নগুলি উত্থাপিত করিলেন, তাহার হেতু শ্রীমন্মহাপ্রভুই পরবর্ত্তী ২।২০।৯৯ পয়ারে ব্যক্ত করিয়াছেন। আরও একটী হেতু আছে বলিয়া মনে হয়; তাহা এই :—জগতের জীবের মঙ্গলের জন্য শ্রীপাদ সনাতনের দ্বারা কতকগুলি তত্ত্ব প্রকাশ করাইবার জন্য প্রভুর ইচ্ছা হওয়ায় এবং সেই সমস্ত তত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রভুর অভিমতও শ্রীপাদ সনাতনের নিকটে প্রকাশ করিবার জন্য প্রভুর ইচ্ছা হওয়ায় তিনিই শ্রীপাদ সনাতনের চিত্তে প্রেরণা দিয়া তাঁহার মুখ হইতে কয়েকটি প্রশ্ন বাহির করাইলেন এবং এই প্রশ্নগুলির উত্তর দান প্রসঙ্গে প্রভু স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিলেন।

উক্ত তিনটি প্রশ্নের যে উত্তর প্রভু দিয়াছেন, সূত্রাকারে তাহা এই :—

"কে আমি"-প্রশ্নের উত্তর :—"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥ সূর্য্যাংশ-কিরণ যৈছে অগ্নিজ্বালাচয়। ২।২০।১০১-২॥"

"আমারে কেন জারে তাপত্রয়"-প্রশ্নের উত্তর :—"কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব—অনাদি বহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥ কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়। দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥ ২।২০।১০৪-৫॥"

"কেমনে হিত হয়"-প্রশ্নের উত্তর :—"সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়। সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥ ২।২০।১০৬॥"

"কেমনে হিত হয়"—প্রশ্নের উত্তরে বলা হইল—কৃষ্ণোন্মুখ হইলেই জীব মায়ার কবল হইতে উদ্ধার পাইতে পারে, তার ত্রিতাপ-জ্বালা দূরীভূত হইতে পারে। কিন্তু কি উপায়ে জীবের কৃষ্ণোন্মুখতা স্ফুরিত হইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে জীবের "কি কর্ত্তব্য" – এই আনুষঙ্গিক প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে—"তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন। মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥ ২।২২।১৮॥"

দ্বিতীয় প্রশ্নের আলোকে তৃতীয় প্রশ্নের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মনে হইতে পারে—ত্রিতাপ-জ্বালা দূরীভূত হইলেই, মায়াপাশ ছিন্ন হইয়া গেলেই, জীবের হিত হইয়া গেল। কিন্তু তৃতীয় প্রশ্নের আনুষঙ্গিক প্রশ্নের উত্তরে প্রভু যাহা বলিলেন, তাহা হইতে বুঝা যায়,—মায়াপাশ হইতে অব্যাহতি লাভই জীবের একমাত্র হিত বা মঙ্গল নয়; কৃষ্ণ-চরণ-প্রাপ্তি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সেবাপ্রাপ্তিতেই জীবের পরমতম কল্যাণের পর্য্যবসান। জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস বলিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবাতেই তাহার স্বরূপগত ধর্ম্মের পর্য্যবসান, শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তিতেই জীব তাহার স্বরূপগত ধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এবং স্বরূপগত ধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারাই তাহার চরমতম মঙ্গল। যে পর্য্যন্ত স্বরূপগত ধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে না পারে, সে পর্য্যন্তই জীবের ধর্ম্ম-বিপর্য্যয়বশতঃ দুর্গতি—ত্রিতাপ-জ্বালা। স্বরূপগত ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে ত্রিতাপ-জ্বালা আপনা হইতেই দূরীভূত হইয়া যাইবে। সূর্য্যোদয়ে

সাধ্য সাধনতত্ত্ব পুছিতে না জানি।
কৃপা করি সব তত্ত্ব কহত আপনি॥ ৯৭
প্রভু কহে—কৃষ্ণকৃপা তোমাতে পূর্ণ হয়।
সব তত্ত্ব জান, তোমার নাহি তাপত্রয়॥ ৯৮
কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি—জান তত্ত্বভাব।
জানি দার্ঢ্য-লাগি পুছে—সাধুর স্বভাব॥ ৯৯

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
সাধনভক্তিলহর্য্যাম্ (৪৭)—

অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিধ্যত্যেষামভীপ্সিতঃ।
সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ॥ ৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

সদ্ধর্ম্মস্য ভগবদারাধনাদিধর্ম্মস্য অববোধায় জ্ঞাতুম। শ্লোকমালা। ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যেমন অন্ধকার দূরীভূত হয়, তদ্রূপ। বিষয়টী আরও একভাবে বিবেচনা করা যায়। সুখ-স্বরূপ, রস-স্বরূপ, পরতত্ত্ব-বস্তু শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ বলিয়া এবং সেই সুখ-স্বরূপেরই নিত্যদাস বলিয়া জীবের মধ্যে সেই সুখস্বরূপের প্রাপ্তির জন্য—সুখ-প্রাপ্তির জন্য একটী চিরন্তনী বাসনা আছে (১৷১৷৪-শ্লোক-ব্যাখ্যায় হরি-শব্দের অর্থালোচনা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু মায়াবদ্ধ জীব অনাদিকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ বলিয়া, সুখঘন-স্বরূপের দিকে পেছন ফিরিয়া আছে বলিয়া, সুখের বিপরীত বস্তু দুঃখের বা ত্রিতাপ-জ্বালার সহিতই তাহার সাম্মুখ্য। যতদিন কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা থাকিবে, ততদিনই ত্রিতাপ-জ্বালার সাম্মুখ্য থাকিবে, ততদিনই তাহার স্বরূপগত ধর্ম্মেরও বিপর্য্যয় থাকিবে। কোনও ভাগ্যে যদি কৃষ্ণোন্মুখতা জন্মে, তখনই জীব স্বীয় স্বরূপগত ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে এবং সুখস্বরূপের, রসস্বরূপের সাম্মুখ্যশতঃ তখনই তাহার চিরন্তনী সুখবাসনার চরমাতৃপ্তি লাভ হইতে পারিবে, আনন্দস্বরূপকে পাইয়া তখনই জীব আনন্দী হইতে পারিবে। শ্রুতিও একথাই বলিয়াছেন—রসং হেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। তখনই তাহার পরম-মঙ্গলের অভ্যুদয় এবং সর্ব্বদুঃখের অবসান।

শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামীর প্রশ্নের যে সূত্রাকার উত্তর উপরে উদ্ধৃত হইল, শ্রীমন্মহাপ্রভু দুই মাস পর্য্যন্ত তাহার বিবৃতি দিয়াছেন। শ্রীগ্রন্থের মধ্যলীলার ২০৷২১৷২২৷২৩—এই চারিটী পরিচ্ছেদে এই উত্তরেরই বিশেষ আলোচনা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

৯৭। সাধ্য-সাধনতত্ত্ব—সাধ্যতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব। লোকে যাহা পাইতে চায়, সেই লক্ষ্য বস্তুকে বলে সাধ্য বস্তু; আর যে উপায়ে তাহা পাওয়া যায়, তাহাকে বলে সাধন। **পুছিতে**—জিজ্ঞাসা করিতে। কোনও কোনও গ্রন্থে এই পয়ারের পরে এইরূপ অতিরিক্ত পাঠ আছে—"তাঁর দৈন্য শুনি প্রভুর আনন্দিত মন। কহিতে লাগিলা তাঁরে করি আলিঙ্গন॥"

৯৮-৯৯। প্রভু বলিলেন—"সনাতন! তোমার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ কৃপা; যাহার প্রতি কৃষ্ণের পূর্ণ কৃপা থাকে, তাহার অজ্ঞাত কিছু থাকিতে পারে না, তাহার তাপত্রয়ও থাকিতে পারে না। তাই সাধ্য-সাধন তত্ত্বাদি সমস্তই তুমি জান, ত্রিতাপের জ্বালাও তোমার নাই। তথাপি যে তুমি আমাকে প্রশ্ন করিতেছ, তাহার কারণ এই যে, তুমি সাধু; সাধুদিগের স্বভাবই এই যে, সমস্ত বিষয় তাঁহাদের জানা থাকিলেও **দার্ঢ্যলাগি**—দৃঢ়তার জন্য—জ্ঞাত-বিষয়ের দৃঢ়তা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে তাঁহারা জ্ঞাতবিষয় সম্বন্ধেও পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিয়া থাকেন। তাঁহারা যাহা জানেন, তাহাই ঠিক কিনা—ইহা নিশ্চয় করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহাদের জিজ্ঞাসা"। প্রকৃত তত্ত্বসম্বন্ধে নির্ভুল জ্ঞান লাভ করার আগ্রহ হইতেই তাঁহাদের এইরূপ জিজ্ঞাসার উদয় হয়; বস্তুতঃ তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত যাঁহাদের অত্যন্ত আগ্রহ থাকে, তাঁহারা শীঘ্রই তাঁহাদের অভিলষিত বস্তু পাইতে পারেন। এই উক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৭। অন্বয়। সদ্ধর্ম্মস্য (ভাগবত-ধর্ম্মের নিগূঢ়-তত্ত্বের) অববোধায় (জ্ঞানলাভের নিমিত্ত) যেষাং

যোগ্যপাত্র হও তুমি ভক্তি প্রবর্ত্তাইতে।
ক্রমে সব তত্ত্ব শুন, কহিয়ে তোমাতে॥ ১০০

জীবের স্বরূপ হয়—কৃষ্ণের নিত্যদাস—।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি—ভেদাভেদ প্রকাশ॥ ১০১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(যাঁহাদের) নির্ব্বন্ধিনী (আগ্রহশালিনী) মতিঃ (বুদ্ধিঃ) তেষাং (তাঁহাদের) অভীপ্সিতঃ (অভীষ্ট) সর্ব্বার্থঃ (সকল বিষয়) অচিরাৎ এব (অবিলম্বেই) সিদ্ধতি (সিদ্ধ হয়)।

অনুবাদ। ভাগবত-ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার জন্য যাঁহাদের মতি অতিশয় আগ্রহশালিনী, তাঁহাদের অভিলষিত সকল বিষয়ই অবিলম্বে সিদ্ধ হইয়া থাকে। ৬

১০০। ভক্তি প্রবর্ত্তাইতে—ভক্তিধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিতে। প্রভু বলিলেন—"সনাতন! তোমার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যথেষ্ট কৃপা আছে; তাহার ফলে, জগতে ভক্তিধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিবার যোগ্যতা সম্যক্‌রূপেই তোমাতে আছে; আমি ক্রমে সমস্ত তত্ত্বই তোমাকে খুলিয়া বলিতেছি। তুমি মনোযোগ দিয়া শুন।"

সনাতন-গোস্বামীর দ্বারা যে প্রভু জগতে ভক্তিশাস্ত্র প্রচার করাইবেন এবং তদ্দ্বারাই ভক্তিধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করাইবেন, এই পয়ারে প্রভুর তদনুরূপ সঙ্কল্পের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে।

১০১। এই পয়ারে "কে আমি" এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। জীবের স্বরূপ কি? দেহ জীব নহে। রামদাস যেন একজন মানুষের নাম। রামদাস যখন মরিয়া যায়, তখন তাহার স্থূল দেহটী পড়িয়াই থাকে; তথাপি লোকে বলে রামদাস নাই—রামদাস চলিয়া গিয়াছে। যে দেহটী পড়িয়া থাকে, তাকে কেহ রামদাস বলে না; তাহাকে রামদাস বলিয়া মনে করে না; যদি তাহা করিত, তাহা হইলে রামদাসের আত্মীয়-স্বজনেরা আর শোক করিতনা, তাহার দেহটাকে পূর্ব্ববৎ আদর-যত্ন করিয়া ঘরে রাখিত। ইহাতে বুঝা যায়, যে জীবটীকে লোকে রামদাস বলিত, সে চলিয়া গিয়াছে, তাহার দেহটা পড়িয়া আছে; দেহটা রামদাস নহে; দেহ জীব নহে। অন্য ভাবেও ইহা বুঝিতে চেষ্টা করা যায়। কর্ম্মফলানুসারে একই জীব নানা যোনি ভ্রমণ করিয়া থাকে; এই রামদাস নামক মানুষটীই হয়ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে তৃণ, গুল্ম, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী ইত্যাদি যোনি ভ্রমণ করিয়া শেষকালে মানুষ হইয়াছে। একই জীব ভিন্ন ভিন্ন জন্মে ভিন্ন ভিন্ন দেহে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হইয়াছে। কোনও সময় তৃণ, কোনও সময়ে কীট, কোনও সময়ে পশু বা পাখী, কোনও সময়ে বা মানুষ নামে পরিচিত হইয়াছে। তৃণ, গুল্ম, পশু, পক্ষী আদি ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত। একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণবিশিষ্ট হইতে পারে না—যে মানুষ, সে যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, ধনী হউক, দরিদ্র হউক, মূর্খ হউক, বিদ্বান্ হউক, তাহার সাধারণ দৈহিক লক্ষণ একরূপই থাকিবে। কোনও সময়েই তাহার দুটী পায়ের স্থানে তিনটি বা চারিটী পা হইবে না। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে একই জীবকে কখনও গাছের মত, কোনও সময়ে হাতীর মত, কোনও সময়ে বা মানুষের মত দেখায়। ইহাতে বুঝা যায়—গাছ, হাতী বা মানুষের দেহটী সেই জীব নহে—জীব ঐ ঐ দেহকে আশ্রয় করিয়াছে বলিয়া ঐ নামে পরিচিত হইয়াছে। তাহা হইলে "জীব" দেহাতিরিক্ত অপর একটী বস্তু। এখন আবার প্রশ্ন হইতে পারে, যে বস্তুটী দেহ হইতে বাহির হইয়া গেলে দেহীকে মৃত বলা হয়, সেই বস্তুটাই জীব হউক? তাহাও নহে। জীব একটী সূক্ষ্মদেহকে আশ্রয় করিয়া স্থূল দেহটী ত্যাগ করে। এই সূক্ষ্ম দেহটী লোকে দেখিতে পায় না। এই দেহটীর উদ্দেশ্যেই পারলৌকিক ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান। এইদেহটীও জীব নহে। কারণ, শাস্ত্র বলেন, মহাপ্রলয়ে যখন প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হইয়া যায়, তখন স্থূল এবং সূক্ষ্মদেহও ধ্বংস হইয়া যায়, কিন্তু জীব ধ্বংস হয় না, কর্ম্মফলকে অবলম্বন করিয়া জীব তখন কারণসমুদ্রে অবস্থান করে। স্থূলদেহের ন্যায় সূক্ষ্মদেহও প্রাকৃত। স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ ধ্বংস হইয়া গেলেও যখন জীব থাকে, তখন বুঝা যায়, সূক্ষ্ম দেহও জীব নহে; জীব স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের অতীত একটী বস্তু। মন ও ইন্দ্রিয়াদিও প্রাকৃত বস্তু, প্রকৃতি হইতে তাহাদের জন্ম, মহাপ্রলয়ে ইহাদেরও ধ্বংস হয়। তাতে বুঝা যায়—মন বা ইন্দ্রিয়াদিও জীব নহে। ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট (স্থূল বা সূক্ষ্ম) দেহও জীব নহে।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তবে জীব কে ? তৃণ, গুল্ম, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী বা মানুষকে আমরা জীবিত বলি তখন—যখন তাহাদের দেহে চেতনা থাকে ; দেহটী যখন চেতনাহীন হয়, তখন তাহাকে মৃত বলা হয় ; সেই দেহে যেই জীব ছিল, তখন আর সেই জীব ঐ দেহে নাই, ইহাই বলা হয়। তাহা হইলে বুঝা যায়, জীবের সঙ্গে চেতনা—চৈতন্যের একটা নিত্য অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। জীবের সহিত স্বরূপতঃ জড়ের যে সেরূপ কোনও সম্বন্ধ নাই, তাহা উপরের আলোচনা হইতেই বুঝা যায়। জড়রূপা প্রকৃতির সংশ্রবে উৎপন্ন মন ও ইন্দ্রিয়াদি এবং সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহ জড় ; মহাপ্রলয়ে যখন এসমস্ত ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়, আর তখনও যখন জীব কারণসমুদ্রে (যে স্থানে জড়রূপা প্রকৃতি আসিতে পারে না) থাকে, তখন স্পষ্টই বুঝা যায়, জীবের মধ্যে জড়ের কোনও অংশ নাই। চিৎ (চেতনা) ও জড় এই দুই রকম বস্তু ব্যতীত অপর কোনও বস্তুর অস্তিত্বও দেখা যায় না। জীবে যখন জড়ের অংশ নাই, আর জীবের সঙ্গে যখন চেতনা বা চিৎ এর একটা নিত্য, অচ্ছেদ্য সম্বন্ধও দেখা যায়, তখন স্বীকার করিতেই হইবে জীব চিৎ-বস্তুই—অপর কিছু নহে। এক দেহস্থিত জীবের দেহত্যাগে যখন অন্য দেহস্থিত জীবের দেহত্যাগ হয় না, তখন ইহাও বুঝা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন দেহাশ্রয়ী জীব, পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন ; যেন ইহারা ভিন্ন ভিন্ন খণ্ড ; কিন্তু চিৎ-বস্তু মাত্র একটি—সেই অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব, সেই সর্ব্বব্যাপক-বিভুচিৎ পরম ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কোনও চিৎ-বস্তুই নাই। তাহা হইলে জীব, সেই অখণ্ড চিদ্বস্তুরই ক্ষুদ্রখণ্ড। সেই বিভুচিৎ পরম-ব্রহ্মেরই অতি ক্ষুদ্র অংশ।

জীব বা জীবাত্মা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহে ; তাই তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের কোনও প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই। পূর্ব্বে যাহা বলা হইল, তাহাও কেবল যুক্তি বা অনুমান মাত্র। জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে একমাত্র প্রমাণ শাস্ত্রবাক্য। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কথায় সেই শাস্ত্র-প্রমাণই অভিব্যক্ত হইয়াছে।

এই পয়ারে জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রভু যাহা বলিলেন, তাহা হইতেছে এই—(১) জীব হইল শ্রীকৃষ্ণের শক্তি, (২) এই জীবশক্তি হইল শ্রীকৃষ্ণের তটস্থা শক্তি, (৩) শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের সম্বন্ধ হইল ভেদাভেদ সম্বন্ধ। এই কয়টী হইল জীবের স্বরূপ-লক্ষণ। (৪) জীব হইল স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। ইহা হইল জীবের তটস্থ লক্ষণ। পরবর্ত্তী ২।২০।১০২ পয়ারে জীবের আয়তন সম্বন্ধেও একটী কথা বলা হইয়াছে। জীব হইতেছে স্বরূপে অণু-অতি সূক্ষ্ম।

জীব যে শ্রীকৃষ্ণের **শক্তি,** তাহা পরবর্ত্তী "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা" ইত্যাদি বিষ্ণুপুরাণের শ্লোকে দেখান হইয়াছে। পরবর্ত্তী "অপরেয়মিতস্ত্বন্যাম্" ইত্যাদি গীতা-শ্লোকেও বলা হইয়াছে—জীব, শ্রীকৃষ্ণের শক্তি এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে এই শক্তি চিদ্রূপা। বিশেষ আলোচনা ভূমিকায় "জীবতত্ত্ব" প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

কিন্তু এই চিদ্রূপা জীবশক্তিকে **তটস্থা** কেন বলা হয়। তটস্থা-শব্দের অর্থ মধ্যবর্ত্তিনী। জীবশক্তিকে মধ্য-বর্ত্তিনী শক্তি কেন বলা হয় ? উত্তর :—শ্রীকৃষ্ণের তিনটী প্রধান শক্তি—চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, আর মায়াশক্তি (২।২০।১০৩)। এই তিনটীই পৃথক্ পৃথক্ তিনটী শক্তি, কোনওটীই অপর কোনওটীর অন্তর্ভুক্ত নয়। চিচ্ছক্তির অপর নাম স্বরূপ-শক্তি, ইহা সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে (এবং তাঁহার লীলার সংশ্রবেই) বর্ত্তমান থাকে ; ইহাকে অন্তরঙ্গা শক্তিও বলে ; ইহা চিন্ময়ী ; আর মায়াশক্তি হইল জড়-শক্তি, চিদ্রূপা নহে ; ভগবানের স্বরূপে বা লীলাস্থল ধামাদিতে মায়াশক্তির প্রবেশ নাই ; প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডেই ইহার কার্য্যস্থল ; তাই ইহাকে বহিরঙ্গা শক্তিও বলে। জীবশক্তি স্বরূপশক্তির অন্তর্ভুক্তও নয়, মায়াশক্তির অন্তর্ভুক্তও নয় বলিয়া ইহাকে তটস্থা শক্তি বলে। "তটস্থত্বঞ্চ উভয়-কোটাবপ্রবেশাৎ॥ পরমাত্মসন্দর্ভঃ। ৩৭॥" প্রশ্ন হইতে পারে—তিনটী শক্তিই যখন পৃথক্ পৃথক্ শক্তি, সুতরাং কোনও একটী যখন স্বরূপতঃ অন্য দুইটীর অন্তর্ভুক্ত নহে, তখন অপর দুইটী শক্তির কোনওটীকে তটস্থা না বলিয়া কেবল জীবশক্তিকেই তটস্থা (বা অপর দুইশক্তির মধ্যবর্ত্তিনী)-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বলা হইল কেন ? উত্তর—স্বরূপের দিক হইতেও জীবশক্তিকে অপর দুইটী শক্তির মধ্যবর্ত্তিনী বলা যায়। মায়াশক্তি হইল জড়; আর জীবশক্তি হইল চিদ্রূপা—সুতরাং মায়াশক্তি হইতে শ্রেষ্ঠা (গীতা ৭।৫)। আবার, স্বরূপ-শক্তি হইল চিন্ময়ী-শক্তি; জীব-শক্তিও চিদ্রূপা; সুতরাং চিদ্রূপত্বাংশে স্বরূপ-শক্তি এবং জীবশক্তি একই জাতীয়া; সুতরাং তাহাদের স্থান পাশাপাশি; মায়াশক্তি তাহাদের নিকট হইতে দূরে থাকিবে—জড়রূপা বলিয়া। স্বরূপ-শক্তি এবং জীবশক্তি এতদুভয়ের স্থান পাশাপাশি হইলেও জীবশক্তি হইতে স্বরূপ-শক্তি পরম শ্রেষ্ঠা; যেহেতু, স্বরূপ-শক্তি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে নিত্য অবস্থান করে, জীবশক্তি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে থাকে না। তাই জীবশক্তির স্থান হইবে স্বরূপ-শক্তির পরে এবং জড়রূপা মায়শক্তির স্থান তাহারও পরে; কাজেই জীবশক্তির স্থান হইল—স্বরূপ-শক্তি ও মায়াশক্তির মধ্যস্থলে, অর্থাৎ জীবশক্তি হইল তটস্থা, অপর দুই শক্তির মধ্যবর্ত্তিনী। জীবশক্তির স্থান স্বরূপ-শক্তির পরে হওয়ার আরও একটী হেতু আছে। জীবশক্তি মায়শক্তির অন্তর্ভুক্ত না হইলেও মায়াশক্তির গুণের দ্বারা রঞ্জিত হইতে পারে। "যত্তটস্থন্তু চিদ্রূপং স্বসংবেদ্যাদ্বিনির্গতম্। রঞ্জিতং গুণরাগেণ স জীব ইতি কথ্যতে॥ পরমাত্মসন্দর্ভধৃত নারদপঞ্চরাত্রবচনম্॥ ৩৭॥" কিন্তু স্বরূপ-শক্তি কখনও মায়ার গুণরাগে রঞ্জিত হয় না, মায়া স্বরূপশক্তির নিকটবর্ত্তিনীও হইতে পারে না; স্বরূপ-শক্তির নিত্য আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণকে বা পরমাত্মাকেও মায়া স্পর্শ করিতে পারে না। "তদেব শক্তিত্বেঽপি অন্যত্বমস্য তটস্থত্বাৎ, তটস্থত্বঞ্চ মায়াশক্ত্যতীতত্বাৎ, অস্যাবিদ্যাপরাভবাদিদোষেণ পরমাত্মনো লেপাভাবাচ্চ উভয়কোটাবপ্রবেশাৎ॥ পরমাত্মসন্দর্ভঃ। ৩৭॥" বিশেষ আলোচনা ভূমিকায় "জীবতত্ত্ব"-প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

ভেদাভেদ প্রকাশ—জীব শ্রীকৃষ্ণের শক্তি বলিয়া এবং শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে ভেদাভেদ-সম্বন্ধ বলিয়া (ভূমিকায় অচিন্ত্য ভেদাভেদ-তত্ত্ব প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য), জীবকে শ্রীকৃষ্ণের ভেদাভেদ প্রকাশ বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীকৃষ্ণ চিদ্বস্তু বলিয়া এবং জীবও চিদ্বস্তু বলিয়া চিৎ-অংশে উভয়ের মধ্যে কোনও ভেদ নাই; সুতরাং চিৎ-অংশে শ্রীকৃষ্ণ ও জীবে অভেদ; কিন্তু অন্য বিষয়ে তাহাদের মধ্যে ভেদ আছে; যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণ বিভু-চিৎ, চিন্মহাসমুদ্র; কিন্তু জীব অণু-চিৎ (২।২০।১০২ পয়ার দ্রষ্টব্য); জীব নিয়ম্য, শ্রীকৃষ্ণ নিয়ন্তা; জীব ব্যাপ্য, শ্রীকৃষ্ণ ব্যাপক; শ্রীকৃষ্ণ মায়ার অধীশ্বর, জীব মায়াদ্বারা অভিভূত হইতে পারে। এই ভেদ এবং অভেদ যুগপৎ বিদ্যমান; তাই শ্রীকৃষ্ণ ও জীবের মধ্যে সম্বন্ধ হইল ভেদাভেদ-সম্বন্ধ। তৃতীয়তঃ, "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতন"-ইত্যাদি গীতার উক্তি হইতে এবং "অংশো নানাব্যপদেশাৎ অন্যথা চ"-ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রপ্রমাণে জানা যায়, জীব হইল পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অংশ, আর শ্রীকৃষ্ণ হইলেন জীবের অংশী। বৃক্ষ ও তাহার শাখার মধ্যে সম্বন্ধের ন্যায় অংশী ও অংশের মধ্যেও ভেদাভেদ-সম্বন্ধ। বস্তুতঃ জীব হইল শ্রীকৃষ্ণের শক্তিরূপ অংশ; পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ শক্তিমান্ বস্তু বলিয়া শক্তিকে তাঁহার অংশ বলা যায়। "শক্তিত্বেনৈবাংশত্বং ব্যঞ্জয়তি। পরমাত্মসন্দর্ভঃ॥ ৩৯॥ কিন্তু জীব কেবল শ্রীকৃষ্ণের শক্তিমাত্রই নহে; জীব হইল জীবশক্তি-বিশিষ্ট কৃষ্ণের অংশ, স্বরূপ-শক্তি-বিশিষ্ট কৃষ্ণের অংশ নহে। "জীবশক্তিবিশিষ্টস্যৈব তব অংশো জীবো ন তু শুদ্ধস্য। পরমাত্মসন্দর্ভঃ॥ ৩৯॥"-বিশেষ আলোচনা ভূমিকায় "জীবতত্ত্ব"-প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

জীব **শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস**—সেবাই দাসত্বের প্রাণবস্তু। শক্তিমানের সেবাই শক্তির স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্য; অংশীর সেবাই অংশের স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্য; গাছের অংশ শাখা, পত্র, মূল আদি অংশী গাছেরই সেবা করিয়া থাকে। জীব শ্রীকৃষ্ণের শক্তি এবং অংশ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবাই তাহার স্বরূপগত ধর্ম্ম; তাই জীব হইল স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের দাস। "দাসভূতোহরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন।" ইতি বেদান্তসূত্রের ২ অং ৩ পাঃ ৪৩ সূত্রের গোবিন্দভাষ্য ধৃত স্মৃতিবচন। জীব সকল অবস্থাতেই আনন্দলাভের ইচ্ছা করে। আনন্দের অনুসন্ধানেই জীবের সমস্ত চেষ্টা নিয়োজিত; আনন্দলাভের আকাঙ্ক্ষা জীব কোনও সময়ে ত্যাগ করিতে পারে না, এই আকাঙ্ক্ষার ইঙ্গিতেই জীব চালিত

সূর্য্যাংশ-কিরণ যৈছে অগ্নিজ্বালায় চয়। | স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন শক্তি হয় ॥ ১০২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হইতেছে। সুতরাং জীব আনন্দেরই নিত্য দাসত্ব করিতেছে। কিন্তু সেই আনন্দঘনমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র নিত্য আনন্দ বস্তু। সুতরাং জীব নিত্যই সেই আনন্দঘন শ্রীকৃষ্ণেরই দাসত্ব করিতেছে। যদি বলা যায়, মায়িক জীব তো মায়িক আনন্দের দাসত্বই করিতেছে? তা ঠিক। কিন্তু মায়িক আনন্দের মূলও শ্রীকৃষ্ণ; সেই আনন্দঘন-মূর্ত্তির আনন্দের আভাসই প্রাকৃত গুণে প্রতিফলিত হইয়া প্রাকৃত আনন্দরূপে প্রতিভাত হইতেছে—প্রাকৃত গুণ অনিত্য বলিয়া ঐ আনন্দও অনিত্য হইতেছে। জীব অজ্ঞতাবশতঃ এই ক্ষণিক মায়িক আনন্দকেই স্থায়ী আনন্দ বলিয়া মনে করে, বস্তুতঃ শেষকালে বঞ্চিত হয়। জীব চায় নিত্য আনন্দ; সেই আনন্দ কিন্তু ভূমাপুরুষ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই। "যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি॥ ছান্দোগ্য। ৭.২৩॥" সুতরাং জীব আনন্দের দাস বলিয়া আনন্দঘনমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণেরই দাস। অনাদিকাল হইতেই জীব এই আনন্দেরই দাসত্ব করিতেছে; সুতরাং জীব আনন্দের বা আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই নিত্যদাস। বিশেষ আলোচনা ভূমিকায় "জীবতত্ত্ব" প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

তাহা হইলে জীবতত্ত্ব হইল এই:—জীব শ্রীকৃষ্ণের চিৎকণ অংশ, শ্রীকৃষ্ণের তটস্থাশক্তি, ভেদাভেদ প্রকাশ, শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। ইহাই "কে আমি" প্রশ্নের উত্তর।

১০২। জীব যে শ্রীকৃষ্ণের ভেদাভেদ-প্রকাশ, দৃষ্টান্তদ্বারা তাহা বুঝাইতেছেন।

অন্বয়—(ভেদাভেদ-প্রকাশ কিরূপ?) যৈছে (যেরূপ) সূর্য্যাংশ কিরণ এবং অগ্নির অংশ জ্বালাচয় (তদ্রূপ)।

সূর্য্য তেজোময়; তাহার কিরণও তেজোময়; সূর্য্য হইতেই কিরণ বহির্গত হইয়া আসে; তাই কিরণ হইল সূর্য্যের অংশ; উভয়েই তেজোময় বলিয়া তাহারা এক—তেজোময়ত্বাংশে তাহাদের ভেদ নাই, অভেদ। কিন্তু সূর্য্যের কিরণ সূর্য্য নহে, কখনও সূর্য্য হইতে পারে না; কিরণ ছায়াদি দ্বারা প্রতিহত হইতে পারে; কিন্তু সূর্য্য ছায়াদি দ্বারা প্রতিহত হয় না। এই অংশে সূর্য্যে ও তাহার কিরণে ভেদ আছে। জলদগ্নি-রাশি এবং তাহার জ্বালাচয় (তাপ বা কিরণ)-সম্বন্ধেও এইরূপ একই কথা। তাপ হিসাবে উভয়েই এক, তাহাদের ভেদ নাই, অভেদ। কিন্তু অগ্নির তাপ, যাহা বাহিরে প্রকাশিত বা বিচ্ছুরিত হইয়া যায়, তাহা অগ্নি নহে, তাহা অগ্নি হইতেও পারে না। এই অংশে উভয়ের ভেদ আছে। তদ্রূপ চিদংশে, অথবা অংশ ও অংশী হিসাবে জীবে ও ঈশ্বরে অভেদ থাকিলেও তাহাদের যেরূপ অভিব্যক্তি, তাহাতে উভয়ে ভেদ আছে। ১০১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু অন্যত্র বলিয়াছেন—"ঈশ্বরের তত্ত্ব—যৈছে জ্বলিত-জ্বলন। জীবের স্বরূপ—তৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥ ১।৭।১১১॥"—ঈশ্বর হইলেন বহু বিস্তীর্ণ জলন্ত অগ্নিরাশির তুল্য; আর জীব হইল সেই অগ্নিরাশির একটী ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গের তুল্য, অতি ক্ষুদ্র। ঈশ্বর বিভু-চিৎ, জীব হইল অণু-চিৎ (ভূমিকায় জীবতত্ত্ব প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। পরবর্ত্তী "একদেশস্থিতস্যাগ্নেঃ" ইত্যাদি বিষ্ণুপুরাণের শ্লোকে জীব ও ঈশ্বরের কথাই বলা হইয়াছে।

স্বাভাবিক ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের তিনটি শক্তি আছে (পরবর্ত্তী ১০৩ পয়ারে নাম দ্রষ্টব্য); এই তিনটি শক্তিই শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিকী শক্তি। "পরাস্য শক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে। স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ॥" যাহা স্বরূপের সঙ্গে নিত্য অবিচ্ছেদ্য রূপে সম্বন্ধ বিশিষ্ট, তাহাকেই স্বাভাবিক (বা স্বরূপগত) বলে; যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তিকে অগ্নি হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না; তাই দাহিকা-শক্তিকে অগ্নির স্বাভাবিকী শক্তি বা স্বরূপগতা শক্তি বলে। শ্রীকৃষ্ণের শক্তি-সমূহকেও শ্রীকৃষ্ণ হইতে সম্বন্ধচ্যুত করা যায় না; তাই এই শক্তিগুলিকে তাঁহার স্বাভাবিকী শক্তি বলা হইয়াছে। ১০৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (১।২২।৫৪)—

একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ॥ ৮

কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন-শক্তি পরিণতি—।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, আর মায়াশক্তি॥ ১০৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

একদেশেতি। একদেশস্থিতস্য একস্থানস্থিতস্য প্রজ্বলিতস্যাগ্নেঃ জ্যোৎস্না যথা বিস্তারিণী অন্যদেশব্যাপিনী ভবেৎ তথা তদ্বৎ পরস্য সর্ব্বাদেঃ ব্রহ্মণঃ ভগবতঃ শক্তিঃ ইদং অখিলং চরাচরং সকলং জগৎ স্বর্গমর্ত্ত্য-পাতালাদি বিস্তারিণী ভবেদিত্যর্থঃ। শ্লোকমালা। ৮।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পূর্ব্বে জীবকে শ্রীকৃষ্ণের তটস্থা শক্তি বলা হইয়াছে। এই তটস্থারূপা জীবশক্তিও যে শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিকী শক্তি, তাহাই এই পয়ারার্দ্ধে বলা হইল। পরবর্ত্তী ১০৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৮। অন্বয়। একদেশস্থিতস্য (একস্থানে অবস্থিত) অগ্নেঃ (অগ্নির) জ্যোৎস্না (কিরণ) যথা (যেমন) বিস্তারিণী (সর্ব্বদিকে বিস্তারিত হইয়া থাকে), তথা (তদ্রূপ—সেইরূপ) পরস্য ব্রহ্মণঃ (পরব্রহ্মের) শক্তিঃ (শক্তি) ইদং (এই) অখিলং (অখিল—সমগ্র) জগৎ (জগৎ—জগৎ-রূপে সর্ব্বত্র বিস্তারিত)।

অনুবাদ। একস্থানস্থিত প্রজ্বলিত অগ্নির কিরণ যেমন সর্ব্বদিক্ ব্যাপিয়া থাকে; পরব্রহ্ম-ভগবানের শক্তিও সেইরূপ অখিল জগৎরূপ সর্ব্বত্র বিস্তৃত। ৮

"যৈছে অগ্নি জ্বালাচয়"-এই ১০২ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

অখিলং জগৎ—স্বর্গমর্ত্ত্য-পাতালাদি সমগ্র প্রাকৃত জগৎ-রূপে শ্রীকৃষ্ণের শক্তিই পরিণতিলাভ করিয়াছে।

১০৩। শক্তির কার্য্য দ্বারাই শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, শক্তির অস্তিত্বের পরিচয়ও পাওয়া যায়। কারণরূপা শক্তিই কার্য্যরূপে পরিণত হয়; সুতরাং শক্তির পরিণতিই হইল শক্তির কার্য্য—শক্তির পরিচায়ক। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জগতে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপতঃ তিনটী শক্তির পরিণতি—তিনটী শক্তির কার্য্য—দৃষ্ট হয়; সেই তিনটী শক্তি হইতেছে—চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। মায়িক ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার মায়াশক্তির পরিণতি, জীব তাঁহার জীবশক্তির (অর্থাৎ তটস্থাশক্তির) পরিণতি এবং চিন্ময় ভগবদ্ধামাদি ও তত্রত্য লীলাদি তাঁহার চিচ্ছক্তির পরিণতি।

অন্বয়:—কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন-শক্তির পরিণতি (দৃষ্ট হয়)—চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। ১।২।৮৪-৮৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

এই তিনটি শক্তিই শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিকী শক্তি বলিয়া তাঁহার সহিত নিত্য অবিচ্ছেদ্য-সম্বন্ধে আবদ্ধ; কিন্তু সকল শক্তির সহিত সম্বন্ধ একরূপ নহে। চিচ্ছক্তি সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে এবং লীলাস্থলে অবস্থিত; এজন্য ইহাকে স্বরূপ-শক্তিও বলে। মায়াশক্তি শ্রীকৃষ্ণের বা রাম-নৃসিংহ, নারায়ণাদি তাঁহার অপর কোনও স্বরূপের মধ্যে বা লীলাস্থলে অবস্থান করিতে পারে না; প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডই মায়াশক্তির কার্য্যস্থল; এজন্য মায়াকে বহিরঙ্গা শক্তিও বলে—ইহা ভগবানের স্বরূপের এবং লীলাস্থলের বাহিরেই নিত্য অবস্থান করে বলিয়া। বাহিরে অবস্থান করিলেও শ্রীকৃষ্ণের সহিতই মায়ার নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ; তাঁহার শক্তিতে শক্তিমতী হইয়াই মায়া কার্য্য করিয়া থাকে। মায়া সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণেরই অপেক্ষা রাখে। আকাশে সূর্য্য আছে বলিয়াই যেমন পৃথিবীস্থ জলাশয়াদিতে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ আছেন বলিয়াই মায়ার অস্তিত্ব সম্ভব। আর জীবশক্তিও শ্রীকৃষ্ণের অংশ বলিয়া, জীব জীবশক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণের অংশ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিত্য সম্বন্ধযুক্ত; কিন্তু জীবশক্তি স্বরূপ-শক্তিবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে অবস্থান করে না। সূর্য্যের অংশ কিরণ সূর্য্যে অবস্থান করে না; তথাপি সূর্য্যের সহিত অবিচ্ছেদ্য-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। এইরূপে দেখা গেল—তিনটী শক্তিই শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিকী শক্তি, যদিও শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ ঠিক একরূপ নয়।

তথাহি তত্রৈব (৬।৭।৬১)—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥ ৯

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (৭।৫)—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ ১০

'কৃষ্ণ' ভুলি সেই জীব—অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুখ॥ ১০৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৯ অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৭।৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ১০। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৭।৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

জীব যে ঈশ্বরের শক্তি, তাহার প্রমাণ উক্ত দুইটী শ্লোক।

১০৪। "কে আমি" এই প্রশ্নের উত্তর দিয়া এক্ষণে "আমারে কেন জারে তাপত্রয়"—এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। কৃষ্ণের নিত্যদাস জীব অনাদি কাল হইতে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হওয়ায়—কৃষ্ণসেবা না করায়—মায়া তাহাকে ত্রিতাপজ্বালায় দগ্ধ করিতেছে।

সেই জীব—যে জীব কৃষ্ণের তটস্থাশক্তির অংশ এবং স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস।

কৃষ্ণভুলি—কৃষ্ণকে ভুলিয়া। জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস; সুতরাং কৃষ্ণের দাসত্ব করাই তাহার কর্ত্তব্য। কিন্তু জীব তাহা ভুলিয়া—কৃষ্ণের দাসত্ব ত্যাগ করিয়া মায়িক উপাধি অঙ্গীকার পূর্ব্বক মায়ার দাসত্ব করিতেছে বলিয়াই ত্রিতাপ তাহাকে দুঃখ দিতেছে। ত্রিতাপ হইল দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিরই তাপ; জীব দেহ ও ইন্দ্রিয়ের অতীত। দেহে ও ইন্দ্রিয়েতে অভিনিবেশ না থাকিলে এই ত্রিতাপ জীবকে স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু জীব দেহ ও ইন্দ্রিয়েতে অভিনিবিষ্ট হইয়াছে বলিয়াই ত্রিতাপ-জ্বালা ভোগ করিতেছে। ইহাই "আমারে কেন জারে তাপত্রয়" প্রশ্নের উত্তর।

কেহ যদি মনে করেন—এস্থলে যখন "কৃষ্ণ ভুলি" বলা হইয়াছে, তখন বুঝা যায় যে, কোনও সময় জীবের কৃষ্ণস্মৃতি ছিল; পরে সেই স্মৃতি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কৃষ্ণকে ভুলিয়া গিয়াছে, এইরূপ যদি কেহ মনে করেন—তবে তাহা সঙ্গত হইবে না। কারণ, প্রথমতঃ, এই পয়ারে বলা হইতেছে—বহির্ম্মুখতার হেতুই হইল কৃষ্ণকে ভুলা। এই বহির্ম্মুখতাকে যখন অনাদি বলা হইয়াছে, তখন ইহাও বুঝিতে হইবে যে, "কৃষ্ণকে ভুলা"-ব্যাপারটীও অনাদি; ভুলাটাই যদি অনাদি হয়, তাহা হইলে তৎপূর্ব্বে কৃষ্ণস্মৃতির কথাই উঠিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, কৃষ্ণ-স্মৃতি বর্ত্তমান থাকিলে সঙ্গে সঙ্গে জীবের স্বরূপের স্মৃতি, স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্যের স্মৃতি, সেবা-বাসনা এবং সেবা-বাসনার বিকাশরূপা সেবাও বিদ্যমান থাকিবে, শ্রীকৃষ্ণের পরিকররূপে শ্রীকৃষ্ণের ধামেই লীলাতে এই সেবা চলিবে। তাহা হইলে বুঝা যায়, যখন জীবের মধ্যে বহির্ম্মুখতা জাগিবার পূর্ব্বে কৃষ্ণস্মৃতি ছিল, তখন সেই জীব ভগবদ্ধামেই ছিল; কিন্তু ভগবদ্ধামে থাকার সৌভাগ্য যাঁহার একবার হয়, তাঁহাকে আর সেই স্থান হইতে অন্যত্র যাইতে হয় না; একথা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই গীতাতে বলিয়াছেন। যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ সুতরাং কৃষ্ণকে ভুলিবার পূর্ব্বে কৃষ্ণস্মৃতির কথা উঠিতে পারে না। তৃতীয়তঃ, কৃষ্ণস্মৃতিবশতঃ কৃষ্ণসেবার সৌভাগ্য যাঁহারা লাভ করেন, তাঁহাদের কৃষ্ণ-বিস্মৃতি কেহই জন্মাইতে পারে না; তাঁহারা তখন স্বরূপ-শক্তির কৃপাপ্রাপ্ত; স্বরূপ-শক্তির নিকটবর্ত্তিনী হওয়ার সামর্থ্যও মায়ার নাই। বিশেষতঃ, শ্রীকৃষ্ণসেবার সৌভাগ্য যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, সালোক্যাদি পঞ্চবিধা মুক্তির সুখকেও তাঁহারা ইচ্ছা করেন না; সুতরাং এমন কোনও বস্তুই নাই, যাহার লোভে তাঁহারা কৃষ্ণকে ভুলিতে পারেন।

বস্তুতঃ এই পয়ারে "কৃষ্ণ ভুলি"-বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে অস্মৃতি বা স্মৃতির অভাবই সূচিত হইতেছে। এই পয়ারের প্রমাণরূপে উদ্ধৃত পরবর্ত্তী "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ"-ইত্যাদি শ্লোকেও "অস্মৃতি"-শব্দের উল্লেখই দৃষ্ট হয়। অস্মৃতিও যাহা, বিস্মৃতিও (ভুলাও) তাহাই; এই অস্মৃতি বা বিস্মৃতি বা ভুল—অর্থাৎ কৃষ্ণ-স্মৃতির অভাব—হইতেছে অনাদি।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা॥

অনাদিবহির্ম্মুখ—অনাদিকাল হইতেই বহির্ম্মুখ। শ্রীকৃষ্ণে মন রাখাই অন্তর্ম্মুখতা, আর কৃষ্ণ ভুলিয়া মায়িক উপাধিতে মন রাখাই বহির্ম্মুখতা। জীব অনাদিকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণবহির্ম্মুখ। কোনও সময়ে শ্রীকৃষ্ণের দাসত্ব করে নাই। প্রশ্ন হইতে পারে, জীব কেন নিজের স্বরূপ ভুলিয়া মায়ার দাসত্ব অঙ্গীকার করিল? এই আশঙ্কা নিরসনের জন্যই বলিলেন "জীব অনাদি বহির্ম্মুখ"—যে বস্তু অনাদি, তাহার সম্বন্ধে আর "কেন" খাটে না। যাহার কারণ থাকে, তাহা অনাদি হইতে পারে না। জীবের বহির্ম্মুখতার কোনও কারণ নাই—কারণ থাকিলে আর "অনাদিবহির্ম্মুখ"—বলা হইত না। কেহ কেহ মনে করেন, জীব তাহার অণু-স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহারেই বহির্ম্মুখ হইয়াছে।

কিন্তু এস্থলেও প্রশ্ন উঠিতে পারে—জীব কেন তাহার অণুস্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহার করিল? একইরূপ সমস্যা। "অনাদি"-শব্দদ্বারাই এজাতীয় সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

জীব দুই রকম—নিত্যমুক্ত এবং মায়াবদ্ধ (২।২২।৮ পয়ার); এস্থলে কেবল মায়াবদ্ধ সংসারী জীবের কথাই বলা হইয়াছে; কারণ, তাঁহাদেরই ত্রিতাপ-জ্বালা; নিত্যমুক্ত জীবগণ কখনও মায়ার কবলে পড়েন নাই। শ্রীপাদ সনাতনের প্রশ্নও ছিল ত্রিতাপ-দগ্ধ সংসারী জীব সম্বন্ধে—"আমারে কেন জারে তাপত্রয়।"

অনাদি-বহির্ম্মুখ জীব অনাদিকাল হইতে সুখস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতে বহির্ম্মুখ হইয়া থাকিলেও তাহার চিত্তে স্বরূপগত-সুখবাসনা বিদ্যমান থাকে; এই সুখ-বাসনার পরিতৃপ্তি সে সর্ব্বদাই খুঁজিয়া বেড়ায়। কিন্তু সুখ-স্বরূপের দিকে পেছন ফিরিয়া আছে বলিয়া বাস্তব সুখকে দেখিতে পায় না। কৃষ্ণের দিকে পেছন দিলেই মায়িক ব্রহ্মাণ্ড সম্মুখ-ভাগে থাকে (সৃষ্টি-প্রবাহও অনাদি)। সাক্ষাতে মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের অপূর্ব্ব সত্তার দর্শন করিয়া বহির্ম্মুখ জীব মনে করিল, এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডেই তাহার সুখ-বাসনার তৃপ্তি সাধিত হইতে পারিবে; তাই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী মায়াদেবীর শরণাপন্ন হইল এবং তাঁহার কৃপায় মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের সুখভোগে লিপ্ত হইল। জীবই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মায়ার শরণাপন্ন হইয়াছে (ভূমিকায় "জীবতত্ত্ব"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। মায়াদেবী মনে মনে বোধ হয় ভাবিলেন—সুখকে পেছনে ফেলিয়া এখানে আসিয়াছ সুখভোগ করিতে? আচ্ছা, থাক; মজা বুঝ। মায়া তখন বহির্ম্মুখ জীবকে মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের সুখ নিবিড়ভাবে ভোগ করাইবার জন্য তাহার স্বরূপের জ্ঞানকে গাঢ়ভাবে আবৃত করিয়া তাহার দেহে আত্মবুদ্ধি জন্মাইয়া দিলেন এবং তাহার চিত্তকে প্রাকৃত ভোগ্য বস্তুতে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিলেন (৩।২।৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। মায়া বহির্ম্মুখ জীবকে কখনও স্বর্গাদির সুখভোগও করান, আবার কখনও বা নরক-যন্ত্রণাও ভোগ করান।

প্রশ্ন হইতে পারে—শুনা যায়, অনাদি-কাল হইতেই মনুষ্য-পশু-পক্ষী-আদি, তরু-লতা-গুল্মাদি বিবিধ শ্রেণীর স্থাবর-জঙ্গম জীব এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে আছে। সকলের পক্ষেই এক কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতাই যদি সংসার-ভোগের হেতু হয়, তাহা হইলে জীব ভিন্ন ভিন্ন যোনি প্রাপ্ত হয় কেন? সংসারে আসার পরে নূতন নূতন কর্ম্মের ফলে বিভিন্ন যোনিতে জন্ম বরং হইতে পারে; কিন্তু অনাদিকাল হইতেই বিভিন্ন যোনিতে জন্ম কিরূপে সম্ভব হয়? উত্তর এই—শাস্ত্রে দেখা যায়; কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতার ন্যায় জীবের কর্ম্মও অনাদি; এই অনাদি কর্ম্ম-বৈচিত্রীবশতঃই অনাদিকাল হইতে বহির্ম্মুখ জীবের বিভিন্ন যোনিতে জন্মাদি হইয়া থাকে। সুখবাসনার বৈচিত্রীবশতঃই বিভিন্ন যোনিতে জন্ম-বৈচিত্রী।

সংসার-দুঃখ—সংসারে জন্ম, মৃত্যু, জরা, রোগ, শোক ইত্যাদি বিবিধ দুঃখ; আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধি-দৈবিক—এই ত্রিতাপ জ্বালা। বহির্ম্মুখ জীবকে মায়া যে কেবল দুঃখই দেন, তাহা নহে; কর্ম্মফল অনুসারে এই জগতের দুঃখাদি যেমন ভোগ করান, নরক-যন্ত্রণাদিও যেমন দিয়া থাকেন, তেমনি আবার স্বর্গাদির সুখভোগও করান। "কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়। দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥ ২।২০।১০৫॥" **মায়া**—মায়াশক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী; তিনিই বিচার-পূর্ব্বক দণ্ডাদি দিয়া থাকেন।

কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়। | দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥ ১০৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১০৫। মায়াধিষ্ঠাত্রী দেবী কিরূপে বহির্ম্মুখ জীবকে সংসার-দুঃখ ভোগ করান, তাহা বলা হইতেছে। প্রজার কোনও গুরুতর অপরাধের জন্ম রাজার বিধান অনুসারে রাজ-কর্ম্মচারী যেমন তাহাকে কখনও নদীতে ডুবাইয়া ধরেন, আবার কখনও বা উপরে তুলিয়া ধরেন; তদ্রূপ জীবের কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতার অপরাধেও মায়াধিষ্ঠাত্রী দেবী সেই জীবকে কখনও নরকে ডুবাইয়া ধরেন, আবার কখনও বা স্বর্গসুখ ভোগ করান। অর্থাৎ বহির্ম্মুখ জীবের কর্ম্মফল অনুসারে কখনও বা তাহাকে নারকীয় জীবযোনিতে, কখনও বা মর্ত্ত্যজীবযোনিতে, আবার কখনও বা স্বর্গস্থ দেবযোনিতে ভ্রমণ করাইয়া দুঃখ দেন। স্বর্গসুখও বাস্তবিক সুখ নয়; ইহাও বস্তুতঃ দুঃখ। যাহা বাস্তব সুখ নয়, তাহাই দুঃখ। পরতত্ত্ব বস্তু শ্রীকৃষ্ণই বাস্তব সুখ। ভূমৈব সুখম্—শ্রুতি। এই রস-স্বরূপ ভূমা-বস্তু শ্রীকৃষ্ণকে পাইলেই জীব বাস্তবিক সুখী হইতে পারে, অন্য কিছুতেই নহে। "রসং হেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি॥ শ্রুতি॥" স্বর্গাদি লোকে জীব এই রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে পায় না। যাহা পায়, তাহা হইতেছে—দেহের সুখ, ইহা দেহীর সুখ নহে; দেহেতে আত্মবুদ্ধি বশতঃই জীব তাহাকে নিজের সুখ বলিয়া মনে করে। আবার বিভিন্ন পুণ্য কর্ম্মের ফলে জীব স্বর্গাদিলোকেও বিভিন্ন রকমের সুখভোগ করিয়া থাকে; তাই স্বর্গের সুখভোগের মধ্যেও ঈর্ষ্যাদি জনিত তাপ আছে। স্বর্গও প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে, মায়ার রাজ্যে। স্বর্গপ্রাপ্তিতে মায়াবন্ধন ঘুচে না; সুতরাং সকল দুঃখের মূল মায়া থাকিয়াই যায়।

প্রশ্ন হইতে পারে—মায়া বহিরঙ্গা হইলেও শ্রীকৃষ্ণেরই তো শক্তি। শ্রীকৃষ্ণ হইলেন সুখস্বরূপ, মঙ্গলময়, পরম সুন্দর। "সত্যং শিবং সুন্দরম্। শ্রুতিঃ।" তাঁহার শক্তি জীবকে দুঃখ দেন কেন? দুঃখ তো কাহারও কাম্য নয়? সুতরাং মঙ্গলও নয়, সুন্দরও নয়?

উত্তর—রাজা যে দণ্ড্য—দণ্ডনীয়—অপরাধের জন্য শাস্তি পাওয়ার যোগ্য - ব্যক্তিকে শাস্তি দেন, তাহার উদ্দেশ্য কেবল তাহাকে দুঃখ ভোগ করানই নহে; তাহার অপরাধ করার প্রবৃত্তিকে প্রশমিত বা দূরীভূত করাই রাজদত্ত শাস্তির মুখ্য উদ্দেশ্য; সুতরাং, উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিচার করিলে বুঝা যায়—দণ্ড্য জনের প্রতি শাস্তিও প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার প্রতি রাজার করুণা। তদ্রূপ, কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবের প্রতি মায়ার শাস্তিও তাঁহার করুণাই। বহির্ম্মুখ জীব সুখস্বরূপকে পেছনে ফেলিয়া সংসারে আসিয়াছে সুখভোগের আশাতে। সেই জীব যাহাতে বুঝিতে পারে যে—এই সংসারে সুখ নাই, আছে কেবল দুঃখ, যাহাকে সুখ বলিয়া মনে করে, তাহাও দুঃখ-মিশ্রিত, পরিণামে দুঃখময়; স্বর্গাদি-সুখ-ভোগের পরেও আবার এই মর্ত্ত্যলোকে আসিতে হয়। "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি॥ গীতা।" কিছুতেই জন্ম-মৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না—তাহা হইলে সে হয়তো বুঝিতে পারিবে—সুখের লোভে এই সংসারে আসা তাহার পক্ষে ভুল হইয়াছে। তখন সে এই ভুলের হেতু নির্দ্ধারণের জন্য চেষ্টা করিতে পারে; ভাগ্যবশতঃ তখন সেই জীব কৃষ্ণোন্মুখ হওয়ার চেষ্টা করিতে পারে। এই উদ্দেশ্যেই মায়া তাহাকে শাস্তি দিয়া থাকেন। স্নেহময়ী জননী দুরন্ত শিশু-সন্তানকে যেমন মাঝে মাঝে কঠোর শাস্তি দিয়া থাকেন, তদ্রূপ। স্নেহময়ী জননীর কঠোর শাস্তির পটভূমিকায় থাকে যেমন সন্তানের প্রতি তাঁহার স্নেহ, করুণা, সন্তানের জন্য তাঁহার মঙ্গলেচ্ছা; তদ্রূপ পরম-করুণ শ্রীভগবানের শক্তি মায়া বহির্ম্মুখ জীবকে যে শাস্তি দেন, তাহার পটভূমিকাতেও রহিয়াছে জীবের প্রতি করুণা, জীবের মঙ্গলের ইচ্ছা। তবে ইহাও সত্য যে, মায়ার এই করুণা অভিব্যক্ত হয় অকারুণ্যরূপে। স্নেহময়ী জননীর শাসনও সময় সময় অকারুণ্যের রূপ ধরিয়াই প্রকাশ পায়। মিষ্ট কথায় সকলের সুমতি আসে না; তাই স্থলবিশেষে কঠোরতার প্রয়োজন হয়। মায়াবদ্ধ জীবের মধ্যে বহু লোকই শুনিয়া থাকে—কৃষ্ণবহির্ম্মুখতাই তাহার সংসার-দুঃখের হেতু; কিন্তু তাহাদের মধ্যে কয় জন কৃষ্ণোন্মুখ হওয়ার চেষ্টা করিয়া থাকে? কোনও সময়ে যদি বিষম বিপদে পতিত হয়, ভয়ানক দুঃখের মধ্যে পড়ে, তখন

তথাহি (ভাঃ ১১।২।৩৭)—
ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥ ১১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

নমু কিমেবং পরমেশ্বরভজনেন, অজ্ঞানকল্পিতভয়স্য জ্ঞানৈকনিবর্ত্তত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ ভয়মিতি। যতো ভয়ং তন্মায়য়া ভবেৎ অতো বুধো বুদ্ধিমাংস্তমেব আভজেৎ। নমু ভয়ং দেহাদ্যভিনিবেশতো ভবতি স চ দেহাহঙ্কারতঃ স চ স্বরূপাস্মরণাৎ কিমত্র তস্য মায়া করোতি অত আহ ঈশাদপেতস্যেতি ঈশবিমুখস্য তন্মায়য়া অস্মৃতির্ভগবতঃ স্বরূপাস্ফূর্ত্তিস্ততো বিপর্য্যয়ো দেহোঽস্মীতি ততো দ্বিতীয়াভিনিবেশাদ্ ভয়ং ভবতি। এবং হি প্রসিদ্ধং লৌকিকীষ্বপি মায়াসু। উক্তঞ্চ ভগবতা—দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ইতি। একয়া অব্যভিচারিণ্যা ভক্ত্যা ভজেৎ। কিঞ্চ গুরুদেবতাত্মা গুরুরেব দেবতা ঈশ্বর আত্মা প্রেষ্ঠশ্চ যস্য তথাদৃষ্টিঃ সন্নিত্যর্থঃ। স্বামী। ১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হয়ত একবার ভগবানের কথা ভাবিতে পারে। জীবের চিত্তে এইরূপ ভাবনা জাগাইবার জন্যই মায়া তাহাকে শাস্তি দিয়া থাকেন। বহির্ম্মুখ জীবের কৃষ্ণোন্মুখতা জন্মাইবার উদ্দেশ্যেই মায়া তাহাকে শাস্তি দিয়া থাকেন। জীব কৃষ্ণোন্মুখ হইলেই মায়া তাহাকে অব্যাহতি দিয়া থাকেন। মায়াপ্রদত্ত শাস্তি জীবের পক্ষে মঙ্গলজনক। মঙ্গলময়ের শক্তিদ্বারা কখনও কাহারও পরিণামে অমঙ্গল হইতে পারে না। উদ্দেশ্য দ্বারাই কার্য্যের দোষ-গুণ বিচার করা সঙ্গত।

ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতাই যে জীবের সংসার-দুঃখের হেতু, তাহার সমর্থনে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

শ্লো। ১১। অন্বয়। ঈশাৎ অপেতস্য (ঈশ্বর হইতে অপগত জনের—ভগবদ্‌বিমুখের) তন্মায়য়া (ভগবানের মায়ার প্রভাবে) অস্মৃতিঃ (স্বরূপের বিস্মরণ জন্মে); ততঃ (তাহা হইতে—স্বরূপের বিস্মৃতি হইতে) বিপর্য্যয়ঃ (বিপরীত বুদ্ধি—দেহ-দৈহিক বস্তুতে অহং-মমত্বাদিবুদ্ধি জন্মে), ততঃ (তাহা হইতে—ঐ বিপরীত বুদ্ধি হইতে) দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ (দেহাদি-দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশবশতঃ) ভয়ং (ভয়—সংসার-ভয়) স্যাৎ (জন্মে)। অতঃ (এজন্য) বুধঃ (পণ্ডিত ব্যক্তি) গুরুদেবতাত্মা (গুরুই দেবতা, গুরুই প্রেষ্ঠ—এরূপ মনে করিয়া) একয়া (অব্যভিচারিণী) ভক্ত্যা (ভক্তিদ্বারা) তং ঈশং (সেই ভগবান্‌কে) আভজেৎ (সম্যক্‌রূপে ভজন করেন)।

অনুবাদ। পরমেশ্বর হইতে বিমুখ জীবের মায়াবশতঃ স্বরূপের বিস্মৃতি জন্মে এবং তজ্জন্য দেহে আত্মাভিমান জন্মে। দ্বিতীয় বস্তু যে দেহেন্দ্রিয়াদি, তাহাতে অভিনিবেশ হইতেই ভয় জন্মে। অতএব জ্ঞানী ব্যক্তি গুরুতে দেবতাবুদ্ধি ও প্রিয়তাবুদ্ধি স্থাপন পূর্ব্বক অব্যভিচারিণী ভক্তিসহকারে পরমেশ্বরের ভজন করিবেন। ১১

ঈশাৎ অপেতস্য—ঈশ্বর (ভগবান্) হইতে যিনি অপগত, যিনি ভগবদ্‌বিমুখ, তাঁহার **তন্মায়য়া**—তাঁহার (ভগবানের) মায়ায়, মায়াশক্তির প্রভাবে **অস্মৃতিঃ**—স্মৃতির অভাব—স্বরূপের বিস্মৃতি জন্মে। জীব যে নিত্য কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণসেবা করাই যে জীবের কর্ত্তব্য—এরূপ স্মৃতিই জীবের স্বরূপের স্মৃতি। কিন্তু যে জীব ভগবদ্‌বিমুখ, মায়ার প্রভাবে তাহার সেই স্মৃতি নষ্ট হইয়া যায়।

চিদানন্দাত্মক জীবের সঙ্গে আনন্দের একটা নিত্য সম্বন্ধ আছে; তাই জীব সর্ব্বদাই আনন্দের অনুসন্ধান করিবে—ইহা না করিয়া সে পারে না; কারণ, ইহা তাহার স্বরূপানুবন্ধিনী প্রবৃত্তি (১।১।৫-শ্লোকের টীকায় "হরি"-শব্দের টীকান্তর্ভুক্ত আলোচনা দ্রষ্টব্য)। এই আনন্দানুসন্ধানের দুইটী ধারা আছে—ভগবৎসেবার আনন্দ এবং নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির আনন্দ। ভগবৎ-সেবার আনন্দের দিকে যাঁহার মতি যায়, নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কথা কখনও

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাঁহার মনে জাগে না—ভগবৎ-সেবায় যে একটা অপূর্ব্ব আনন্দ আছে, সেই আনন্দের কথাও তাঁহার মনে জাগে না, কেবল ভগবৎ-সেবার উৎকণ্ঠাতেই তিনি বিভোর হইয়া থাকেন; এই উৎকণ্ঠায় বিভোর হওয়ার হেতু এই যে—জীব নিত্য কৃষ্ণদাস বলিয়া ভগবৎ-সেবা তাহার স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্য। কিন্তু যিনি স্বীয় স্বরূপের কথা—স্বীয় স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্যের কথা ভুলিয়া যায়েন, ভগবৎ-সেবার আনন্দের কথা তাঁহার মনে আসেনা—আসে কেবল আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তির কথা—নিজের দেহের, নিজের ইন্দ্রিয়াদির তৃপ্তির কথা; ইন্দ্রায়াদির সুখের কথা ভাবিতে ভাবিতে ইন্দ্রিয়াদির সুখকেই জীব তখন নিজের সুখ বলিয়া মনে করে—সুতরাং—নিজের দেহকেই "আমি" বলিয়া মনে করে, ইন্দ্রিয়াদিকে নিজের ইন্দ্রিয় বলিয়া মনে করে। এইরূপে তাহার দেহেন্দ্রিয়াদিতে অহং-মমত্বাদি-বুদ্ধি জন্মে। আত্মসুখের বাসনা হইতেই কিন্তু এইরূপ হইয়া থাকে; ভগবৎ-সুখের বাসনাই জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্য বলিয়া এবং ভগবৎ-সুখবাসনা ও আত্মসুখ-বাসনা পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন বলিয়া আত্মসুখ-বাসনা হইল জীবের স্বরূপের বিপরীত বাসনা—সুতরাং এই আত্মসুখ-বাসনাতেই জীবের স্বরূপের বিপর্য্যয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। স্বরূপের বিস্মৃতি হইতে ইহা জন্মে বলিয়াই বলা হইয়াছে **ততঃ**—অস্মৃতি হইতে, স্বরূপের বিস্মৃতি হইতে **বিপর্য্যয়ঃ**—বিপরীত বুদ্ধি, স্বরূপানুবন্ধিনী বুদ্ধির বিপরীত বুদ্ধি জন্মে এবং তাহা হইতেই দেহ-দৈহিক বস্তুতে অহং-মমত্বাদি-জ্ঞান জন্মে। বিপর্য্যয় কাহাকে বলে, মহামতি অক্রুরের বাক্যে তাহা বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন—আমার মতির বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে; যেহেতু, আমি অনিত্য কর্ম্ম-ফলকে নিত্য বলিয়া মনে করিতেছি; অনাত্ম দেহেতে আত্মবুদ্ধি করিতেছি (দেহই আমি—এইরূপ মনে করিতেছি), দুঃখরূপ গৃহাদিতে সুখ বলিয়া মনে করিতেছি; সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বেই আরাম বোধ করিতেছি; আমি তমোগুণে একেবারেই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি; তাই আমার পরম-প্রেমাস্পদ-বস্তু শ্রীকৃষ্ণকে জানিতে পারিতেছি না। অনিত্যানাত্মদুঃখেষু বিপর্য্যয়মতির্হ্যহম্। দ্বন্দারামস্তমোবিষ্টো ন জানে ত্বাত্মনঃ প্রিয়ম্॥ শ্রীভা, ১০।৪০।২৫॥ যাহা হউক, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—জীবের আনন্দানুসন্ধানের ধারা দুইটী; এই দুইটী ধারার অনুকূল বস্তুও দুইটী—শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়াদি—এবং জীবের নিজের দেহ এবং নিজের ইন্দ্রিয়াদি। স্বীয় স্বরূপের কথা ভুলিয়া গেলে প্রথম বস্তু শ্রীকৃষ্ণের কথাও জীব ভুলিয়া যায়; তখন মনে থাকে কেবল নিজের সুখের কথা এবং তদনুকূল বস্তু দ্বিতীয় বস্তুর কথা —দেহেন্দ্রিয়াদির কথা। নিজের সুখের চিন্তা করিতে করিতে দেহেন্দ্রিয়াদিতেই জীবের অভিনিবেশ জন্মে—স্বরূপের বিপর্য্যয়-বুদ্ধিরই ইহা অবশ্যম্ভাবী ফল। তাই বলা হইয়াছে **ততঃ**—সেই বিপরীত বুদ্ধি হইতে, দেহাদিতে অহং-মমত্বাদি বুদ্ধি হইতে দ্বিতীয়বস্তু দেহেন্দ্রিয়াদিতে যে অভিনিবেশ জন্মে, সেই **দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ**—দ্বিতীয়বস্তুতে অভিনিবেশবশতঃই **ভয়ং স্যাৎ**—জীবের ভয়, সংসার-ভয়, ত্রিতাপজ্বালা জন্মিয়া থাকে (১।১।৪ শ্লোকের টীকায় "হরি"-শব্দের টীকান্তর্ভুক্ত আলোচনা দ্রষ্টব্য)। তাহা হইলে দেখা গেল, সংসার-ভয়ের—ত্রিতাপ-জ্বালার—মূল কারণ হইল জীবের স্বরূপের বিস্মৃতি—শ্রীকৃষ্ণ-বিস্মৃতি। তাই বলা হইয়াছে "কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সাংসার দুঃখ॥ ২।২০।১০৪।" কৃষ্ণকে ভুলিয়া জীব মায়ার কবলে পড়িয়াছে, তাতে সংসার-দুঃখ ভোগ করিতেছে। কিন্তু মায়ার হাত হইতে উদ্ধার পাওয়ার উপায় কি? গীতার ৭।১৪ শ্লোক হইতে জানা যায়—ভগবানের শরণাপন্ন হইতে না পারিলে মায়ার কবল হইতে কেহই নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না; শরণাপন্ন হওয়ার যোগ্যতা লাভ করিতে হইলে ঐকান্তিকভাবে ভজনের প্রয়োজন। তাই বলা হইয়াছে **অতঃ**—কৃষ্ণবিস্মৃতি হইতেই সংসার-দুঃখ জন্মে বলিয়া **বুধঃ**—পণ্ডিত ব্যক্তি **গুরু-দেবতাত্মা সন্**—শ্রীগুরুদেবকে দেবতা ও পরমাত্মীয়—প্রেষ্ঠ—মনে করিয়া (১।১।২৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) **একয়া ভক্ত্যা**—অব্যভিচারিণী ভক্তির সহিত, অন্যাভিলাষিতাশূন্যা ভক্তির সহিত কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী ভক্তির সহিত **ঈশং**—ভগবান্‌কে **আভজেৎ**—আ—সম্যক্‌রূপে ভজেৎ—ভজন করিবে।

১০৪ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য় ॥১০৬

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (৭।১৪)—
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

কে তর্হি ত্বাং জানন্তীত্যত আহ দৈবতি। দৈবী অলৌকিকী অত্যদ্ভুতেত্যর্থঃ গুণময়ী সত্ত্বাদিগুণবিকারাত্মিকা মম পরমেশ্বরস্য শক্তির্মায়া দুরত্যয়া দুস্তরা হি প্রসিদ্ধমেতৎ তথাপি মামেবেত্যেবকারেণ অব্যভিচারিণ্যা ভক্ত্যা যে প্রপদ্যন্তে ভজন্তি মায়ামেতাং সুদুস্তরামপি তে তরন্তি ততো মাং জানন্তীতি ভাবঃ। স্বামী। ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই শ্লোক হইতে (এবং ১০৪ পয়ার হইতেও) জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে অস্মৃতিই হইল জীবের ভয়ের বা সংসার-দুঃখের হেতু। এই সংসার-দুঃখ দুর করিতে হইলে তাহার হেতুকে দূর করিতে হইবে। হেতু হইল—অস্মৃতি, কৃষ্ণকে ভুলিয়া থাকা; শ্রীকৃষ্ণই যে সুখস্বরূপ, তাহা না জানা। এই "না-জানাকে" দূর করিতে হইবে "জানা-দ্বারা। তাই শ্রুতিও বলিয়াছেন—"তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়—তাঁহাকে জানিলেই জন্ম-মৃত্যুর (সুতরাং সংসার-দুঃখেরও) অতীত হওয়া যায়; ইহার আর অন্য কোনও পন্থাই নাই।" তাঁহাকে "না-জানা" বা "ভুলিয়া থাকা" হইল তাঁহার সম্বন্ধে অস্মৃতি—স্মৃতির অভাব। এই অস্মৃতিকে বা স্মৃতির অভাবকে দূর করিতে হইবে তাঁহার স্মৃতির দ্বারা—হৃদয়ে তাঁহার স্মৃতিকে জাগ্রত এবং প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা দ্বারা; এই অস্মৃতিকে দূর করার অন্য কোনও উপায় নাই। যেমন, আলোক আনয়নব্যতীত অন্ধকারকে (আলোকের অভাবকে) দূর করার অন্য কোনও উপায়ই নাই, তদ্রূপ। এজন্যই শাস্ত্র বলেন—সর্ব্বদা শ্রীবিষ্ণুর স্মরণ করিবে, ইহাই হইতেছে সমস্ত বিধির রাজা, এবং কখনও তাঁহাকে বিস্মৃত হইবে না, ইহাই হইতেছে সমস্ত নিষেধের রাজা। সমস্ত বিধি-নিষেধ—এই দুইয়েরই কিঙ্কর। "সততং স্মর্ত্তব্যোবিষ্ণু বিস্মর্ত্তব্যো না জাতু চিৎ। সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥" কিন্তু কিরূপে শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতিকে হৃদয়ে জাগ্রত ও প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে? ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানই ইহার একমাত্র উপায়। তাই এই আলোচ্য শ্লোকে ভজনের কথা—শ্রীগুরুদেবের চরণাশ্রয় করিয়া, শ্রীগুরুদেবের সেবা করিয়া তাঁহার কৃপাকে সম্বল করিয়া তাঁহারই উপদেশানুসারে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের কথা—বলা হইয়াছে। শ্লোকের শেষ অংশে "কেমনে হিত হয়" প্রশ্নের উত্তরের ইঙ্গিত দৃষ্ট হয়।

১০৬। "কিরূপে হিত হয়?"—এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন।

সাধুশাস্ত্র-কৃপায়—সাধুর কৃপায় ও শাস্ত্রের কৃপায়।

কৃষ্ণোন্মুখ—শ্রীকৃষ্ণে উন্মুখ। সাধুর উপদেশ ও কৃপায়, কিম্বা শাস্ত্রের উপদেশে—যদি জীবের স্বরূপের জ্ঞান হয়—আমি কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণসেবা করাই আমার কর্ত্তব্য—এই জ্ঞান হয়, তখন জীব শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হয়; তাহা হইলেই জীব মায়ার কবল হইতে উদ্ধার পাইতে পারে।

মায় তাহারে ছাড়য়—জীব কৃষ্ণোন্মুখ হইলেই মায়া তাহাকে ছাড়িয়া দেন, আপনা হইতেই অব্যাহতি দেন, আর শাস্তি দেন না, সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখেন না।

শ্রীকৃষ্ণভজন ব্যতীত যে মায়ার কবল হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১২। অন্বয়। মম (আমার) এষা (এই) দৈবী (অলৌকিকী, অত্যদ্ভুতা) গুণময়ী (সত্ত্বাদিগুণ-বিকারাত্মিকা) মায়া (মায়া) দুরত্যয়া (দুরতিক্রমণীয়া) হি (নিশ্চিত); যে (যাঁহারা) মাম্ (আমাতে) এব (ই প্রপদ্যতে (শরণাপন্ন হয়েন), তে (তাঁহারা) এতাং (এই) মায়াং (মায়াকে) তরন্তি (অতিক্রম করিতে পারেন)।

মায়ামুগ্ধ-জীবের নাহি স্বতঃ কৃষ্ণজ্ঞান। | জীবের কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥ ১০৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—আমার এই অলৌকিকী ও অত্যদ্ভুতা গুণাত্মিকা (গুণময়ী) মায়া দুরতিক্রমণীয়া। যাহারা আমার আশ্রয় গ্রহণ করে, কেবল তাহারাই এই সুদুস্তরা মায়া হইতে উদ্ধার পাইতে পারে। ১২

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"আমার এই **গুণময়ী**—সত্ত্বাদি-গুণবিকারময়ী মায়া, **দৈবী**—অলৌকিকী; দৈবশক্তি-সম্পন্না।" জড়-মায়ার যে বৃত্তি জীবের স্বরূপ ভুলাইয়া তাহাকে অনিত্য সংসারসুখে মুগ্ধ করিয়া রাখে, তাহাকে বলে জীবমায়া। এই শ্লোকে "দৈবীমায়া" বলিতে এই জীবমায়াকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। এই জীবমায়া জড়-শক্তি বলিয়া কোনও চৈতন্যময়ী শক্তি কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত না হইলে ক্রিয়াশীলা হইতে পারে না; শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্যময়ী শক্তিকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়া জীবমায়া অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবকে সংসার ভোগ করায়। এই মায়া শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি; কিন্তু বহিরঙ্গা শক্তি হইলেও শক্তি বটেন; বহিরঙ্গা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে কিম্বা শ্রীকৃষ্ণের কোনও অপ্রাকৃত ধামেও যাইতে পারেন না সত্য; তথাপি কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিতা এবং শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিতা বলিয়া আশ্রয়স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতে শক্তিমতী; এবং এই শক্তিতে শক্তিমতী বলিয়াই তাহার শক্তি অলৌকিকী, তাই মায়াকে দৈবী বলা হইয়াছে। অবশ্য জীবও শ্রীকৃষ্ণের শক্তি—তটস্থা শক্তি। বহিরঙ্গা মায়াশক্তি শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীকৃষ্ণের কোনও ধামের নিকটে যাইতে পারে না; কিন্তু জীবশক্তি তটস্থা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটেও যাইতে পারে। যে সমস্ত জীব নিজেদের স্বরূপের কথা স্মরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে শ্রীকৃষ্ণেরই সাক্ষাৎ আশ্রয়ে অবস্থিত; বহিরঙ্গা মায়াশক্তি তাঁহাদেরও নিকটবর্ত্তিনী হইতে পারেন না; কিন্তু যে সমস্ত জীব নিজেদের স্বরূপ ভুলিয়া স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্য কৃষ্ণসেবার কথা ভুলিয়া (৩।২।৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য ও শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ আশ্রয় ত্যাগ করিয়া বাহিরের দিকে ছুটিয়া আসিয়াছে, আসিয়া নিজেদিগকে মায়ার কবলে ফেলিয়া দিয়াছে, অষ্টভুজের ন্যায় মায়া তাহাদিগকে আষ্টেপিষ্টে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে; মায়ার শক্তি তাহাদিগের শক্তি অপেক্ষা অনেক বেশী; কারণ, মায়া দৈবী—আশ্রয়স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতে শক্তিমতী; কিন্তু জীব সেই আশ্রয় ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে বলিয়া শক্তিহীন; এরূপ অবস্থায় মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে দৈবীমায়া **দুরত্যয়া**—দুর্ল্লঙ্ঘনীয়া; জীব নিজের শক্তিতে কিছুতেই মায়ার কবল হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারে না। কিন্তু সেই জীব যদি আবার শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করে, শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়, তাহা হইলে মায়া আপনা-আপনিই তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন; কারণ, যখনই জীব সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়, তখনই শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে আশ্রয় দিয়া অঙ্গীকার করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ যাহাকে অঙ্গীকার করেন, বহিরঙ্গা মায়াশক্তির তাহার উপর কোনও অধিকারই থাকিতে পারে না। অথবা, মায়া হইলেন শ্রীকৃষ্ণের শক্তি; শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছা করিলেই নিজের শক্তিকে অপসারিত করিতে পারেন; নতুবা জীব নিজের শক্তিতে কিছুতেই ঈশ্বর-শক্তি মায়াকে অপসারিত করিতে পারে না। যে জীব শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়, কৃষ্ণ কৃপা করিয়া তাহাকে মায়ামুক্ত করিয়া দেন। "কৃষ্ণ তোমার হও যদি বলে একবার। মায়াবন্ধ হইতে কৃষ্ণ তারে করেন পার॥ ২।২২।২২॥" তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"**যে**—যাহারা **মামেব প্রপদ্যন্তে**—আমারই শরণাপন্ন হইবে, আমার কৃপায় **তে**—তাহারা **এতাং মায়াং তরন্তি**—এই দৈবী মায়ার কবল হইতে উদ্ধার পাইতে পারে।" যাহারা শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইবে না, তাহারা মায়ার কবল হইতে উদ্ধার পাইতে পারিবে না। ইহাই "এব"-শব্দের তাৎপর্য্য।

শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হওয়ার যোগ্যতা লাভের নিমিত্ত ভজনের প্রয়োজন। তাই পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকের শেষ চরণে অব্যভিচারিণী ভক্তির সহিত ভজনের কথা বলিয়া এই শ্লোকে ভজনের প্রয়োজনের কথা বলিয়াছেন। কৃষ্ণ-ভজনের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইতে পারিলেই ত্রিতাপজ্বালা—সংসার-দুঃখ—দূরীভূত হইবে, ইহাই তাৎপর্য্য।

১০৭। বলা হইল, শ্রীকৃষ্ণভজন করিলেই জীবের সংসার-দুঃখ দূরীভূত হইতে পারে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণভজন করিতে

শাস্ত্র-গুরু-আত্মা-রূপে আপনা জানান। | 'কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা' জীবের হয় জ্ঞান। ১০৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হইলে শ্রীকৃষ্ণ কে তাহা জানা দরকার, জীবের স্বরূপ জানা দরকার এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের সম্বন্ধ কি, তাহাও জানা দরকার। এসকল কথা জানিতে না পারিলে ভজনেই বা প্রবৃত্তি জন্মিবে কেন? কিন্তু মায়ামুগ্ধ জীব অনাদিকাল হইতেই এসব কথা ভুলিয়াই রহিয়াছে; এক্ষণে এসকল কথা তাহাকে কে আবার স্মরণ করাইয়া দিবে? এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়াই বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ পরমকৃপালু, বস্তুতঃ "লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব। ৩।২।৫॥" তাই তিনি কৃপা করিয়া সমস্ত জীবকে সমস্ত বিষয় জানাইয়া দেন। কিরূপে তাহা তিনি জানান, তাহাই এস্থলে বলা হইতেছে।

মায়ামুগ্ধ জীব—যে জীব মায়াতে মুগ্ধ হইয়া নিজের স্বরূপ ভুলিয়া রহিয়াছে। **স্বতঃকৃষ্ণজ্ঞান**—অন্যের উপদেশাদি ব্যতীত মায়ামুগ্ধজীবের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় কোনও জ্ঞান আপনা-আপনি উদিত হয় না। কোন কোন গ্রন্থে—"কৃষ্ণস্মৃতিজ্ঞান"—এই পাঠান্তর আছে। **জীবের কৃপায়**—জীবের প্রতি কৃপাবশতঃ। **কৈল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ**—জীবের প্রতি করুণাবশতঃ জীবের উদ্ধারের জন্য পরমকৃপালু শ্রীকৃষ্ণ বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্র প্রকট করিয়াছেন, যেন জীব এই সমস্ত শাস্ত্র দেখিয়া নিজের তত্ত্ব ও ভগবত্তত্ত্ব অবগত হইতে পারে এবং শ্রীকৃষ্ণভজন করিয়া মায়ার হাত হইতে উদ্ধার পাইতে পারে। শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতে জানা যায়, উদ্ধবের নিকটে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও একথাই বলিয়াছেন। "অনাদ্যবিদ্যাযুক্তস্য পুরুষস্যাত্মবেদনম্। স্বতো ন সম্ভবাদন্যস্তত্ত্বজ্ঞো জ্ঞানদো ভবেৎ॥ শ্রী ভাঃ ১১।২২।১০॥ অনাদিকাল হইতে অবিদ্যাযুক্ত (মায়ামুগ্ধ) জীবের আপনা হইতে আত্মজ্ঞান (পরমাত্মা-সম্বন্ধে জ্ঞান) হয় না; অন্য (মায়ামুগ্ধ জীব হইতে অন্য) তত্ত্বজ্ঞই (সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ স্বয়ং-প্রকাশ-জ্ঞান পরমেশ্বরই) তাহার জ্ঞানদাতা হইয়া থাকেন।" এই শ্লোকোক্তির মর্ম্মই এই পয়ারে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্র যে অপৌরুষেয়, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতেই প্রকটিত, শ্রুতিই তাহার প্রমাণ। "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ যদ্ ঋগ্বেদঃ যজুর্ব্বেদঃ সামবেদঃ অথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণঞ্চ—মৈত্রেয়ী উপনিষৎ॥ ৬।৩২॥ ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস (মহাভারত) এবং পুরাণ, এসমস্ত সেই মহত্তম-তত্ত্ব পরব্রহ্মেরই নিঃশ্বাস।" ভগবান্ হইতে এক বেদই প্রকটিত হইয়াছিল, ব্যাসরূপে পরে ভগবানই তাহাকে চারিভাগে বিভক্ত করেন; ঋক্-আদি চারিটি বেদ একই বেদের চারিটি অংশ বলিয়া চারিবেদই হইল ভগবানের নিঃশ্বাসরূপে প্রকটিত। তদ্রূপ পুরাণও একটি—সমস্ত পুরাণের সমষ্টিরূপ। তাহাতে শতকোটি শ্লোক। "পুরাণমেকমেবাসীৎ তদা কল্পান্তরেঽনঘ। ত্রিবর্গসাধনং পুণ্যং শতকোটিপ্রবিস্তরম্॥ মৎস্যপুরাণ॥ ৫৩।৪॥" কালপ্রভাবে পুরাণের প্রভাব যখন স্তিমিত হইয়া যায়, তখন ভগবানই ব্যাসরূপে যুগে যুগে তাহা আবার প্রকটিত করেন। "কালেনাগ্রহণং মত্বা পুরাণস্য দ্বিজোত্তমাঃ। ব্যাসরূপমহং কৃত্বা সংহরামি যুগে যুগে॥ মৎস্যপুরাণ॥ ৫৩।৮৯॥ সংহরামি—সঙ্কলয়ামি, (শ্রীজীব, তত্ত্বসন্দর্ভে)॥" প্রতি চতুর্যুগের দ্বাপরে সেই চতুর্যুগের উপযোগীভাবে চারি লক্ষ শ্লোকাত্মক অষ্টাদশ পুরাণ প্রকাশিত হয়; শতকোটি-শ্লোকাত্মক সমগ্র পুরাণ দেবলোকে বিদ্যমান থাকে। "চতুর্লক্ষ-প্রমাণেন দ্বাপরে দ্বাপরে সদা। তথাষ্টদশধা কৃত্বা ভূর্লোকেঽস্মিন্ প্রকাশ্যতে। অদ্যাপি দেবলোকেঽস্মিন্ শতকোটি প্রবিস্তরম্॥ মৎস্যপুরাণ॥ ৫৩।৪॥" বেদার্থ-পরিপূরক ও বেদার্থ-প্রকাশক শাস্ত্রের নামই পুরাণ।

১০৮। **শাস্ত্র-গুরু** ইত্যাদি—পরম-দয়ালু শ্রীকৃষ্ণ শাস্ত্ররূপে, গুরুরূপে ও পরমাত্মারূপে জীবের হৃদয়ে নিজ তত্ত্ব প্রকাশ করেন। এই তত্ত্ব প্রকাশিত হইলেই জীব বুঝিতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণই জীবের উদ্ধারকর্ত্তা, জীব শ্রীকৃষ্ণের দাস। শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মারূপে প্রত্যেকের হৃদয়েই আছেন; প্রত্যেক কার্য্যের সময়েই এই পরমাত্মা জীবের প্রতি ইঙ্গিতে জানান, ঐ কার্য্য সঙ্গত কি অসঙ্গত। শ্রীকৃষ্ণই যে জীবের একমাত্র উপাস্য, ইহাও জানান; কিন্তু মায়ামুগ্ধ জীব সকল সময়ে তাঁহার ইঙ্গিত বুঝিতে পারে না; এজন্য শ্রীকৃষ্ণ মহান্তরূপী গুরুর যোগে বাচনিক উপদেশাদিদ্বারাও জীবকে তাহার কর্ত্তব্য জানান (১।১।২৯)।

বেদ-শাস্ত্রে কহে—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
কৃষ্ণ প্রাপ্য সম্বন্ধ, ভক্তি—প্রাপ্যের সাধন॥ ১০৯

অভিধেয় নাম—ভক্তি,—প্রেম প্রয়োজন।
পুরুষার্থশিরোমণি প্রেম মহাধন॥ ১১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১০৯-১০। শ্রীকৃষ্ণ ও জীব সম্বন্ধে শাস্ত্র হইতে কি কি জানিতে পারা যায়, তাহাই একটু পরিস্ফুট করিয়া বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণসেবা হইল জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্য; কিন্তু প্রেম ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণসেবা হয় না; তাই শ্রীকৃষ্ণসেবার নিমিত্ত মুখ্য প্রয়োজনীয় বস্তু হইল প্রেম; ভক্তিমার্গের সাধন ব্যতীত এই প্রেম পাওয়া যায় না; তাই ভক্তি বা ভক্তিমার্গের সাধনই হইল সংসারী জীবের কর্ত্তব্য;

সম্বন্ধ—প্রতিপাদ্যবিষয়; কোনও শাস্ত্র যে বিষয়টী স্থাপন করিতে চেষ্টা করে, সেই বিষয়টীই হইল ঐ শাস্ত্রের সম্বন্ধ বা প্রতিপাদ্য বিষয়। **অভিধেয়**—বাচ্য; কর্ত্তব্যরূপে বিহিত হওয়ার যোগ্য; শাস্ত্র-বিহিত কর্ত্তব্য। বেদাদি শাস্ত্রের একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়ই হইলেন শ্রীকৃষ্ণ। **কৃষ্ণ প্রাপ্য**—জীবের পক্ষে পাওয়ার উপযুক্ত বস্তু একমাত্র কৃষ্ণসেবা। যাহা পাইলে, অন্য কিছু পাওয়ার জন্য আর কোনও আকাঙ্ক্ষা থাকে না, যাহা একবার পাওয়া গেলে আর তাহাকে হারাইতে হয় না, তাহাই বাস্তবিক পাওয়ার উপযুক্ত বস্তু; তাহা পাওয়ার জন্যই জীবের চেষ্টা করা প্রয়োজন। সেই বস্তুটী হইল শ্রীকৃষ্ণ-সেবা। এইজন্যই বেদপুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণই আলোচ্য ও প্রতিপাদ্য বিষয়; এজন্যই শ্রীকৃষ্ণকেই সমস্ত শাস্ত্রের সম্বন্ধ বলা হয়। **অথবা**, কৃষ্ণই প্রাপ্য; কৃষ্ণ পাওয়ার তাৎপর্য্য হইতেছে, কৃষ্ণসেবা পাওয়া। প্রাপ্য—পাওনা; যাহা পাওয়ার জন্য দাবী আছে, অধিকার আছে, তাহাই প্রাপ্য বা পাওনা। কাহারও নিকটে কোনও বস্তু গচ্ছিত (আমানত) থাকিলে তাহাই হয় প্রাপ্য। জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের দাস বলিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবা তাহার প্রাপ্য; শ্রীকৃষ্ণসেবায় কৃষ্ণদাস জীবের স্বরূপগত অধিকার আছে, দাবী আছে। ইহা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে জীবের নিমিত্ত গচ্ছিত ধনের তুল্য। তাই প্রভু শ্রীপাদ সনাতনকে উপলক্ষ্য করিয়া জগতের জীবের প্রতি একটী পরম আশ্বাসের বাণী প্রচার করিয়াছেন—"জীব! শ্রীকৃষ্ণসেবা তোমার প্রাপ্য; ইহা তোমার জন্যই শ্রীকৃষ্ণের নিকট যেন গচ্ছিত আছে; তুমি তাহা জান না; যেহেতু মায়াদ্বারা তোমার জ্ঞান আচ্ছন্ন হইয়া আছে; সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া মায়ার আবরণ দূর কর; দূর করিলেই তুমি তাহা জানিতে পারিবে এবং যাওয়া মাত্রই শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে তাহা পাইতে পারিবে।" ব্রহ্মাও ইহার অনুরূপ কথা বলিয়া গিয়াছেন। "তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্। হৃদ্বাগ্বপুর্ভি র্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥ শ্রীভা, ১০।১৪।৮॥" এই শ্লোকের অন্তর্গত "দায়ভাক্"-শব্দের তাৎপর্য্য শ্রীচৈ, চ, ২।৬।২২ শ্লোকের টীকায় দ্রষ্টব্য। যদি কোনও মহাজনের নিকটে কাহারও জন্য কোনও বস্তু গচ্ছিত থাকে এবং সেই ব্যক্তি যদি তাহার অনুসন্ধান না করে, তাহা হইলে সেই মহাজনই নানা উপায়ে তাহার নিকটে তাহা জানাইতে চাহেন। ভগবানের নিকটে জীবের জন্য শ্রীকৃষ্ণসেবারূপ বস্তুটী গচ্ছিত আছে; মায়াবদ্ধ জীব তাহা জানেনা, তাই তাহার জন্য অনুসন্ধান করেনা। পরম কৃপালু ভগবান্ই জীবকে তাহা জানাইবার জন্য বেদাদি শাস্ত্র প্রকটন করেন (ইহা বর্ত্তমান কালে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়ার অনুরূপ), নানাবিধ অবতাররূপে প্রচার করেন (বর্ত্তমান কালের ঢোল পিটাইয়া জানানোর মতন) এবং সময় সময় নিজে স্বয়ংরূপে আসিয়াও তাহা জানাইয়া যান (যেমন, গৌররূপে বলিলেন—কৃষ্ণ প্রাপ্য)। সাধু মহাজন যেমন তাঁহার নিকটে গচ্ছিত বস্তুটী প্রাপককে দেওয়ার জন্য আগ্রহান্বিত হন, শ্রীভগবান্ও তাঁহার নিকটে গচ্ছিত শ্রীকৃষ্ণসেবারূপ বস্তুটী জীবকে দেওয়ার জন্য তদ্রূপ—বরং তদপেক্ষাও অধিকরূপে—ব্যাকুল। এজন্যই বলা হইয়াছে—"লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব॥ ৩।২।৫॥" যাহাহউক, উল্লিখিতরূপ তাৎপর্য্য অনুসারে, এই পয়ারোক্ত "সম্বন্ধ"-শব্দের একটী ব্যঞ্জনাও হইতে পারে এইরূপ—ভগবানের সঙ্গে জীবের একটা সম্বন্ধ হইতেছে এই যে—জীব প্রাপক, আর ভগবান্ (বা তাঁহার

কৃষ্ণমাধুর্য্যসেবানন্দ প্রাপ্তির কারণ। | কৃষ্ণসেবা করে আর কৃষ্ণরস-আস্বাদন ॥ ১১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সেবা) জীবের প্রাপ্য। প্রাপ্য-প্রাপক সম্বন্ধ। যাঁহা হইতে জীবের উদ্ভব, যাঁহা দ্বারা জীব জীবিত থাকে, যাঁহাতে জীব পুনরায় প্রবেশ করে, তাঁহার সঙ্গেই হইল জীবের নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ—স্বরূপানুবন্ধী সম্বন্ধ। অপর কাহারও সহিতই জীবের এইরূপ স্বরূপানুবন্ধী নিত্য সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। কেবলমাত্র জীবের সহিতই যে তাঁহার এইরূপ নিত্য অবিচ্ছেদ্য স্বরূপানুবন্ধী সম্বন্ধ, তাহা নহে। সমস্ত প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড, সমস্ত অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামাদি চিন্ময়রাজ্য, সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ এবং সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের পরিকরবর্গের সহিতও তাঁহার এইরূপ নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। যাঁহার সহিত সকলেরই এইরূপ সম্বন্ধ, অথচ যাঁহার সহিত এইরূপ সম্বন্ধের কথা মায়াবদ্ধ জীব দুর্ভাগ্যবশতঃ বিস্মৃত হইয়া আছে, তাঁহার সহিত সেই সম্বন্ধের স্মৃতিকে জাগ্রত করার এবং চিত্তে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করাই মায়াবদ্ধ জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। কিন্তু যাঁহার সহিত সকলের এইরূপ সম্বন্ধ, তিনি কে? বেদাদি সমুদয় শাস্ত্রই এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। বেদাদি শাস্ত্র বলিতেছেন —রস-স্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সহিতই সকলের এইরূপ নিত্য অবিচ্ছেদ্য স্বরূপানুবন্ধী সম্বন্ধ; তাই শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধ-তত্ত্ব; সমস্ত শাস্ত্র ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন, ইহাই বেদাদি শাস্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য। গীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন—"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ।" পূর্ব্বোদ্ধৃত "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ"-ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণভজনের কথা বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণই মূল সম্বন্ধ-তত্ত্ব বলিয়া তিনিই যে একমাত্র ভজনীয়, তাহা প্রতিপাদিত করার জন্যই এই পয়ারে বলা হইতেছে—"কৃষ্ণ প্রাপ্য সম্বন্ধ।" রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রাপ্তিতেই জীবের চিরন্তনী সুখবাসনার চরমা তৃপ্তি লাভ হইতে পারে। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি॥ তাই তিনিই প্রাপ্য। **ভক্তি প্রাপ্যের সাধন**—শ্রীকৃষ্ণসেবা পাওয়ার জন্য যে সাধন করিতে হয়, তাহার নাম ভক্তি।

অভিধেয়-নাম ভক্তি—অভিধেয়ের নাম (জীবের কর্ত্তব্যের নামই) ভক্তি। শ্রীকৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তির জন্য জীবের কর্ত্তব্য হইল ভক্তির সাধন। **প্রেম প্রয়োজন**—প্রেমই হইল জীবের একমাত্র প্রয়োজন; প্রেম ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণসেবা হয় না; এজন্য প্রয়োজন বা আবশ্যকীয় বস্তু হইল প্রেম। এই প্রেম পাওয়া যায় "ভক্তি" দ্বারা; এজন্য "ভক্তি" হইল জীবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম (বা অভিধেয়); আর শ্রীকৃষ্ণ হইলেন মুখ্যবস্তু বা সম্বন্ধ, যাঁহার সেবাই জীবের স্বরূপগত ধর্ম্ম। সমস্ত শাস্ত্রই সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন এই তিনটি বিষয় নির্দ্ধারণের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন; এবং শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ, ভক্তি অভিধেয় এবং প্রেম প্রয়োজন, ইহাই সমস্ত শাস্ত্র স্থির করিয়াছেন। (ভূমিকায় সম্বন্ধ-তত্ত্ব, অভিধেয়-তত্ত্ব ও প্রয়োজন-তত্ত্ব প্রবন্ধত্রয় দ্রষ্টব্য);

১১০-১১। প্রেমের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছেন। জীবের যত রকমের কাম্য বস্তু আছে, তাহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইল প্রেম। কারণ, এই প্রেমের প্রভাবে ভাগ্যবান্ জীব শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে পারে, কৃষ্ণসেবার স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃ যে একটী অনির্ব্বচনীয় আনন্দ—যাহার নিমিত্ত আত্মারাম স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত লালায়িত, সেই অপূর্ব্ব আনন্দ—পাওয়া যায়, অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অসমোর্দ্ধমাধুর্য্যের আস্বাদন এবং আত্মারামগণেরও এবং সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপগণের ও সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের কান্তাগণেরও চিত্তাকর্ষী তাঁহার অনির্ব্বচনীয় লীলারসের আস্বাদনও পাওয়া যায়।

অন্বয়। পুরুষার্থ-শিরোমণি মহাধন প্রেম—(যাহা) কৃষ্ণমাধুর্য্যসেবানন্দ প্রাপ্তির কারণ (হয়, তাহা অর্থাৎ তাহা দ্বারা ভক্ত)—কৃষ্ণ সেবা করে, আর (সেই কৃষ্ণসেবাদ্বারা) কৃষ্ণরস আস্বাদন করে।

পুরুষার্থ—পুরুষের (জীবের) অর্থ (কাম্যবস্তু)।

ইহাতে দৃষ্টান্ত—যৈছে দরিদ্রের ঘরে।
সর্ব্বজ্ঞ আসি দুঃখী দেখি পুছয়ে তাহারে—॥১১২
তুমি কেন দুঃখী, তোমার আছে পিতৃধন।
তোরে না কহিল, অন্যত্র ছাড়িল জীবন॥ ১১৩
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশে।
ঐছে বেদ-পুরাণ জীবে কৃষ্ণ উপদেশে॥ ১১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পুরুষার্থ-শিরোমণি—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চারিটীকে পুরুষার্থ বলে। এই চারিটী পুরুষার্থের শিরোমণি হইল প্রেম। প্রেমের তুলনায় উক্ত চারিটী পুরুষার্থ অতি তুচ্ছ। ভূমিকায় "পুরুষার্থ" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণমাধুর্য্য ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গের মাধুর্য্য আস্বাদনের একমাত্র কারণ (উপায়ও) হইল প্রেম। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য অনবরত নূতন নূতন ভাবে উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে; কিন্তু প্রেম ব্যতীত তাহা কেহ আস্বাদন করিতে পারে না; যাঁহার যতটুকু প্রেম বিকশিত হইয়াছে, তিনি ততটুকু মাধুর্য্যই আস্বাদন করিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়। স্ব স্ব প্রেম অনুরূপ ভক্ত আস্বাদয়। ১।৪।১২৫"। **সেবানন্দ প্রাপ্তির কারণ**—কৃষ্ণসেবাজনিত আনন্দলাভের হেতু। আনন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সেবার স্বাভাবিক ধর্ম্মবশতঃ আপনা-আপনিই একটা অপূর্ব্ব আনন্দ আসিয়া ভক্তের হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়া তোলে; প্রেমব্যতীত শ্রীকৃষ্ণসেবা হইতে পারে না বলিয়া এই আনন্দের হেতুও হইল প্রেম। **কৃষ্ণরস আস্বাদন**—শ্রীকৃষ্ণ রসস্বরূপ অর্থাৎ আস্বাদ্যরূপে তিনি রস এবং আস্বাদকরূপে তিনি রসিক; তিনি অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি—সমস্ত রসের নিধান, সমস্ত রসের মূর্ত্তিস্বরূপ। এসমস্ত রস অভিব্যক্ত হয় তাঁহার চারিটী মাধুর্য্যে—লীলামাধুর্য্য, বেণুমাধুর্য্য, রূপমাধুর্য্য, ও প্রেমমাধুর্য্যে (লঘু-ভাগবতামৃতের মতে ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যে)। এই চারিটী মাধুর্য্যের মধ্যে রূপমাধুর্য্য বা শ্রীঅঙ্গের মাধুর্য্যের কথা পূর্ব্ববর্ত্তী "কৃষ্ণমাধুর্য্যসেবানন্দ" ইত্যাদি বাক্যের অন্তর্গত "কৃষ্ণমাধুর্য্য"-শব্দে ব্যক্ত হইয়াছে; এস্থলে "কৃষ্ণরস"-শব্দে অপর তিনটী মাধুর্য্যের কথাই বোধ হয় বলা হইয়াছে।

অথবা, পূর্ব্ববর্ত্তী কৃষ্ণমাধুর্য্য-শব্দে চারিটী মাধুর্য্যের কথাই ব্যক্ত হইয়াছে মনে করিলে এস্থলে "কৃষ্ণরস" শব্দে কৃষ্ণভক্তি-রসকেও বুঝাইতে পারে। কৃষ্ণভক্তি-রসের আলোচনা ভূমিকায় দ্রষ্টব্য। কৃষ্ণসেবাদ্বারাই কৃষ্ণভক্তিরস বা কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদিত হইতে পারে।

১১২-১৪। **ইহাতে দৃষ্টান্ত যৈছে**—জীব নিজের স্বরূপ ভুলিয়া মায়াকে অঙ্গীকার করায়, সংসারে নানাবিধ দুঃখ পাইতেছে। এই দুঃখ হইতে উদ্ধার পাইবার একমাত্র উপায় হইল শ্রীকৃষ্ণসেবা; শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য জীবের প্রয়োজন হইল প্রেম। তাহা হইলে প্রেম পাইলেই জীবের দুঃখ ঘুচিয়া যায়। এই প্রেম আবার কাহাকেও তৈয়ার করিয়া লইতে হয় না; ইহা নিত্যসিদ্ধ বস্তু—"নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়। ২।২২।৫৭॥" এই প্রেমের উপাদানরূপ হ্লাদিনীপ্রধান শুদ্ধসত্ত্বকে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত করিতেছেন; যাঁহার চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবযোগ্যতা লাভ করিয়াছে, তাঁহার চিত্তেই উহা গৃহীত হইয়া প্রেমরূপে পরিণত হয়। মায়াবদ্ধ জীবের চিত্ত ভুক্তি-মুক্তি-বাসনাদিরূপ মলিনতায় আবৃত হইয়া আছে বলিয়া শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবের—সুতরাং প্রেমধন ধারণের—যোগ্যতা তাহার নাই; তাহার চিত্ত যে ঐরূপ যোগ্যতা লাভ করিতে পারে—সেই খবরও মায়াবদ্ধ জীব জানে না এবং এই যোগ্যতা লাভ হইলেই যে শ্রীকৃষ্ণকৃপায় প্রেমধন পাওয়া যায়, তাহাও জীব জানে না। শাস্ত্র বা গুরু কৃপা করিয়া মায়াবদ্ধ জীবকে এই প্রেমধনের উদ্দেশ বলিয়া দেন এবং কিরূপে চিত্তের মলিনতার আবরণ দূরীভূত করিয়া সেই প্রেমধনকে লাভ করিতে হয়, তাহাও জানাইয়া দেন। চিত্তের মলিনতার আবরণ দূরীভূত হইলেই যখন কৃষ্ণ-কৃপায় প্রেমধনটী পাওয়া যায়, তখন ইহাও মনে করা যাইতে পারে যে, মলিনতার আবরণের নীচেই যেন প্রেমধনটী লুক্কায়িত আছে—আবরণটী দূর করিতে পারিলেই তাহা পাওয়া যাইবে। ইহাই একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন। এক অতি দরিদ্র লোক ছিল; দারিদ্র্যের পীড়নে সেই লোকটী অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিল। একদিন একজন সর্ব্বজ্ঞ

সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে—মূল ধন অনুবন্ধ।
সর্ব্বশাস্ত্রে উপদেশে—শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ ॥ ১১৫
'বাপের ধন আছে' জ্ঞানে ধন নাহি পায়।
তবে সর্ব্বজ্ঞ কহে তারে প্রাপ্ত্যের উপায় ॥ ১১৬
এইস্থানে আছে ধন, যদি দক্ষিণে খুদিবে ॥
ভীমরুল বরুলী উঠিবে, ধন না পাইবে ॥ ১১৭
পশ্চিমে খুদিবে, তাহাঁ যক্ষ এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে, ধন হাতে না পড়য় ॥ ১১৮
উত্তরে খুদিলে আছে কৃষ্ণ অজাগরে।
ধন নাহি পাবে খুদিতে গিলিবে সভারে ॥ ১১৯
পূর্ব্বদিগে তাতে মাটী অল্প খুদিতে।
ধনের জাড়ি পড়িবে তোমার হাতেতে ॥ ১২০
ঐছে শাস্ত্র কহে—কর্ম্ম জ্ঞান যোগ ত্যজি।
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয় ভক্ত্যে তাঁরে ভজি ॥ ১২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

লোক তাহার গৃহে আসিয়া তাহার সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া বলিলেন, "তুমি বাপু, কেন দুঃখ পাইতেছ। মাটীর নীচে তোমার পিতার প্রচুর অর্থ আছে। তুমি ঐ অর্থ বাহির করিয়া লও, তাহা হইলেই তোমার দরিদ্রতা দূর হইবে, দুঃখও দূর হইবে।"

ঐছে বেদ-পুরাণ—দুঃখী লোককে যেমন সর্ব্বজ্ঞ উপদেশ করেন, সংসার-তাপদগ্ধ জীবকেও সেইরূপ বেদ-পুরাণাদি-শাস্ত্র উপদেশ করেন। উপদেশটী এই :—"জগতের পিতা (সুতরাং জীবের পিতা) শ্রীকৃষ্ণ তোমার জন্য প্রেমরূপ ধন রাখিয়া দিয়াছেন; তোমার অপরাধের বা ভুক্তিমুক্তি-বাসনার আবরণের নীচে ঐ প্রেমধন লুক্কায়িত আছে; তুমি ঐ ধনের খোঁজ কর; প্রেমধন পাইলেই তোমার সংসার-দুঃখ ঘুচিয়া যাইবে।" প্রেমধনহারা হইয়াছে বলিয়াই জীবকে দরিদ্রের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে।

১১৫। সর্ব্বজ্ঞের বাক্যানুসারে ধনই যেমন প্রাপ্য বস্তু, তদ্রূপ শাস্ত্রবাক্যানুসারে শ্রীকৃষ্ণই প্রাপ্যবস্তু; ধন পাইলে যেমন আর দারিদ্র্য-দুঃখ থাকে না, শ্রীকৃষ্ণকে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসেবা পাইলেও আর সংসার-দুঃখ থাকে না। **অনুবন্ধ**—সম্বন্ধ; প্রাপ্যবস্তু।

১১৬। "পিতা আমার জন্য মাটির নীচে ধন রাখিয়া গিয়াছেন"—ইহা জানিতে পারিলেই দারিদ্র্য-দুঃখের অবসান হয় না; মাটি খুঁড়িয়া ধন বাহির করিতে হইবে। তদ্রূপ, প্রেমের সহিত শ্রীকৃষ্ণসেবা করিতে পারিলেই সংসার-দুঃখ-দূরীভূত হইবে—একথা জানিতে পারিলেই সংসার-ক্ষয় হয় না; প্রেমলাভের জন্য সাধন করিতে হইবে।

১১৭-২০। কোন্ স্থানে মাটীর নীচে ধন আছে, তাহা সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া দিলেন এবং কোন্ দিক্ দিয়া খোদিতে আরম্ভ করিলে কি বিপদের আশঙ্কা আছে এবং কোন্ দিক্ দিয়া খোদিলে সহজেই ধন পাওয়া যাইবে, তাহাও তিনি বলিয়া দিলেন। সর্ব্বজ্ঞ বলিতেছেন যে, যে পিতৃধন মাটীতে পোতা আছে, তাহা লাভ করিবার জন্য মাটী খুঁড়িতে হইবে। কিন্তু যদি দক্ষিণ দিকে খোদ (খনন কর), তাহা হইলে ধন পাইবে না, কেবল ভীমরুল (ভেঙ্গুল) ও বোল্‌তা উঠিবে; তাহাদের দংশনের যন্ত্রণায় ছটফট করিতে হইবে। যদি পশ্চিমে খনন কর, তাহা হইলে ধন পাইবে না; এক যক্ষ উঠিয়া তোমার ধনপ্রাপ্তি-বিষয়ে বিঘ্ন জন্মাইবে। তোমাকে ভূতাবিষ্টের ন্যায় থাকিতে হইবে, আর ধন পাওয়ার চেষ্টাও করিতে পারিবে না। আর যদি উত্তরে খনন কর, তাহা হইলেও ধন পাইবে না, অজাগর তোমাকে গ্রাস করিবে। কিন্তু যদি তুমি পূর্ব্বদিকে খনন কর, তাহা হইলে অল্পমাত্র খনন করিলেই ধনের ভাণ্ড তোমার হাতে পড়িবে।

ভীমরুল—ভেঙ্গুল; ইহার কামড়ে অত্যন্ত যন্ত্রণা। **বরুলী**—বোল্‌তা: ইহার কামড়েও খুব যন্ত্রণা। **যক্ষ**—উপদেবতাবিশেষ। **কৃষ্ণঅজাগর**—কৃষ্ণবর্ণ অজাগর সাপ। **জাড়ি**—জালা; পাত্র।

১২১। ঐছে—উক্তরূপে; ঐরূপে। ধনপ্রাপ্তি-বিষয়ে সর্ব্বজ্ঞ যেরূপ বলেন, তদ্রূপ কৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তি-বিষয়ে শাস্ত্রজ্ঞ বলেন।

তথাহি (ভাঃ ১১।১৪।২০)—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপোস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥ ১৩

তথাহি তত্রৈব (১১।১৪।২১)—

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥ ১৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা শ্রদ্ধাপূর্ব্বিকয়া ভক্ত্যা স্বহমেব গ্রাহ্যঃ ক্রমাদ্‌বশীকার্য্যঃ সৈব মন্নিষ্ঠা ময়ি দার্ঢ্যং গতা সতী। শ্রীজীব। সম্ভবাৎ জাতিদোষাদপীত্যর্থঃ। স্বামী। ১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ ত্যজি—উক্ত উদাহরণে বলা হইল—দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিক্ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বদিকে খনন করিলে ধন পাইবে। শাস্ত্রও বলিতেছেন—কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ ত্যাগ করিয়া ভক্তির সাধন করিলেই সহজে কৃষ্ণসেবা পাওয়া যাইবে। দক্ষিণ দিকে খুদিলে যেমন ভীমরুল-বোলতা উঠিবে, সেইরূপ কর্ম্মমার্গের সাধন করিলেও স্বর্গাদি ভোগময় ধাম প্রাপ্ত হইবে, সেই স্থানে অসূয়াদিজাত যন্ত্রণা ভীমরুল ও বোলতার দংশনের মত কষ্টদায়ক হইবে। পশ্চিমে খুদিলে যেমন যক্ষ উঠিবে, সেইরূপ জ্ঞানমার্গের সাধন করিলেও যক্ষাবিষ্ট বা ভূতাবিষ্টের ন্যায় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইবে; ভূতাবিষ্ট লোক যেমন নিজের স্বরূপ ভুলিয়া যায়, নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মপ্রাপ্ত জীবও স্বীয় স্বরূপ ভুলিয়া থাকে; সুতরাং প্রেমপ্রাপ্তির চেষ্টাও সেই জীব আর করিতে পারে না। আর উত্তর দিকে খনন করিলে, যেমন অজাগর উঠিয়া গ্রাস করিবে, সেইরূপ যোগমার্গের সাধন করিলেও অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ হইবে; এই অষ্টসিদ্ধিই অজাগরের ন্যায় জীবকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে, তখন জীব আর নিজের স্বরূপ-স্ফূর্ত্তির জন্য কোনও চেষ্টাই করিতে পারিবে না; তাহার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তিও অসম্ভব হইবে। কিন্তু পূর্ব্বদিকে খনন করিলে অতি সহজেই যেমন ধন পাওয়া যায়, সেইরূপ ভক্তিমার্গের সাধন করিলে অতি সহজেই শ্রীকৃষ্ণসেবা লাভ হইতে পারে। ভক্তি ব্যতীত অন্য কোনও সাধনেই শ্রীকৃষ্ণসেবা পাওয়া যায় না। পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহে তাহা দেখাইতেছেন।

শ্লো। ১৩। **অন্বয়।** অন্বয়াদি ১।১৭।৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ১৪। **অন্বয়।** সতাং (সাধুদিগের) আত্মা (আত্মা) প্রিয়ঃ (ও প্রিয়) অহং (আমি—শ্রীকৃষ্ণ) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধার সহিত—শ্রদ্ধাপূর্ব্বিকা) একয়া (একমাত্র) ভক্ত্যা (ভক্তিদ্বারা) গ্রাহ্যঃ (বশীভূত হই); মন্নিষ্ঠা (আমাতে নিষ্ঠাপ্রাপ্তা) ভক্তিঃ (ভক্তি) শ্বপাকান্ (কুক্কুর-ভোজীদিগকে) অপি (ও) সম্ভবাৎ (তাহাদের জাতিদোষ হইতে) পুনাতি (পবিত্র করে)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন—"সাধুদিগের আত্মা এবং প্রিয় আমি কেবলমাত্র শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠিতা ভক্তিদ্বারাই বশীভূত হই। আমাতে নিষ্ঠাপ্রাপ্তা ভক্তি কুক্কুরভোজী নীচ ব্যক্তিদিগকেও জাতিদোষ হইতে পবিত্র করিয়া থাকে। ১৪

এই শ্লোকে **একয়া**—একমাত্র—শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র ভক্তিরই বশীভূত, কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদির বশীভূত নহেন। শ্রুতি বলেন "ভক্তিরেব এনং নয়তি, ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি। ভক্তিবশঃ পুরুষঃ ভক্তিরেব ভূয়সী॥—একমাত্র ভক্তিই—জ্ঞানযোগাদি নহে—জীবকে ভগবানের নিকটে নিতে পারে; একমাত্র ভক্তিই জীবকে ভগবদ্দর্শন করাইতে পারে। ভগবান্ ভক্তির বশীভূত। ভক্তিই—জ্ঞানযোগাদি নহে—ভূয়সী অর্থাৎ পরব্রহ্মকে পর্য্যন্ত বশীভূত করিতে সমর্থা।" গীতাতেও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"ভক্ত্যা মামভিজানাতি—ভক্তিদ্বারাই আমাকে সম্যক্‌রূপে জানা যায়।" শ্রীমদ্‌ভাগবতেও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ॥১১।১৪।২১॥—একমাত্র ভক্তিদ্বারাই আমি গ্রাহ্য—অর্থাৎ বশীভূত হই।" শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে যখন চিত্তের মলিনতা ধরীভূত হইবে, তখন চিত্তে ভক্তির উদয় হইবে; এই ভক্তি গাঢ় হইতে হইতে যখন প্রেমে পরিণত হইবে,

অতএব ভক্তি—কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়।
'অভিধেয়' বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায় ॥ ১২২
ধন পাইলে যৈছে সুখভোগ ফল পায়।
সুখভোগ হৈতে দুঃখ আপনি পলায় ॥ ১২৩
তৈছে ভক্তিফল কৃষ্ণে প্রেম উপজায়।
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভব নাশ পায় ॥ ১২৪

'দারিদ্র্যনাশ ভবক্ষয়' প্রেমের ফল নয়।
'ভোগ প্রেমসুখ' মুখ্য প্রয়োজন হয় ॥ ১২৫
বেদশাস্ত্রে কহে—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম,—তিন মহাধন ॥ ১২৬
বেদাদি সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণ মুখ্য সম্বন্ধ।
তার জ্ঞানে আনুষঙ্গে যায় মায়াবন্ধ ॥ ১২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তখনই শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রেমের বশীভূত হইবেন। কর্ম্মমার্গের সাধনে স্বর্গাদি ভোগলোক পাওয়া যাইতে পারে, জ্ঞানমার্গের সাধনে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত তাদাত্ম্য লাভ করা যাইতে পারে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে আপন-রূপে—"শ্রীকৃষ্ণ আমারই" —এইরূপে পাওয়া যায় না। কেবল কৃষ্ণপ্রাপ্তি-বিষয়েই যে ভক্তির অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য, তাহা নহে; পাপনাশকত্বের দিক্ দিয়াও যোগজ্ঞানাদি হইতে ভক্তির বৈশিষ্ট্য আছে। সামাজিক হিসাবে নীচজাতিতে যাহাদের জন্ম, জাত্যভিমানী লোকগণ মনে করে—তাহাদের কোনও গুরুতর পাপের ফলেই নীচবংশে তাহাদের জন্ম হইয়াছে—তাই তাহাদিগকে তাহারা হেয় ও অস্পৃশ্য মনে করে; কর্ম্মাদিসাধন-মার্গে তাহাদের সকলের অধিকার আছে বলিয়াও জাত্যভিমানীরা স্বীকার করিতে চায় না। কিন্তু ভক্তিমার্গের সাধনে জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলের তো অধিকার আছেই—অধিকন্তু, ঐকান্তিকভাবে যাঁহারা ভক্তিমার্গের সাধন করিবেন, তাঁহারা যদি কুক্কুর-ভোজী নীচজাতি-ভুক্তও হয়েন, তাহা হইলেও কেহ তাঁহাদিগকে হেয় বা অস্পৃশ্য মনে করিবে না, পরম-পবিত্রজ্ঞানে তাঁহাদিগকে সকলেই শ্রদ্ধা করিবে, নিজেকে পবিত্র করার উদ্দেশ্যে অনেকেই তাঁহাদের স্পর্শ কামনা করিয়া থাকেন। কারণ, ঐকান্তিকী ভক্তি শ্বপচকেও তাহার **সম্ভবাৎ**—জাতিদোষ হইতে **পুনাতি**—তাহার জাতিদোষ বিনষ্ট করিয়া তাহাকে পবিত্র করেন।

একমাত্র ভক্তিদ্বারাই যে শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণসেবা পাওয়া যায়, ১৩শ শ্লোকের "যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা" বাক্যে এবং ১৪ শ্লোকে তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ রহিয়াছে।

১২৩-২৪। ধন পাইলে যেমন সুখভোগ পাওয়া যায়, সুখভোগ পাওয়া গেলেই যেমন আনুসঙ্গিকভাবে আপনা-আপনিই দারিদ্র্যদুঃখ দূরীভূত হয়, তজ্জন্য স্বতন্ত্রভাবে আর কোনও চেষ্টা করিতে হয় না; তদ্রূপ সাধনভক্তির ফলেই প্রেম পাওয়া যায়, প্রেমের সহিত কৃষ্ণসেবা করিলেই কৃষ্ণমাধুর্য্যাদি আস্বাদনের সুখ পাওয়া যায়; তখন আপনা-আপনিই—স্বতন্ত্রভাবে আর কোনও চেষ্টা ব্যতীতই—জীবের সংসার-দুঃখ আনুষঙ্গিকভাবে অন্তর্হিত হইয়া যায়।

১২৫। দারিদ্র্যনাশ ধনপ্রাপ্তির মুখ্য ফল নহে—আনুষঙ্গিক ফলমাত্র। তদ্রূপ ভবক্ষয় (সংসার-দুঃখ-নিবৃত্তিও) প্রেম লাভের মুখ্য ফল নহে—আনুষঙ্গিক ফল মাত্র। ধনলাভের মুখ্যফল ভোগ—সুখভোগ; তদ্রূপ প্রেমলাভের মুখ্যফল প্রেমসুখ—প্রেমসেবাদ্বারা কৃষ্ণমাধুর্য্যের আস্বাদন-সুখ। তাই জীবের পক্ষে প্রেমই মুখ্য প্রয়োজন।

অন্বয়ঃ—দারিদ্র্যনাশ ও ভবক্ষয় (যথাক্রমে ধনপ্রাপ্তির ও) প্রেমপ্রাপ্তির (মুখ্য) ফল নহে; (সুখ-ভোগ) ও প্রেমসুখই (যথাক্রমে ধনের ও প্রেমের) মুখ্য প্রয়োজন হয়।

১২৬-২৭। ১০৬-২৫ পয়ারে সম্বন্ধাদি বিষয়ে যাহা বলা হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহার সার মর্ম্ম পুনরায় বলিয়া উপসংহার করিতেছেন।

বেদশাস্ত্রের সারমর্ম্ম এই যে—শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধ (প্রতিপাদ্য বস্তু), কৃষ্ণভক্তিই জীবের অভিধেয় (শাস্ত্রবিহিত কর্ত্তব্য) এবং প্রেমই জীবের মুখ্য প্রয়োজন; [সুতরাং এই তিনটি বস্তুই জীবের পক্ষে মহামূল্য ধনতুল্য।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
ব্যভিচারিলহর্য্যাম্ (৪।৭৩), হরিভক্তিবিলাসে
(১।৬৮), লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে (২।৫৩)
পাদ্ম-পাতালখণ্ডবচনম্ (৭৭।২৬)—

ব্যামোহায় চরাচরস্য জগত-
স্তে তে পুরাণাগমা-
স্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং
জল্পন্তু কল্পাবধি।
সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্
বিষ্ণুঃ সমস্তাগম-
ব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং
নীতেষু নিশ্চীয়তে॥ ১৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ব্যামোহায়েতি। সর্ব্বপুরাণাগমস্বরূপমহাবাক্যস্য সম্যগ্‌বিচারাযোগ্যপুরুষান্ প্রতি খণ্ডশো বদন্তীত্যর্থঃ। যতঃ সিদ্ধান্ত ইত্যাদি। ব্যাপারা রূঢ়্যাদিবৃত্তয়ঃ। বিবেচনং বিচারঃ। ব্যতিকর আসঙ্গ স্তং নীতেষু তদ্ব্যাপারেষু যঃ সিদ্ধান্ত স্তস্মিন্নেক এব ভগবান্নিশ্চীয়তে। চরাচরা জঙ্গমাস্তে চাত্র মনুষ্যা এব মনুষ্যাধিকারিত্বাৎ শাস্ত্রস্য। শ্রীজীব। ১৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কৃষ্ণ মুখ্য সম্বন্ধ—কোনও কোনও শাস্ত্রে কৃষ্ণব্যতীত অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপের কথা থাকিলেও শাস্ত্রসমূহের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় হইলেন শ্রীকৃষ্ণই। এই উক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

তার জ্ঞানে—শ্রীকৃষ্ণকে জানিতে পারিলে। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় জ্ঞান জন্মিলে—শ্রীকৃষ্ণ-সেবা লাভ করিতে পারিলে—আনুষঙ্গিক ভাবে, স্বতন্ত্রচেষ্টা ব্যতীতই—জীব মায়াবন্ধন হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে।

শ্লো। ১৫। অন্বয়। তে তে (সেই সেই) পুরাণাগমাঃ (পুরাণ ও আগম শাস্ত্র সমূহ) চরাচরস্য (চরাচর) জগতঃ (জগতের—জগদ্‌বাসী সাধারণ লোকসমূহের) ব্যামোহায় (বিশেষরূপে মুগ্ধত্ব সাধনের নিমিত্ত) কল্পাবধি (কল্পকালপর্য্যন্ত) তাং তাং (সেই সেই) দেবতাং (দেবতাকে) এবহি (ই) পরমিকাং (শ্রেষ্ঠ—শ্রেষ্ঠ বলিয়া) জল্পন্তু (বলে বলুক)। পুনঃ (আবার কিন্তু) সমস্তাগমব্যাপারেষু (সমস্ত আগমের ব্যাপার সমূহ—রূঢ়িপ্রভৃতি বৃত্তি সমূহ) বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু (বিচারাসক্তি প্রাপ্ত হইলে—বিচারপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিলে) সিদ্ধান্তে (সিদ্ধান্তানুসারে) একঃ (এক) এব (মাত্র) ভগবান্ (ভগবান্) বিষ্ণুঃ (বিষ্ণুই) নিশ্চীয়তে (নিশ্চিত হয়েন)।

অনুবাদ। সেই সেই পুরাণ ও আগমাদি (তন্ত্রাদি) শাস্ত্র (যাহারা পুরাণাদির সাম্যক্ বিচার করিতে সমর্থ নহে, সেই সমস্ত) চরাচর-জগদ্‌বাসী লোকদিগকে বিশেষরূপে মোহিত করিবার নিমিত্ত কল্পকাল পর্য্যন্ত সেই সেই দেবতাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বলে বলুক; কিন্তু সমস্ত আগমাদি শাস্ত্রে রূঢ়িপ্রভৃতি বৃত্তিসমূহ বিচারাসক্তি প্রাপ্ত হইলে (অর্থাৎ রূঢ়িপ্রভৃতি বৃত্তি দ্বারা আগমাদি শাস্ত্রের সম্যক্ বিচার করিলে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইবে, সেই) সিদ্ধান্তানুসারে এক ভগবান্ বিষ্ণুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে নিশ্চিত হইবেন। ১৫

পদ্মপুরাণ-উত্তর খণ্ডের ৬২।৩১ শ্লোক (২।৬।১৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য) হইতে জানা যায়—যাহাতে এই লোক-সৃষ্টি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে জীবসমূহকে মুগ্ধ করার নিমিত্ত স্বকল্পিত আগমাদিশাস্ত্র প্রণয়নের জন্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই শ্রীশিবকে আদেশ করিয়াছেন (১।৭।১০৫ পয়ারের টীকায় বন্ধনীর অন্তর্ভুক্ত অংশ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং আগমাদি শাস্ত্রে যে কৃষ্ণব্যতীত অন্য দেব-দেবতাকে পরতত্ত্ব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা যে কেবল সাধারণ লোককে মোহিত করার নিমিত্তই, তাহা সহজেই বুঝা যায়; অবশ্য যাঁহারা সমস্ত শাস্ত্রবাণীর—বিশেষতঃ প্রামাণ্য শাস্ত্রোক্তি-সমূহের—সমন্বয় রক্ষাপূর্ব্বক বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহারা আগমাদির কল্পিত বাক্যে মুগ্ধ হইবেন না; তাই বলা হইতেছে—**ব্যামোহায় চরাচরস্য** ইত্যাদি—যাহারা শাস্ত্রসমূহের সম্যক্ বিচারে অসমর্থ, সে সমস্ত লোকদিগকে বিশেষরূপে মোহিত করার নিমিত্ত—মোহিত করিয়া, সৃষ্টি-বৃদ্ধি-আদির উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে সংসারচক্রে রাখিয়া দেওয়ার নিমিত্ত (১।৭।১০৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)—যে যে পুরাণাগমাদি শাস্ত্র যে যে দেবতার প্রাধান্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, **কল্পাবধি**—একবার দুইবার নয়, একযুগ দুইযুগ নয়, কল্পকাল পর্য্যন্ত **তে তে পুরাণাগমাঃ**—সে সমস্ত পুরাণাগম

গৌণ-মুখ্য-বৃত্তি কি অন্বয়-ব্যতিরেকে। | বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল—কহয়ে কৃষ্ণকে॥ ১২৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাং তামেবাহি দেবতাং—সেই সেই দেবতাকেই শ্রেষ্ঠ বা পরতত্ত্ব বলিয়া বর্ণনা করে করুক ; তাহাতে কোনও ক্ষতিই নাই ; কারণ, যাহারা ভুক্তি-মুক্তি বাসনাদিকে ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক নয়, যাহারা শাস্ত্রাদির নিরপেক্ষ বিচার না করিয়া নিজেদের ভুক্তি-মুক্তি বাসনার অনুকূল অর্থই খুঁজিয়া বেড়ায়, তৎসমস্ত পুরাণাগম কেবলমাত্র তাহাদের নিকটেই আদরণীয় হইবে ; তৎসমস্ত বেদাগম প্রকটিত না হইলেও তাহারা তাহাদের ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা ত্যাগ করিত না ; সুতরাং তৎসমস্ত পুরাণাগম তাহাদেরও অতিরিক্ত অনিষ্ট কিছুই করিতে পারে না ; আর যাহারা শাস্ত্রের নিরপেক্ষ বিচারের পক্ষপাতী এবং যাহারা স্বসুখ-বাসনা ত্যাগ করিয়া জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্যসাধনের যোগ্যতার জন্যই লালায়িত, সে সমস্ত পুরাণাগম তাহাদেরও কোনও অনিষ্ট সাধন করিতে পারিবে না ; কারণ, তৎসমস্ত শাস্ত্র তাহাদের নিকটে কখনও আদরণীয় হইবে না। তাই বলা হইয়াছে—সে সমস্ত পুরাণাগম যে দেবতাকে ইচ্ছা পরতত্ত্ব বলিয়া কীর্ত্তন করে করুক ; তাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু **সমস্তাগমব্যাপারেষু**—আগমাদিশাস্ত্রে যে সমস্ত ব্যাপার বা বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, সে সমস্ত বিষয় যদি **বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু**—বিবেচনার (বিচারের) ব্যতিকরকে (আসঙ্গকে) প্রাপ্ত হয়, যদি রূঢ়ি-আদি বৃত্তিদ্বারা নিরপেক্ষ বিচারের বিষয়ীভূত হয়, তাহাহইলে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইবে, সেই **সিদ্ধান্তে**—সিদ্ধান্তানুসারে একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণুই পরতত্ত্ব বলিয়া নিশ্চিত হইবেন। বস্তুতঃ বিভিন্ন অধিকারী লোকের জন্যই বিভিন্ন শাস্ত্র।

১২৭ পয়ারের প্রথমার্দ্ধের প্রমাণ এই শ্লোক।

১২৮। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে বলা হইল, নিরপেক্ষ বিচার দ্বারা দেখা যায়, ভগবান্ বিষ্ণু অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই সকল শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য ; পূর্ব্ববর্ত্তী ১২৭ পয়ারেও তাহাই বলা হইয়াছে। তাহা হইলে, বেদাদি শাস্ত্রেও কখনও কখনও স্বর্গাদিরও সম্বন্ধত্ব কথিত হইয়াছে কেন ? এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—"গৌণ-মুখ্যবৃত্তি" ইত্যাদি।

গৌণবৃত্তি—তাৎপর্য্য-বৃত্তি। **মুখ্যবৃত্তি**—অভিধাবৃত্তি, সাক্ষাৎরূপে। গৌণবৃত্তি ও মুখ্যবৃত্তিতে, শ্রীকৃষ্ণই প্রাপ্যবস্তু, এ কথাই বেদ বলিতেছেন। প্রশ্ন হইতে পারে, বেদাদি শাস্ত্রে স্বর্গাদিকেও তো সম্বন্ধ বলা হইয়াছে ? ইহার উত্তর এই :—স্বর্গাদিকে যে স্থানে সম্বন্ধ বলা হইয়াছে, সেই স্থানের উক্তির মর্ম্মও পরম্পরাক্রমে শ্রীকৃষ্ণেই পর্য্যবসিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতও তাহাই বলেন। "বাসুদেবপরাবেদা বাসুদেবপরা মখাঃ। বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ॥ বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ। বাসুদেবপরোধর্ম্মো বাসুদেবপরা গতিঃ। শ্রীভা, ১।২।২৭-২৮॥" সকল বেদের তাৎপর্য্যই বাসুদেব। বেদে যে যজ্ঞের কথা আছে ? যজ্ঞও বাসুদেবারাধনার নিমিত্তই ; এজন্য যজ্ঞের তাৎপর্য্যও বাসুদেবই। যোগে যে প্রাণায়ামাদি ক্রিয়ার কথা আছে ? প্রাণায়ামাদিও বাসুদেব-প্রাপ্তির উপায়-বিশেষই ; সুতরাং উহার তাৎপর্য্যও বাসুদেবই। ইত্যাদিরূপে সর্ব্ববেদের তাৎপর্য্য বাসুদেব। শ্রুতিও এই কথাই বলেন। "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥ কাঠকোপনিষৎ। ২।১৫॥—নচিকেতা ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে যম তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—সমস্ত বেদ যাঁহাকে প্রাপ্তব্য বলিয়া উপদেশ করেন, যাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত সর্ব্বপ্রকার তপস্যা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, যাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত গুরুগৃহে বাসরূপ ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, সেই ব্রহ্মপদের কথা আমি তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি। সেই ব্রহ্মই ওঙ্কার।" সর্ব্বোপনিষৎসার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণই ওঙ্কার, শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম। পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ। বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কারঃ ঋক্ সাম যজুরেবচ॥ ৯।১৭ (শ্রীকৃষ্ণোক্তি)॥ পরং ব্রহ্ম পরং ধাম॥ ১০।১২ (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জ্জুনোক্তি)॥ সুতরাং বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্যই যে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রুতিও তাহাই বলিতেছেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট ভাবেই তাহা বলিয়াছেন। বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ। ১৫।১৫॥ এইরূপে পরম্পরাক্রমে যে অর্থ নির্ণয়, তাহাকেই গৌণবৃত্তি বলে। স্তবাদিতে

তথাহি (ভাঃ ১১।২১।৪২।৪৩)—

কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন ॥ ১৬
মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহম্ ॥ ১৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অর্থতোঽপি দুর্জ্ঞেয়ত্বমাহ কিমিতি। কর্ম্মকাণ্ডে বিধিবাক্যৈঃ কিং বিধত্তে। দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্যৈঃ কিমাচষ্টে প্রকাশয়তি। জ্ঞানকাণ্ডে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ নিষেধার্থম্ ইত্যেবমস্যা হৃদয়ং তাৎপর্য্যং মৎ মত্তোঽন্যঃ কশ্চিদপি ন বেদ। নন্থ তর্হি ত্বং মৎকৃপয়া কথয়। ওমিতি কথয়তি। মামেব যজ্ঞরূপং বিধত্তে। মামেব তত্তদ্দেবতারূপমভিধত্তে ন মত্তঃ পৃথক্। যচ্চাকাশাদি-প্রপঞ্চজাতং তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূত ইত্যাদিনা বিকল্প্য অপোহ্যতে নিরাক্রিয়তে তদপ্যহমেব ন মত্তঃ পৃথগস্তি। স্বামী। ১৬-১৭

গৌর কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সাক্ষাৎরূপে শ্রীকৃষ্ণকে সম্বন্ধ বলা হইয়াছে। যেমন "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ—ব্রহ্ম সং। ৫।১॥" এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব—সুতরাং প্রাপ্যত্ব,—পরম্পরাক্রমে বুঝিতে হয় না; ইহা শুনামাত্রেই সাক্ষাৎরূপে বুঝা যায়; এইরূপে যে অর্থবোধের রীতি, তাহাই মুখ্যবৃত্তি।

অন্বয়—বিধিবাক্য। যেমন "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু—গীতা ১৮।৬৫॥—আমাতে মন অর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমার যাজন কর, আমাকে নমস্কার কর"। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাদ্ ভাবে আদেশ করিতেছেন। ইহা হইল অন্বয়-বিধান।

ব্যতিরেক—নিষেধবাক্য। যেমন "চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বধর্ম্ম করিয়াও সে রৌরবে পড়ি মজে। ২।২২।১৯॥" শ্রীকৃষ্ণভজন না করিলে যে রৌরবে গতি হয়, তাহাই এস্থলে বলিতেছেন; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-ভজন না করাটা নিষেধ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণভজন সম্বন্ধে ইহাই ব্যতিরেক-বিধি। সোজাসোজি ভাবে ভজনের আদেশ দেওয়া হইল, অন্বয়-বিধি; আর ভজন না করিলে যে অশেষ দুঃখে পড়িতে হয়, তাহা জানাইয়া প্রকারান্তরে যে কৃষ্ণভজনের আদেশ দেওয়া, তাহা ব্যতিরেক-বিধি।

প্রতিজ্ঞা—সম্বন্ধ (প্রতিপাদ্য বস্তু;) প্রাপ্যবস্তু।

এই পয়ারের তাৎপর্য্য এইঃ—কোনও স্থানে মুখ্যবৃত্তিতে, কোনও স্থানে গৌণী (বা তাৎপর্য্য) বৃত্তিতে, কোনও স্থানে অন্বয়-বিধিতে, কোনও স্থানে ব্যতিরেক-বিধিতে—যে স্থলে যে বৃত্তি বা যে বিধি প্রযোজ্য, সেস্থলে তদনুসারে অর্থ করিলে দেখা যায়—বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় কেবল শ্রীকৃষ্ণ।

এই উক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১৬-১৭। **অন্বয়**। কিং (কি) বিধত্তে (বিধান করে)? কিং (কি) আচষ্টে (প্রকাশ করে)? কিং (কি—কাহাকে) অনূদ্য (অনুবাদ করিয়া—অবলম্বন করিয়া) বিকল্পয়েৎ (তর্ক বিতর্ক করে)। ইতি (এসমস্ত বিষয়ে) অস্যাঃ (ইহার—বৃহতী নামক বেদের ছন্দবিশেষের) হৃদয়ং (তাৎপর্য্য) মৎ (আমা হইতে) অন্যঃ (অপর) কশ্চন (কেহ) ন বেদ (জানে না)। মাং (আমাকে) বিধত্তে (বিধান করে), মাং (আমাকে) অভিধত্তে (প্রকাশ করে), অহং (আমি) হি (ই) বিকল্প্য (বিকল্পনা করিয়া—তর্কবিতর্ক করিয়া) অপোহ্যতে (নির্ণীত—নিশ্চিত—হই)॥

অনুবাদ। উদ্ধবের প্রতি বেদাদি সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—(বৃহতী নামক বেদের ছন্দবিশেষ, কর্ম্মকাণ্ডে) বিধিবাক্য দ্বারা কাহার বিধান করেন, (দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্য দ্বারা) কাহাকে প্রকাশ করেন এবং (জ্ঞানকাণ্ডে) কাহাকে অবলম্বন করিয়া বিকল্পনা (বা তর্কবিতর্ক) করেন—এসমস্ত বিষয়ে বৃহতীর তাৎপর্য্য আমি ভিন্ন অপর কেহই জানে না। (সেই বৃহতী কর্ম্মকাণ্ডে যজ্ঞরূপে) আমাকেই (শ্রীকৃষ্ণকে) বিধান করেন, (দেবতাকাণ্ডে মন্ত্ররূপে) আমাকেই প্রকাশ করেন, এবং (জ্ঞানকাণ্ডে) তর্ক-বিতর্কদ্বারা আমাকেই নিশ্চয় করেন। ১৬-১৭।

কৃষ্ণের স্বরূপ অনন্ত, বৈভব অপার—।
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি আর ॥ ১২৯
বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মাণ্ডগণ—শক্তিকার্য্য হয়।
স্বরূপ, শক্তি, শক্তিকার্য্যের—কৃষ্ণ সমাশ্রয় ॥ ১৩০

তথাহি ভাবার্থদীপিকায়াম্ (ভাঃ ১০।১।১—
দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তম্ ॥ ১৮

কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার শুন সনাতন।
অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১৩১
সর্ব্বাদি সর্ব্ব-অংশী কিশোর-শেখর।
চিদানন্দদেহ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর ॥ ১৩২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কর্ম্মকাণ্ড, দেবতাকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, প্রভৃতি সর্ব্বত্রই যে বেদের তাৎপর্য্য শ্রীকৃষ্ণে, তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক। এইরূপে ১২৮ পয়ারোক্তির প্রমাণ হইল এই শ্লোক।

১২৯-৩০। এক শ্রীকৃষ্ণেই সমস্ত পর্য্যবসিত কেন হয়, সমস্তের তাৎপর্য্যই শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে হয়েন, তাহাই বলিতেছেন। অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ, অনন্ত-ভগবদ্ধাম, অনন্তকোটি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডাদি সমস্তের আশ্রয় এবং মূলই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া, এমন কি শ্রীকৃষ্ণ নিজেও নিজের আশ্রয় বলিয়া—শ্রীকৃষ্ণেই সমস্ত পর্য্যবসিত হয়।

কৃষ্ণের স্বরূপ অনন্ত—অনন্ত অর্থ অন্তশূন্য বা সীমাশূন্য, সর্ব্বব্যাপক। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের কোনও সীমা নাই। তিনি সর্ব্বব্যাপী। প্রকটলীলায় তাঁহাকে যে সময়ে মানুষের ন্যায় দেহবিশিষ্ট দেখা গিয়াছে, ঠিক সেই সময়েই ঐ দেহখানাই অনন্ত, সীমাশূন্য ছিল—সেই সময়েই বিভু বা সর্ব্বব্যাপী ছিল। তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবেই ইহা সম্ভব। "স্বরূপ অনন্ত" শব্দের অন্য অর্থও হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ নানাবিধ অবতাররূপে যে ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপে বিহার করিতেছেন, সেই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপের সংখ্যা অনন্ত। **বৈভব**—ঐশ্বর্য্য। **অপার**—অসীম। শক্তি ও শক্তিকার্য্য সকলই তাঁহার ঐশ্বর্য্য। তাঁহার শক্তি প্রধানতঃ তিনটী—চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। **বৈকুণ্ঠ-ব্রহ্মাণ্ডগণ** ইত্যাদি—বৈকুণ্ঠ-শব্দে অপ্রাকৃত ভগবদ্ধাম-সমূহকে বুঝাইতেছে; আর ব্রহ্মাণ্ড-শব্দে অনন্ত কোটি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডকে বুঝাইতেছে। বৈকুণ্ঠাদি এবং ব্রহ্মাণ্ডাদি সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের শক্তির কার্য্য। বৈকুণ্ঠাদি অপ্রাকৃত-রাজ্য তাঁহার চিচ্ছক্তির কার্য্য, প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ড-সমূহ তাঁহার মায়াশক্তির কার্য্য, আর জীব তাঁহার জীবশক্তির কার্য্য। **স্বরূপ-শক্তি** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণের শক্তি ও শ্রীকৃষ্ণের শক্তির কার্য্য—এই সমস্তের একমাত্র আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ। তিনি শক্তিমান্, সুতরাং শক্তিসমূহের আশ্রয়। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড, তত্তৎ-ব্রহ্মাণ্ডাদির অধিবাসী প্রভৃতি (শক্তির কার্য্য) এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ—এই সমস্তের আশ্রয়ও শ্রীকৃষ্ণ। যশোদা-মাতাকে যে শ্রীকৃষ্ণ মুখের মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দর্শন করাইয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি যে আশ্রয়তত্ত্ব তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। যশোদা-মাতা শ্রীকৃষ্ণের মুখে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বিশ্ব তো দেখিলেনই, নিজেকেও দেখিলেন, কৃষ্ণকেও দেখিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ যে আশ্রয়তত্ত্ব—সমস্তেরই আশ্রয়, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১৮। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।২।১৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। ১।২।৭৮ পয়ারের টীকাও দ্রষ্টব্য।

১৩১-৩২। কৃষ্ণের স্বরূপ যে অনন্ত, তাহাই পরিস্ফুট করিয়া বলিতেছেন—এই পরিচ্ছেদের অবশিষ্টাংশে। আর "বৈকুণ্ঠ-ব্রহ্মাণ্ডগণ" যে শ্রীকৃষ্ণের "শক্তিকার্য্য হয়। ২।২০।১৩০ ॥", তাহা পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে পরিস্ফুট করিয়া দেখাইয়াছেন। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণই যে সম্বন্ধতত্ত্ব, তাহা বুঝাইতে হইলে শ্রীকৃষ্ণের, শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপসমূহের, তাঁহার শক্তির ও শক্তিকার্য্যের সম্যক্ আলোচনা প্রয়োজনীয়।

এই দুই পয়ারে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বলিতেছেন।

অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব। তত্ত্ব—শব্দের অর্থ "তাহার ভাব" বা "তাহার স্বরূপ"। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব—"শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ"। এই তত্ত্বটী কি? না—"অদ্বয়জ্ঞান"; অদ্বয়জ্ঞানই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব; অদ্বয়জ্ঞানই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এখন "জ্ঞান" বলিতে কি বুঝা যায়, দেখা যাউক। "জ্ঞানং চিদেকরূপম্"—তত্ত্বসন্দর্ভঃ। ৫৻॥ একমাত্র চিদ্বস্তুই জ্ঞান, যাহা চেতনস্বরূপ তাহাই জ্ঞান। আবার ব্রহ্মসংহিতার ৫।১-শ্লোকের টীকায় কৃষ্ণ-শব্দের ব্যাখ্যান-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীব গোস্বামী বৃহদ্‌গৌতমীয়তন্ত্রের যে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়—"কৃষিশব্দোহি সত্তার্থো ণশ্চানন্দস্বরূপকঃ। সত্ত্বাস্বানন্দয়োর্যোগাচ্চিৎ পরং ব্রহ্ম চোচ্যতে॥—কৃষিশব্দ সত্তার্থ, ণ-শব্দ আনন্দ-বাচক। সত্ত্বা ও নিজানন্দের যোগে "চিৎ" এই পদ একমাত্র পরব্রহ্মকে বুঝাইয়া থাকে।" এই প্রমাণ হইতে কৃষ্ণ-শব্দে সচ্চিদানন্দ-ময়ত্বহেতু পরব্রহ্মকে বুঝায়; আবার ইহাও জানা যায় যে, চিৎ-এর সঙ্গে সৎ ও আনন্দের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ; চিৎ-এর সঙ্গেই সৎ ও আনন্দ জড়িত রহিয়াছে; সুতরাং জ্ঞান (চিদ্বস্তু) বলিতেই সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই তিনটীকেই বুঝাইতেছে। "সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম—শ্রুতি।" তাহা হইলে, শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব হইল জ্ঞানতত্ত্ব—একথা দ্বারা বুঝা গেল যে, সৎ, চিৎ ও আনন্দই তাঁহার স্বরূপ। আবার জ্ঞান-শব্দে "জ্ঞান আছে যার" তাকেও বুঝায় (স্পর্শাদিভ্যো অচ্‌ ৫।ত্যয় যোগে); যাঁর জ্ঞান আছে অর্থাৎ যিনি জানেন, তিনি জ্ঞান। তাহা হইলে জ্ঞান যাঁর আছে, তাঁহার জানিবার শক্তিও আছে, ইহা বুঝা যায়; সুতরাং যিনি জ্ঞানতত্ত্ব, তিনি সশক্তিক, তাঁহার শক্তিও আছে। সৎ ও আনন্দের যোগেই যখন চিৎ (জ্ঞান), এবং চিৎস্বরূপের যখন একটী শক্তি আছে, সৎ ও আনন্দস্বরূপেরও এক একটী শক্তি আছে। পরতত্ত্বের এই সদংশের শক্তিকে বলে সন্ধিনী-শক্তি, চিদংশের শক্তিকে বলে সংবিৎশক্তি এবং আনন্দাংশের শক্তিকে বলে হ্লাদিনীশক্তি; এই তিন শক্তিকে একত্রে বলে চিচ্ছক্তি। সন্ধিনী-শক্তিদ্বারা পরতত্ত্ব, নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করেন এবং অন্য সকলের অস্তিত্ব রক্ষা করেন; সংবিৎ-শক্তি দ্বারা, তিনি নিজে জানিতে পারেন এবং অপর সকলকেও জানাইতে পারেন। আর হ্লাদিনী শক্তি দ্বারা নিজে আনন্দ ভোগ করেন এবং অপরকেও আনন্দ উপভোগ করান। বস্তুতঃ পরব্রহ্মের যে শক্তি আছে, শ্রুতি হইতেও তাহা জানা যায়, "পরাস্য শক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ—শ্বেতাশ্বতর। ৬।৮।"

এক্ষণে আমরা এই পাইলাম যে, যিনি "জ্ঞান"-স্বরূপ, তিনি চিৎ, সৎ ও আনন্দ; "সত্যং জ্ঞানং আনন্দম্"; এবং তাঁহার সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী-রূপা চিচ্ছক্তিও আছে—"হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সম্বিত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ। বি, পু, ১।১২।৬৯॥ এই লক্ষণাক্রান্ত জ্ঞানই তত্ত্ববস্তু; কিন্তু এই "জ্ঞান"টী কিরূপ হইলে তত্ত্ববস্তু হইবে? উত্তর,—অদ্বয়জ্ঞানই তত্ত্ব; উক্তলক্ষণ-বিশিষ্ট জ্ঞানটী যদি অদ্বয় হয়, তবে উহা তত্ত্ববস্তু হইবে। অদ্বয় কাহাকে বলে? তত্ত্বসন্দর্ভ বলেন:—"অদ্বয়ত্বঞ্চাস্য স্বয়ংসিদ্ধ-তাদৃশাতাদৃশ-তত্ত্বান্তরাভাবাৎ, স্বশক্ত্যেকসহায়ত্বাৎ পরমাশ্রয়ং তং বিনা তাসামসিদ্ধত্বাচ্চ। ৫১॥ ঐ তত্ত্বটীকে অদ্বয় বলা হইবে তখন যখন (১) উহা স্বয়ংসিদ্ধ হইবে—যখন উহা নিজের দ্বারা নিজে সিদ্ধ হইবে, যখন উহার অস্তিত্বাদি অন্য কিছুর উপর নির্ভর করিবে না; (২) যখন ঐরূপ স্বয়ংসিদ্ধ—তাদৃশ অপর কোনও বস্তু থাকিবে না; (২) যখন অতাদৃশ বা স্বয়ংসিদ্ধ উহার বিজাতীয় কোন বস্তুও থাকিবে না; এবং (৪) যখন নিজের শক্তিই নিজের একমাত্র সহায় হইবে। তাহা হইলে "অদ্বয়" শব্দের অর্থ হইল "স্বয়ংসিদ্ধ ভেদশূন্য।" ভেদ তিন রকমের; সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত; পরতত্ত্বে ইহাদের কোনও রকমের ভেদই নাই। প্রথমতঃ সজাতীয় ভেদ:—একজাতীয় ভিন্ন বস্তু। যেমন দুইজন মানুষ; ইহারা একই মনুষ্যজাতীয়, সুতরাং সজাতীয়; কিন্তু তাহাদের একজন অপর জন অপেক্ষা ভিন্ন। পরতত্ত্বে এইরূপ সজাতীয় ভেদ নাই; অর্থাৎ পরতত্ত্ব ব্যতীত স্বয়ংসিদ্ধ ঈশ্বর অপর কেহ নাই। যদি বলা যায়, নারায়ণাদিও তো ঈশ্বর; কৃষ্ণও ঈশ্বর; সুতরাং নারায়ণাদি কৃষ্ণের সজাতীয় ভেদ? তাহা নহে; নারায়ণাদি শ্রীকৃষ্ণের সজাতীয় ভেদ বটেন, কিন্তু তাঁহারা স্বয়ংসিদ্ধ ভেদ নহেন; তাঁহাদের সত্ত্বা পরতত্ত্ব-শ্রীকৃষ্ণের সত্ত্বার উপর নির্ভর করে। জীবও চিদ্রূপ; যেহেতু, জীব ব্রহ্মের চিৎকণ অংশ। এই হিসাবে জীব চিদেকরূপ পরব্রহ্মের সজাতীয়। জীবের আবার ভিন্ন অস্তিত্বও আছে, তথাপি জীব পরব্রহ্মের সজাতীয় ভেদ নহে; কারণ, জীবের সত্ত্বা, পরব্রহ্মের সত্ত্বার উপরেই নির্ভর করে, জীব স্বয়ংসিদ্ধ তত্ত্ব নহে। তারপর

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বিজাতীয় ভেদ ; পরব্রহ্ম চিদেকরূপ, তাহা অপেক্ষা ভিন্নজাতীয় বস্তু হইবে—যাহা চিদ্রূপ নহে, যাহা অচিৎ বা জড়। তাহা হইলে, জড় বস্তুই হইল চিদ্রূপ পরব্রহ্মের বিজাতীয় ভেদ। অদ্বয়তত্ত্ব বলিতে বুঝা যায়, চিদ্রূপ পরতত্ত্ব ব্যতীত অপর একটী স্বতন্ত্র জড়বস্তুও নাই। যদি বলা যায়, কাল-প্রকৃতি-আদি জড়বস্তু ত আছে, তাহাদের ভিন্ন অস্তিত্বও আছে ; তাহারাই তো পরতত্ত্বের বিজাতীয় ভেদ ? না, কাল ও প্রকৃতি পরতত্ত্বের বিজাতীয় ভেদ নহে ; কারণ, কালপ্রকৃতি স্বয়ংসিদ্ধ নহে, ইহাদের সত্ত্বা পরতত্ত্বের সত্ত্বার অপেক্ষা রাখে। সুতরাং পরতত্ত্বের বিজাতীয় ভেদও নাই। এখন স্বগত ভেদ। দেহ ও দেহীর যে ভেদ, তাহাই স্বগত ভেদ। জীবে দেহ ও দেহীর ভেদ আছে ; যেহেতু জীবের দেহ জড়, দেহী চিন্ময় ; পরতত্ত্বে তাহা নাই। পরতত্ত্বের দেহ ও দেহী একই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। জীবে স্বগতভেদ আছে বলিয়া জীবের এক ইন্দ্রিয় অপর ইন্দ্রিয়ের কাজ করিতে পারে না। কিন্তু পরতত্ত্বে দেহদেহী ভেদ নাই, সুতরাং স্বগত ভেদ নাই ; এজন্য তাঁহার দেহের যে কোনও অংশ দ্বারা যে কোনও ইন্দ্রিয়ের কাজ হইতে পারে। 'অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি। আনন্দচিন্ময়সদুজ্জ্বলবিগ্রহস্য গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।" ব্রহ্মসংহিতা। ৫.৩২॥" ভূমিকায় "অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

এক্ষণে বুঝা গেল, অদ্বয়তত্ত্ব অর্থ এই :—সচ্চিদানন্দময় ও চিচ্ছক্তিবিশিষ্ট তত্ত্ব, যাঁহার সজাতীয় স্বয়ংসিদ্ধ অপর কোনও তত্ত্ব নাই ; যাঁহা অপেক্ষা ভিন্নজাতীয় চিদ্‌তীত জড়রূপ স্বয়ংসিদ্ধ অপর কোনও তত্ত্ব নাই, এবং যাঁহাতে দেহদেহী ভেদ নাই, সুতরাং যাঁহার দেহের যে কোনও অংশই যে কোন ইন্দ্রিয়ের কাজ করিতে পারে, যিনি নিজের শক্তি দ্বারাই নিজে পরিচালিত, অপর কোনও শক্তি বা বস্তুর অপেক্ষা যিনি রাখেন না, যিনি সচ্চিদানন্দময় এবং যিনি সকলের পরম আশ্রয় ও সর্ব্বকারণ—তিনিই অদ্বয়জ্ঞান। এই অদ্বয়জ্ঞানই তত্ত্ব। তাঁকে তত্ত্ব বলে কেন ? সার বস্তুকেই তত্ত্ব বলে "সারে বস্তুনি তত্ত্বশব্দোনীয়তে।" সার বস্তুই হইল সুখ। "সারঞ্চ সুখমেব সর্ব্বেষামুপায়ানাং তদর্থত্বাৎ।" এখন আবার প্রশ্ন হইতে পারে, জ্ঞান ও সুখ ত অনিত্য ? না, অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্বে যে জ্ঞান ও সুখ বুঝায়, তাহা অনিত্য নহে, তাহা নিত্য, যেহেতু তাহা স্বয়ংসিদ্ধ, তাহার কোনও কারণ বা হেতু নাই "সদকারণং যত্তন্নিত্যম্।" এই জ্ঞান ও সুখ স্বয়ংসিদ্ধ বলিয়া, নিত্য বলিয়া, ইহা পরমসারবস্তু ; এজন্য ইহাকে তত্ত্ব বলে। ঐ অদ্বয়জ্ঞানই পরম-আনন্দস্বরূপ, আনন্দং ব্রহ্ম। আবার জীব সর্ব্বদা আনন্দের জন্যই লালায়িত। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারি-পুরুষার্থের অনুসন্ধান জীব সুখের জন্যই করিয়া থাকে। ধর্ম্ম, অর্থ ও কামে যে সুখ পাওয়া যায়, তাহা অনিত্য ; সুতরাং তাতে জীবের তৃপ্তি জন্মে না। ঐ তিনটী তাহা হইলে পরম-পুরুষার্থও নহে। মোক্ষে যে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহা অনিত্য না হইলেও তাহাই পরম আনন্দ নহে। মোক্ষানন্দ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আনন্দ আছে। যে জীব মোক্ষানন্দে মগ্ন, সেই জীবও ঐ শ্রেষ্ঠ বা পরম আনন্দের জন্য লালায়িত। তাহা হইলে মোক্ষানন্দও পরম পুরুষার্থ হইল না। অদ্বয়জ্ঞানরূপ আনন্দ হইল স্বয়ংসিদ্ধ আনন্দ, পরম-আনন্দ, পরম-পুরুষার্থ। এই পরম-পুরুষার্থই সাক্ষাৎ ভাবে বা পরম্পরা ভাবে জীবের পুরুষার্থের দ্যোতক। এই অদ্বয়জ্ঞান পরম-সুখস্বরূপ এবং পরম-পুরুষার্থের দ্যোতক বলিয়া ইহাকে তত্ত্ব (সারবস্তু) বলে। ভূমিকায় "পুরুষার্থ"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

এতক্ষণ, অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্বের লক্ষণই আলোচিত হইয়াছে। এখন এই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বটি কে, তাহা আলোচনা করা যাউক। উপরের আলোচনা হইতে দেখা গিয়াছে, অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বের অনেক শক্তি আছে ; "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ।" এই সকল শক্তি ক্রিয়াশীলা, অথবা কোনও স্থলে ক্রীয়াহীনাও হইতে পারে। যে স্থলে এই শক্তি ক্রিয়াহীনা, সেই স্থলে নিত্যই ক্রিয়াহীনা, এবং যে স্থলে ক্রিয়াশীলা, কার্য্যকরী, সেই স্থলে নিত্যই কার্য্যকরী থাকিবে ; যেহেতু, অনাদি স্বয়ংসিদ্ধ-নিত্যবস্তুর ধর্ম্মও নিত্য। এখন যেস্থলে অদ্বয়তত্ত্বের শক্তি (চিচ্ছক্তি) ক্রিয়াহীনা, সে স্থলে কি অবস্থা হইতে পারে এবং যে স্থলে ঐ শক্তি ক্রিয়াশীলা, সেই স্থলেই বা কি অবস্থা হইতে পারে, বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। শক্তির ক্রিয়াব্যতীত কোনও বস্তুকেই বিশেষত্ব লাভ করিতে দেখা যায় না। কুম্ভকারের

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শক্তিতে ঘট, কুম্ভ প্রভৃতির আকারে মাটী বিশেষত্ব লাভ করে। আর যে স্থলে কুম্ভকারের শক্তি ক্রিয়া করেনা, সে স্থলে মাটী কোনও বিশেষত্বই লাভ করে না। অদ্বয়তত্ত্বের চিচ্ছক্তিও যে স্থলে ক্রিয়া করে না, সে স্থলে সচ্চিদানন্দময় তত্ত্ব কোনও বিশেষত্বও লাভ করেনা, ঐ তত্ত্ব সেস্থলে নির্ব্বিশেষ, সুতরাং নিরাকার ; তাহাতে শক্তির ক্রিয়া নাই বলিয়া তাহাকে অব্যক্তশক্তিক বলা যায়। সচ্চিদানন্দের এই স্বরূপকে নির্ব্বিশেষস্বরূপ বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বলে। এই নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব পরম-তত্ত্ব নহে ; কারণ, ইহাতে পরম-তত্ত্বের স্বাভাবিকী শক্তি থাকিলেও সেই শক্তির বিকাশ নাই, তাহার ক্রিয়া নাই। এই অভাবটুকু আছে বলিয়া—এই অপূর্ণতাটুকু আছে বলিয়া—এই স্বরূপকে পূর্ণতত্ত্ব বা পরম-তত্ত্ব বলা যায় না। কিন্তু এই স্বরূপটী পরমতত্ত্ব না হইলেও ইহা নিত্য। আর যে স্থলে সচ্চিদানন্দ-তত্ত্বের স্বাভাবিকী শক্তি ক্রিয়াশীলা, সেই স্থলে ঐ শক্তির প্রভাবে তিনি বিশেষত্ব লাভ করেন—আকারাদি ধারণ করেন। এই স্বরূপটী সবিশেষ—সাকার। "যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতমিত্যাদি"—শ্রীমদ্ভাগবত। ৩।২।১২॥ এই সবিশেষ বা সাকার স্বরূপে যদি সমস্ত শক্তি পূর্ণতমরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয়, তবেই তাহাকে পূর্ণতম তত্ত্ব বা পরম-তত্ত্ব বলা হয়। তখনই এই স্বরূপটীকে অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব বলা হয়—যখন এই স্বরূপে, সৎ, চিৎ ও আনন্দের এবং চিচ্ছক্তির পূর্ণতম বিকাশ হয়। নির্ব্বিশেষ স্বরূপকে অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব বলা যায় না ; কারণ, এই স্বরূপে অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বের স্বাভাবিকী শক্তির বিকাশ নাই। ইহা তত্ত্বের আংশিক বিকাশ মাত্র—সুতরাং এই স্বরূপটীকে অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বের অংশ মাত্র বলা যায় ; কিন্তু অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব বলা যায় না। "বৃহত্ত্বাৎ বৃংহণত্বাচ্চ তদ্ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ। বি, পুঃ ১।১২।৫৭॥" তিনি নিজে বড় এবং (শক্তির ক্রিয়াদ্বারা) অপরকেও বড় করিতে পারেন বলিয়া তাঁহাকে পরম ব্রহ্ম বলে। এই প্রমাণ হইতেও বুঝা যায়, শক্তির বিকাশের পূর্ণতা যে স্বরূপে নাই, সেই স্বরূপকে পরম ব্রহ্ম, পরতত্ত্ব বা অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব বলা যায় না। ভূমিকায় "কৃষ্ণতত্ত্ব"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

এস্থলে আর এক সন্দেহ আসিতে পারে। চিচ্ছক্তির ক্রিয়ার ফলেই যখন সবিশেষ স্বরূপের উদ্ভব, তখন এই সবিশেষ স্বরূপ স্বতন্ত্র নহেন, শক্তি-পরতন্ত্র ; আর ইনি অনাদি বা স্বয়ংসিদ্ধও নহেন, যেহেতু শক্তির ক্রিয়ার পরে শক্তির প্রভাবে ইহার উদ্ভব। উত্তর এই :—চিচ্ছক্তি অদ্বয়তত্ত্ব ছাড়া পৃথক্ একটী তত্ত্ব নহে, ইহা ঐ অদ্বয়তত্ত্বের শক্তি ; শক্তিতে শক্তিমানের অনুপ্রবেশবশতঃ শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ ; সুতরাং সবিশেষ স্বরূপের শক্তি-পরতন্ত্রতাতে তাঁহার স্বাতন্ত্র্যের হানি হয় না ; ইহাতে তাঁহার স্বয়ংসিদ্ধত্বেরও হানি হয় না। আর, এই যে শক্তির ক্রিয়ায় এই স্বরূপ সবিশেষত্ব লাভ করেন, তাহাও কোনও এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে নহে, ইহাও অনাদিকালে। তিনি স্বয়ংসিদ্ধ ভাবেই অনাদিকাল হইতে এই সবিশেষ স্বরূপে অবস্থান করিতেছেন।

এক্ষণে দেখা গেল, সচ্চিদানন্দতত্ত্বের পূর্ণতম বিকাশময়-শক্তিনিচয় সমন্বিত স্বয়ংসিদ্ধ অনাদি সবিশেষ স্বরূপই অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব। আবার বলা হইয়াছে, এই সবিশেষ স্বরূপ সাকার। এক্ষণে, এই আকার কিরূপ ? এই আকারটি সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন—"গোপবেশমভ্রাভং তরুণং কল্পদ্রুমাশ্রিতম্"।—গোপালতাপনী, পূঃ বিঃ।১২॥ ঐ শ্রুতিই অন্যত্র বলেন—"সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্। দ্বিভুজং জ্ঞানমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্ ॥ পূ ১০॥" ঐ সবিশেষ রূপটী গোপবেশ, দ্বিভুজ, নিত্যকিশোর, নবজলধরবর্ণ, বিদ্যুতের ন্যায় পীতবর্ণ-বসন তাঁহার পরিধানে ; কমল-নয়ন বনমালাধারী, ইত্যাদি। পদ্মপুরাণাদিও বলেন—"নরাকৃতিং পরং ব্রহ্ম—পরমব্রহ্ম নরাকৃতি।" শ্রীমদ্ভাগবত বলেন "গূঢ়ং পরংব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্।" শ্রীমদ্ভাগবত আরও বলেন, এই পরব্রহ্মের রূপটী তাঁহার চিচ্ছক্তির পরিণতি এবং ইহা মর্ত্ত্যলীলার উপযোগী (নরাকৃতি), ভূষণের ভূষণস্বরূপ, আর তাঁহার সৌন্দর্য্যাদি এত অধিক যে, অন্যান্য সকল ত তাহাতে মোহিত হয়ই, স্বয়ং পরব্রহ্ম পর্য্যন্ত নিজের ঐ অপরূপ রূপ দেখিয়া বিস্মিত হন—"যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্। বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্ ॥ শ্রীভা, ৩।২।১২॥" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—"নরবপু কৃষ্ণের স্বরূপ। গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর, নরলীলার হয় অনুরূপ। ২।২১।৮৩।"

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এক্ষণে স্থির হইল, পরব্রহ্ম সাকার, তিনি গোপবেশ, বেণুকর, নিত্য-নবকিশোর, নবজলধর-শ্যামবর্ণ। আবার পরব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন "রসোবৈ সঃ। তৈত্তি। ২।৭॥" তিনি রস। রস শব্দের দুইটী অর্থ হইতে পারে ; যাহা আস্বাদন করা যায়, তাহা রস (রস্যতে আস্বাদ্যতে ইতি রসঃ), যেমন মধু। আর যিনি আস্বাদন করেন, তিনিও রস (রসয়তি আস্বাদয়তি ইতি রসঃ) যেমন ভ্রমর। এই দুইটী অর্থই পরব্রহ্মে প্রয়োজ্য হইতে পারে। তাহা হইলে পরব্রহ্ম স্বয়ং রস-স্বরূপ—তিনি আস্বাদ্য, অতীব মধুর ; আবার পরব্রহ্ম রস-আস্বাদকও বটেন—তিনি রসিক এবং সমস্ত শক্তিই যখন তাঁহাতে চরমপরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন তিনি রসিকশেখর। শ্রীচরিতামৃত বলিয়াছেন "—কৃষ্ণ রসিকশেখর। রস আস্বাদক রসময় কলেবর"—"সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।২।৮।১২১" তিনি যখন আনন্দস্বরূপ, আনন্দঘন মূর্ত্তি, তখন ত রসবৎ আস্বাদ্য হইবেনই ; আবার তাঁহার চিচ্ছক্তির বিলাস হ্লাদিনীশক্তিও যখন তাঁহার আছে, তখন তিনি আনন্দ আস্বাদনও করিবেন—তাঁহার পূর্ণতমস্বরূপে সকল শক্তিই পূর্ণতমরূপে ক্রিয়া করিবে, হ্লাদিনীশক্তিও স্বীয় ক্রিয়া দ্বারা তাঁহাকে পূর্ণতমরূপে আনন্দ আস্বাদন করাইবেন। যাহা হউক, পাওয়া গেল পরব্রহ্ম রসিক-শেখর—রস-আস্বাদক।

আবার পরব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন—"কৃষ্ণো বৈ পরমদৈবতম্।"—গোপালতাপনী। পূ, ৩॥ কৃষ্ণ পরম দেবতা। কৃষ্ণ-শব্দ পরব্রহ্ম-বাচক ; ধাতু ও প্রত্যয়গত অর্থদ্বারাই কৃষ্ণ-শব্দে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ বুঝায়। কৃষ্ ধাতুর উত্তর ণ প্রত্যয় যোগে কৃষ্ণশব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। এখন কৃষ্ ধাতু সত্বাবাচক, আর ণ-প্রত্যয় আনন্দবাচক ; এতদুভয়ের ঐক্যবশতঃ কৃষ্ণ-শব্দে সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্ম বুঝায়। "কৃষিভূর্বাচকশব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে।" যাহা হউক, গোপাল-তাপনী-শ্রুতি বলেন, কৃষ্ণ বা পরব্রহ্ম পরমদেবতা। দিব্ ধাতু হইতে দেবতা। দিব্ ধাতু দ্বারা দ্যুতি, বা ক্রীড়া, দুইই বুঝায়। তাহা হইলে যিনি দ্যুতি বিস্তার করেন অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় দেহ যাঁর, তিনি দেবতা, এবং যিনি ক্রীড়া বিস্তার করেন, তিনিও দেবতা। যাঁহার জ্যোতিঃ সর্ব্বাপেক্ষা দীপ্তিশালী, প্রকাশময় বা ব্যাপক, তিনিই পরম দেবতা। আবার যাঁহার ক্রীড়া (কেলি, বা লীলা) সকল বিষয়ে সর্ব্বোত্তম, তিনি পরম দেবতা। "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্"-সূত্রে বেদান্তও পরব্রহ্মের লীলার কথা বলিয়া গিয়াছেন। অতএব গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর নটবর, দ্বিভুজ, নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্যামসুন্দর পরমজ্যোতিষ্মান্—এবং তিনি পরম ক্রীড়াপরায়ণ। সর্ব্বোত্তমক্রীড়ারস আস্বাদন করেন বলিয়াই তিনি রসিকশেখর। কিন্তু, একাকী ক্রীড়া হয় না। "স একাকী ন রমতে। মহোপনিষৎ। ১।১॥" ক্রীড়ায় পরিকরের প্রয়োজন। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, পরব্রহ্মের ক্রীড়ার বা লীলার পরিকর আছেন ; আবার তিনিও তাঁহার ক্রীড়া বা লীলা যখন অনাদি, তাঁহার লীলাপরিকরেরাও অনাদি। তাহা হইলে অনাদিকাল হইতেই পরব্রহ্ম সাকাররূপে—দ্বিভুজ মুরলীধর রূপে—লীলারস আস্বাদন করিতেছেন এবং তাঁহার লীলাপরিকরেরাও আনাদিকাল হইতে লীলোপযোগী নানা আকার ধারণ করিয়া পরব্রহ্মকে বৈচিত্র্যময় লীলারস আস্বাদন করাইতেছেন। এই সমস্তই পরব্রহ্মের চিচ্ছক্তির ক্রিয়া। এখন এক প্রশ্ন উঠিতে পারে, যদি অনাদি কাল হইতেই নরাকৃতি পরব্রহ্ম ও তাঁহার পরিকরদের অস্তিত্ব থাকিবে, তাহা হইলে—"এক এবাসীদগ্রে"-"অহমেবাসমেবাগ্রে" ইত্যাদি শ্রুতিপুরাণবাক্যের (সৃষ্টির পূর্ব্বে এক আমিই ছিলাম, পূর্ব্বে একই ছিল।) সার্থকতা থাকে কোথায়? ইহার উত্তর এই :—কোনও স্থানে রাজা আছেন বলিলে যেমন বুঝা যায়, রাজ-পরিকরেরাও আছেন, তদ্রূপ "রসিকশেখর লীলাময় পরব্রহ্মই একমাত্র পূর্ব্বে ছিলেন" বলিলেও বুঝিতে হইবে তাঁহার পরিকরেরাও ছিলেন—তাঁহার ক্রীড়া-পরিকরেরা না থাকিলে—তাঁহাকে রসিকশেখর—রসোবৈ সঃ—বলা হইত না।

দেখা গেল, পরব্রহ্ম ক্রীড়াপরায়ণ—লীলাময়। তিনি কিরূপ লীলা করিয়া থাকেন? শ্রীমদ্ভাগবত বলেন তাঁহার দেহ "মর্ত্ত্যলীলৌপয়িক"—নরবৎ ক্রীড়ার উপযোগী। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—"কৃষ্ণের যতেক খেলা

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সর্ব্বোত্তম নরলীলা।" মানুষ পিতা, মাতা, দাস, সখা, কান্তা প্রভৃতির সঙ্গে যথাযোগ্য ভাবে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। পরব্রহ্মকেও যদি নরবৎলীলাই করিতে হয়, তবে তাঁহার পরিকরাদির মধ্যেও তাঁহার দাস, সখা, মাতাপিতা ও কান্তাদি থাকিবেন, নতুবা নরবৎলীলা হইবে না। বস্তুতঃ অনাদিকাল হইতেই চিচ্ছক্তির প্রভাবে অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব-পরব্রহ্ম মাতা, পিতা, দাস, সখা ও কান্তাদিরূপে—স্বীয়-কায়ব্যূহ প্রকট করিয়াছেন। 'দাস সখা পিতা মাতা কান্তাগণ লৈয়া। ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥ ১।৩।১০॥—একোঽপি সন্ যো বহুধা বিভাতি। গো, তা, পূ, ২১॥"—"গোপগোপীগবাবীতং সুরদ্রুমতলাশ্রিতম্—"—গোপালতাপনী পূ, ২। "শ্যামৈর্গৌরৈশ্চ রক্তৈশ্চ শুক্লৈশ্চ পার্ষদর্ষভৈঃ। শোভিতং শক্তিভিস্তাভিরদ্ভুতাভিঃ সমন্ততঃ"—ব্রহ্মসংহিতা। ৫।৫॥ "চিন্তামণি-প্রকর-সদ্মসু কল্পবৃক্ষ-লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্। লক্ষ্মীসহস্র-শত-সম্ভ্রমসেব্যমানং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥" ব্রহ্মসংহিতা। ৫।২৯॥ তাঁহার এই সকল নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের মধ্যে, বাৎসল্যরস আস্বাদনের জন্য তাঁহার পিতামাতারও প্রয়োজন; তাঁহার চিচ্ছক্তির প্রভাবে তাঁহার পিতামাতার স্বরূপও ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার মাতা—যশোদা বা নন্দরাণী, আর পিতা—নন্দমহারাজ বা ব্রজেন্দ্র। এজন্যই তাঁহাকে ব্রজেন্দ্রনন্দন বলা হয়। "অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।"

এখন আর এক কথা; পরমতত্ত্ব-পরব্রহ্ম যদি সাকারই হয়েন, তবে তিনি সীমাবদ্ধ কি না? যদি সীমাবদ্ধ হয়েন, তবে তিনি সর্ব্বাশ্রয়, বিভু-পদার্থ কিরূপে হইবেন? সুতরাং অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বইবা কিরূপে হইতে পারেন? উত্তর:—প্রাকৃত জগতে যাহার আকার আছে, তাহাই সীমাবদ্ধ। কিন্তু পরব্রহ্ম সম্বন্ধে তাহা নহে, তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে সাকার অবস্থায়ও তিনি "সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু"।—বিভুত্ব তাঁহার স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম্ম, সর্ব্বাবস্থাতেই তাঁহাতে ইহা বর্ত্তমান; তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে ভগবান্ সমস্ত বিরুদ্ধধর্ম্মের আশ্রয়। অণুত্ব ও বিভুত্ব—(অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্)—মুগ্ধত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব, তাঁহাতেই যুগপৎ বর্ত্তমান। নরদেহেতেই তিনি বিভু, সর্ব্বাশ্রয়, তাহা তাঁহার ব্রজলীলাতেই প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মুখের মধ্যে যশোদা-মাতাকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখাইলেন—যশোদা-মাতা দেখিলেন, তাঁহার গোপালের মুখ-খানির মধ্যে অনন্তকোটি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড, অনন্ত কোটি অপ্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড, দ্বারকা, মথুরা, বৃন্দাবন, তিনি নিজেকে এবং তাঁহার গোপালকে পর্য্যন্ত গোপালের মুখের মধ্যে দর্শন করিলেন। গোপালের ছোট মুখখানির মধ্যেই এই সমস্ত বিদ্যমান। যে সময়ে তাঁহাকে সীমাবদ্ধ দেহধারী বলিয়া মনে হয়, ঠিক সেই সময়েই যে তিনি সর্ব্বব্যাপক, ইহাই তাহার একটী দৃষ্টান্ত। তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে ইহা সম্ভব হয়। আবার তাঁহার যে স্বগত ভেদ নাই, তাঁহার যে কোনও অংশদ্বারাই যে যে-কোনও ইন্দ্রিয়ের কাজ হইতে পারে, পুলিনভোজনে তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। কৃষ্ণের চারি পাশে মণ্ডলীবন্ধনে উপবিষ্ট রাখালগণ সকলেই দেখিতেছেন, কৃষ্ণ তাঁহার দিকেই চাহিয়া আছেন, তাঁহার সঙ্গেই কথা বলিতেছেন। "সর্ব্বতঃ পাণিপাদান্তং সর্ব্বতোক্ষিশিরোমুখ" মিত্যাদি গীতা-বাক্যের একটী দৃষ্টান্তস্থল এই লীলাটী। "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।" অপ্রাকৃত অচিন্ত্য বিষয় সম্বন্ধে আমাদের প্রাকৃত বুদ্ধির বিচার দ্বারা কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

এই রসিকশেখর নরাকৃতি পরব্রহ্ম তাঁহার নিত্যসিদ্ধ লীলা-পরিকরদের সঙ্গে অনাদিকাল হইতেই নিরবচ্ছিন্ন ভাবে লীলারস আস্বাদন করিতেছেন। যে নিত্যধামে তিনি লীলা করেন, যে নিত্যধামে সেই অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বের পূর্ণতম বিকাশ, যে নিত্যধামে তিনি রসের চরম পরিণতি আস্বাদন করিতেছেন—তাহার নাম ব্রজ বা বৃন্দাবন। এই ধামটীও তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে তাঁহার দেহের মতই সর্ব্বব্যাপক—"সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু কৃষ্ণতনুসম।" এখন যদি তিনিও সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু—তাঁর ধামও সর্ব্বগ অনন্ত বিভু হয়েন, তাহা হইলে তিনি, তাঁর ধাম ও পরিকরাদি এবং লীলা সর্ব্বত্রই আছেন? যদি তাহাই হয়, তবে তাঁকে বা তাঁর পরিকরাদিকে জীব দেখিতে পায় না কেন? উত্তর:—তিনি সর্ব্বত্রই আছেন সত্য; কিন্তু জীবের দেখিবার যোগ্যতা নাই। জীবের ইন্দ্রিয়াদি প্রাকৃত; পরব্রহ্ম, তাঁহার পরিকর ও লীলা—সবই অপ্রাকৃত; "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃতেন্দ্রিয়গোচর"—প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা অপ্রাকৃত বস্তুর উপলব্ধি হয় না

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।১)—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥ ১৯

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ—গোবিন্দাপর নাম।
সর্বৈবশ্বর্য্যপূর্ণ যাঁর গোলোক নিত্যধাম ॥ ১৩৩

তথাহি (ভাঃ ১।৩।২৮)—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ২০

জ্ঞান, যোগ, ভক্তি,—তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—ত্রিবিধ প্রকাশে ॥ ১৩৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা॥

—"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ॥" যাহা হউক, যদি তিনি কৃপা করিয়া কাহাকেও দেখিবার যোগ্যতা দেন, তাহা হইলে ঐ জীব তাঁহাকে দেখিতে পায়। যে সময়ে তিনি কৃপা করিয়া কোনও স্থানের জীবদিগকে তাঁহার লীলা-আদি দর্শনাদির যোগ্যতা দেন, তখন তাহারা তাঁহার লীলাদি দর্শন করে, তখনই আমরা বলি—তিনি প্রকট হইয়াছেন, অথবা তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন। যবনিকার অন্তরালে নাট্যকারগণ থাকে, দর্শকেরা তাহাদিগকে দেখিতে পায় না; আবার যবনিকা তুলিয়া দিলেই দর্শকেরা তাহাদিগকে দেখিতে পায়। তদ্রূপ সপরিকর শ্রীভগবান্ও অনাদিকাল হইতেই তাঁহার ধামরূপ নাট্যমঞ্চে বিরাজিত রহিয়াছেন; তাঁহার ও মায়িক জীবের মধ্যে মায়ার যবনিকা ঝুলান রহিয়াছে বলিয়াই জীব তাঁহাকে দেখিতে পায় না; কিন্তু তিনি যদি কৃপা করিয়া এই যবনিকা তুলিয়া দেন, তাহা হইলেই তাঁহাকে জীব দেখিতে পায়, তখনই জীব বলে, তিনি প্রকট হইয়াছেন, তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন। এইরূপেই গত দ্বাপরে পরমদয়াল শ্রীভগবান্ এই ব্রহ্মাণ্ডের সাক্ষাতের মায়া-যবনিকা তুলিয়া দিয়া তৎকালীন জীবগণকে এমন যোগ্যতা দিয়াছিলেন, যাতে তাঁহারা তাঁহার রূপমাধুর্য্য ও লীলামাধুর্য্যাদি আস্বাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ঐ সময়েই তিনি প্রকট বা অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া শাস্ত্রাদিতে বর্ণিত হইয়াছেন।

পরতত্ত্ব ভগবানের অচিন্ত্যশক্তির বিকাশের তারতম্যানুসারে অনেক স্বরূপ আছেন, প্রত্যেক স্বরূপেরই পৃথক্ পৃথক্ ধামাদি আছে। একমাত্র ব্রজ বা বৃন্দাবনেই তাঁর শক্তির, তাঁর ঐশ্বর্য্যের ও মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ, এজন্য ব্রজ বা বৃন্দাবনই সেই অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বের নিজস্ব ধাম। তাই শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামীকে শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন "অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।"

সর্ব্বাদি—সকলের আদি। **সর্ব্ব অংশী**—শ্রীকৃষ্ণ সকলের অংশী; ভগবৎ-স্বরূপাদি অন্য যত কিছু আছে, তৎসমস্তই শ্রীকৃষ্ণের অংশ। **কিশোর-শেখর**—কিশোরদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; শ্রীকৃষ্ণ নবকিশোর এবং কিশোরোচিত গুণে তিনি শ্রেষ্ঠ; তাঁহার কিশোরত্ব নিত্য। **চিদানন্দ দেহ**—শ্রীকৃষ্ণের দেহ প্রাকৃত রক্তমাংসে গঠিত নহে; এই দেহ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ, আনন্দ ঘনমূর্ত্তি, ঘনীভূত চিদানন্দদ্বারা গঠিত। **সর্ব্বাশ্রয়**—শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়-তত্ত্ব, তিনি সকলের আশ্রয়। **সর্ব্বেশ্বর**—অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব বলিয়া তিনি সকলের ঈশ্বর, সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপেরও ঈশ্বর তিনি। ১৩২ পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১৯। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।২।১৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১৩৩। স্বয়ং ভগবান্—১।২।৭৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

গোবিন্দাপর নাম—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অপর নাম গোবিন্দ। **গোলোক নিত্যধাম**—গোলোকেই তিনি নিত্য অবস্থিত। ১।৩।৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ২০। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।২।১৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১৩৪। শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত স্বরূপকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে ব্রহ্ম-শ্রেণীতে কেবল মাত্র একটী স্বরূপই আছেন; ইনি নিরাকার, নির্ব্বিশেষ, অব্যক্ত-শক্তিক

তথাহি (ভাঃ ১।২।১১

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ২১

ব্রহ্ম—অঙ্গকান্তি তাঁর নির্ব্বিশেষপ্রকাশে।
সূর্য্য যেন চর্ম্মচক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে ॥ ১৩৫

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৪০)—

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্‌ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ব্রহ্ম। ১।২।৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। পরমাত্মা বা অন্তর্যামী তিন রকমের। ১।২।৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। আর ভগবান্ বলিতে পরিকর-সমন্বিত সাকার ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহকেই বুঝায়। পরমাত্মাও সাকার, কিন্তু তাঁহার পরিকর নাই; সাকার বা সবিশেষ স্বরূপ-সমূহের মধ্যে যাঁহাদের পরিকর আছে, লীলা আছে, তাঁহারা সকলেই ভগবান্। এসমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই অনাদিকাল হইতে নিত্য বিরাজিত। সাধনানুসারে সাধকের নিকটে তাঁহারা যথাযোগ্যভাবে আত্মপ্রকাশ করেন। জ্ঞানমার্গের সাধকের নিকটে ব্রহ্ম, যোগমার্গের সাধকের নিকটে পরমাত্মা এবং ভক্তিমার্গের সাধকের নিকটে ভগবান্ আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। ভক্তিমার্গের সাধনেরও অনেক বৈচিত্রী আছে; ভক্তিমার্গের সাধনের বিভিন্নতানুসারে বিভিন্ন সাকার এবং সপরিকর ভগবৎ-স্বরূপ সাধকের নিকটে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। ১।২।৯ এবং ২।২২।১৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

পরবর্ত্তী ১৩৫ পয়ারে ব্রহ্মের স্বরূপ, ১৩৬ পয়ারে পরমাত্মার স্বরূপ এবং ১৩৭ পয়ার হইতে পরবর্ত্তী পয়ার ৯ সমূহে ভগবান্ সমূহের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

শ্লো। ২১। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।১।১২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১৩৫। ব্রহ্মের স্বরূপ বলিতেছেন। ব্রহ্ম হইলেন শ্রীকৃষ্ণের নির্ব্বিশেষ প্রকাশ, নির্ব্বিশেষ স্বরূপ; শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তিতুল্য।

অঙ্গকান্তি তাঁর—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের জ্যোতিঃ। ১।২।৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **নির্ব্বিশেষ**—শক্তির ক্রিয়ার অভাবে যাহাতে কোনওরূপ পরিদৃশ্যমান্ বিশেষত্ব, রূপ-গুণাদির কিছুই প্রকাশ পায় না, তাহাকে বলে নির্ব্বিশেষ। ব্রহ্মে শক্তিক্রিয়ার অভিব্যক্তি নাই; ব্রহ্ম কেবল আনন্দ-সত্ত্বামাত্র; রূপ-গুণাদি কিছুই ব্রহ্ম-স্বরূপে অভিব্যক্ত হয় নাই। এজন্য ব্রহ্মকে শ্রীকৃষ্ণের নির্ব্বিশেষ প্রকাশ বা নির্ব্বিশেষ স্বরূপ বলা হয়। এই স্বরূপে শক্তির বিকাশ যে একেবারেই নাই, তাহা নহে; তাঁহার অস্তিত্ব রক্ষার, ব্রহ্মত্ব রক্ষার, আনন্দ-স্বরূপত্ব রক্ষার জন্য যতটুকু শক্তির প্রয়োজন, ততটুকু শক্তির বিকাশ আছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে; কিন্তু শক্তির তদতিরিক্ত বিকাশ নাই; তাই তাঁহাতে পরিদৃশ্যমান্ কোনও বিশেষত্বের অভিব্যক্তি নাই। পরিদৃশ্যমান্ বিশেষত্ব নাই বলিয়াই তাঁহাকে নির্ব্বিশেষ বলা হয়। **সূর্য্য যেন** ইত্যাদি—যাঁহারা জ্ঞানমার্গের সাধক, তাঁহাদের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের এই নির্ব্বিশেষ স্বরূপই আত্মপ্রকাশ করেন, স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের অনুভূতির বিষয় হয়েন না। সূর্য্য বাস্তবিক কর-চরণাদি বিশিষ্ট সবিশেষ বস্তু হইলেও বহুদূরস্থিত পৃথিবী হইতে তাহাকে যেমন একটি জ্যোতিঃপুঞ্জ মাত্র বলিয়াই মনে হয়, তদ্রূপ স্বয়ং ভগবান্ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নরবপু হইলেও জ্ঞানমার্গের উপাসক তাঁহার কিরণস্থানীয় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে মাত্র অনুভব করিয়া মনে করেন, পরব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ। পৃথিবীস্থ লোক সূর্য্যের জ্যোতিঃকে যেমন সূর্য্য মনে করে, তদ্রূপ জ্ঞানমার্গের সাধকগণ পরব্রহ্মের অব্যক্তশক্তিক-নির্ব্বিশেষস্বরূপ ব্রহ্মকেই পরতত্ত্ব বলিয়া মনে করেন। ১।২।৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্ম যে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ২২। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।২।৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

পরমাত্মা যেঁহো, তেঁহো কৃষ্ণের এক অংশ।
আত্মার আত্মা হয় কৃষ্ণ সর্ব্ব-অবতংস ॥ ১৩৬

তথাহি (ভাঃ ১০।১৪।৫৫)—
কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোহপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া ॥ ২৩

তথাহি শ্রীভগবদগীতায়াম্ (১০।৪১)—
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ২৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অথ বিবক্ষিতমাহ—কৃষ্ণমিতি। এবং শ্রীযশোদানন্দনরূপং অত্র জগতি জগতো হিতায়াভাতি স্বয়ং প্রকাশতে দেহীব দেহাত্মবিভাগাদিনা তদ্বিরুদ্ধধর্ম্ম ইব মায়য়ৈবাভাতি ন কেবলং সর্ব্বেষাং জীবানামেব পরমস্বরূপম্ অপিতু অন্তে সর্ব্বেষাং জড়ানাম্। শ্রীজীব। ২৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৩৬। এক্ষণে পরমাত্মার পরিচয় দিতেছেন।

যোগীদিগের ধ্যেয় পরমাত্মা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অংশমাত্র। শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি শ্রীবলদেব; তাঁহার বিলাস শ্রীসঙ্কর্ষণের অংশ বিরাটান্তর্য্যামী কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণু, তাঁহার অংশ ব্রহ্মাণ্ডান্তর্য্যামী গর্ভোদশায়ী, তাঁহার অংশ ব্যষ্টিজীবের অন্তর্য্যামী পরমাত্মা পয়োব্ধিশায়ী। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ এই আত্মাসমূহেরও আত্মা—তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

আত্মার আত্মা—পরমাত্মা সমূহেরও আত্মা বা অন্তর্য্যামী অর্থাৎ মূল। **অবতংস**—শ্রেষ্ঠ। **সর্ব্ব-অবতংস**—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ২৩। অন্বয়। ত্বং (তুমি) এনং (এই) কৃষ্ণং (কৃষ্ণকে) অখিলাত্মনাং (অখিল আত্মার) আত্মানং (আত্মা বলিয়া) অবেহি (জানিবে)। সঃ অপি (তিনি—সেই অখিলাত্মার আত্মা শ্রীকৃষ্ণ) জগদ্ধিতায় (জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত) অত্র (এই জগতে) মায়য়া (যোগমায়ার সাহায্যে) দেহী ইব (দেহধারীর ন্যায়) আভাতি (প্রকাশ পাইতেছেন)।

অনুবাদ। শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিলেন:—তুমি এই শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত আত্মার আত্মা বলিয়া জানিবে। সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণই জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত যোগমায়ার সাহায্যে এই জগতে দেহধারীর (মানুষের) ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন। ২৩

শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলাও নরলীলা। এই প্রকট নরলীলা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ এই জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন; মানুষের যেমন জন্মাদি হইয়া থাকে, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ অনাদি-তত্ত্ব হইয়াও নরলীলা-সিদ্ধির নিমিত্ত যোগমায়ার প্রভাবে স্বীয় জন্মলীলার অভিনয় করিয়া থাকেন; এবং সেই যোগমায়ারই সাহায্যে এই জগতের প্রকট-লীলায় মাতা-পিতা-কান্তাদির সহিত নরলীলা সম্পাদন করিয়া থাকেন; তাহাতে—তিনি পরমাত্মা-সমূহেরও অন্তর্য্যামী আত্মা হইলেও, যাহারা তাঁহার তত্ত্ব ও লীলার গূঢ় রহস্য অবগত নহে, তাহারা তাঁহাকে মানুষ বলিয়াই মনে করিয়া থাকে, তাহাদের নিকটে তিনি **দেহী ইব আভাতি**—মানুষ বলিয়াই প্রতীয়মান হয়েন। তাঁহার লীলার দুইটী উদ্দেশ্য—একটী অন্তরঙ্গ, আর একটী বহিরঙ্গ। তাঁহার প্রকট-লীলার অন্তরঙ্গ কারণ তাঁহার নিজস্ব—ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাসের আস্বাদন। আর বহিরঙ্গ কারণ জীবের মঙ্গলবিধান, **জগদ্ধিতায়**—নাম-প্রেম-প্রচারাদি-দ্বারা জগতের মঙ্গলবিধান। তিনি এই প্রকট-লীলা করেন **মায়য়া**—মায়াদ্বারা। গুণমায়া শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতেও যাইতে পারে না—যোগমায়াই তাঁহার লীলার সহায়তা করিয়া থাকেন; সুতরাং এই শ্লোকে মায়য়া-শব্দে যোগমায়াই লক্ষিত হইতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ যে "আত্মার আত্মা" এই পূর্ব্ব-পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ২৪। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।২।৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। পরমাত্মা যে শ্রীকৃষ্ণের এক অংশ, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক।

ভক্ত্যে ভগবানের অনুভবে পূর্ণরূপ।
একই বিগ্রহ তাঁর অনন্ত স্বরূপ—॥ ১৩৭
স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ, আবেশ নাম।
প্রথমেই তিন রূপে রহে ভগবান্॥ ১৩৮
স্বয়ংরূপে স্বয়ং প্রকাশ—দুই রূপে স্ফূর্ত্তি।
স্বয়ংরূপ এক—কৃষ্ণ ব্রজে গোপমূর্ত্তি॥ ১৩৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৩৭। ব্রহ্ম ও পরমাত্মার কথা বলিয়া এক্ষণে ভগবানের কথা বলিতেছেন।

ভক্ত্যে—ভক্তিমার্গের সাধনে; শুদ্ধাভক্তিদ্বারাই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অনুভব লাভ হইতে পারে। **অনুভবে**—অনুভব করে; উপলব্ধি করে। ভগবানের মাধুর্য্যাদির উপলব্ধিই ভগবানের উপলব্ধি। প্রেমের সহিত সেবাব্যতীত অন্য কিছুতেই তাহা পাওয়া যায় না। **পূর্ণরূপ**—পূর্ণতমস্বরূপ, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ।

ভগবানের পূর্ণতমরূপ, স্বয়ংরূপ, অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বরূপ একমাত্র ভক্তিমার্গের সাধনের দ্বারাই অনুভব করা যায়, জ্ঞান বা যোগের দ্বারা নহে। **একই বিগ্রহ**—স্বয়ংরূপ একটীই—গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর, নটবর; অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব, ব্রজেন্দ্রনন্দন।

অনন্তস্বরূপ—শক্তিবিকাশের তারতম্যানুসারে, নানাধামে, নানা উদ্দেশ্যে তিনি নানারূপে ব্যক্ত হইয়াছেন। তাঁহার এসকল স্বরূপ অনন্ত, সংখ্যাহীন। তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে তাঁহার একই বিগ্রহেই তিনি এ সকল অনন্তস্বরূপে বিরাজিত; তাই শ্রীমদ্ভাগবত তাঁহাকে "বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্—বহুমূর্ত্তিতেও একমূর্ত্তি" বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ১০।৪০।৭॥ এবং শ্রুতিও তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন "একোঽপি সন্ যো বহুধা বিভাতি—এক হইয়াও যিনি বহুরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। গোঃ তাঃ শ্রুতি, পূ, ২০॥" ২।৯।১৪১-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

তাঁহার অনন্ত রূপ কি, তাহা পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে বলা হইয়াছে।

১৩৮। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব যে যে রূপে বিরাজিত, তাহা বলিতেছেন।

স্বয়ংরূপ—স্বয়ংসিদ্ধরূপ। অনন্যাপেক্ষি যদ্রূপং স্বয়ংরূপঃ স উচ্যতে॥ যে রূপ অন্য রূপের অপেক্ষা রাখেনা, তাহাই স্বয়ংরূপ। ল ভা কৃ ১২॥ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনই স্বয়ংরূপ। ২।২০।১৩১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

তদেকাত্মরূপ—যদ্রূপং তদভেদেন স্বরূপেণ বিরাজতে। আকৃত্যাদিভিরন্যাদৃক্ স তদেকাত্মরূপকঃ। স্বয়ংরূপের সহিত যে রূপের স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই, কিন্তু আকার (অঙ্গসন্নিবেশ), ভাববেশাদির কিছু পার্থক্য বশতঃ যে রূপকে স্বয়ংরূপ হইতে অন্যরূপ বলিয়া মনে হয় (বাস্তবিক অন্যরূপ নহে), তাহাকে 'তদেকাত্মরূপ' বলে। ল, ভা, কৃ, ১৪॥

আবেশ—জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ। ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ॥ যে সকল মহত্তম জীব জনার্দ্দনের স্বীয় জ্ঞান ও শক্তি আদির অংশদ্বারা আবিষ্ট হয়েন, তাঁহাদিগকে আবেশ-অবতার বলে। ল, ভা, কৃ, ১৭॥ "আবেশ" গ্রহাবিষ্ট ব্যক্তির ন্যায়।

প্রথমেই তিনরূপে—স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ ও আবেশ, এই তিনরূপে শ্রীকৃষ্ণ বিলাস করেন। ১।২।৮০-৮১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

পরবর্ত্তী ১৩৯-৫১ পয়ারে স্বয়ংরূপের, ১৫২-পয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া তদেকাত্মরূপের এবং ৩০৪-পয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া আবেশ-রূপের কথা বলিয়াছেন।

১৩৯। এই পয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া ২।২০।১৩৮-পয়ারোক্ত স্বয়ংরূপের বিবরণ দেওয়া হইতেছে।

এই পয়ারের **অন্বয়ঃ**—স্বয়ংরূপের দুইরূপে স্ফূর্ত্তি—স্বয়ং এবং প্রকাশ। স্বয়ংরূপ (অর্থাৎ স্বয়ং হইলেন) এক, (তিনি হইলেন) ব্রজে-গোপমূর্ত্তি কৃষ্ণ।

স্ফূর্ত্তি—আবির্ভাব। **দুইরূপে স্ফূর্ত্তি**—স্বয়ংরূপ আবার দুইরূপে স্ফূর্ত্তি (বা আবির্ভাব) প্রাপ্ত হয়েন। সেই দুই রূপের এক রূপ হইতেছেন স্বয়ংরূপ এবং অপর রূপ হইতেছেন প্রকাশরূপ। **স্বয়ংরূপ এক**—পরবর্ত্তী

প্রাভব-বৈভবরূপে দ্বিবিধ প্রকাশে।
এক বপু বহুরূপ যৈছে হৈল রাসে ॥ ১৪০
মহিষীবিবাহে হৈল মূর্ত্তি বহুবিধ।
'প্রাভব প্রকাশ' এই শাস্ত্রে পরসিদ্ধ ॥ ১৪১
সৌভর্য্যাদি-প্রায় সেই কায়ব্যূহ নয়।
কায়ব্যূহ হৈলে নারদের বিস্ময় না হয় ॥ ১৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পয়ারসমূহ হইতে জানা যায়, প্রকাশরূপের অনেক বৈচিত্রী আছে, কিন্তু স্বয়ংরূপের তদ্রূপ বৈচিত্রী নাই; তাঁহার একটীমাত্র রূপ। এই রূপটী হইতেছেন **কৃষ্ণ ব্রজে গোপমূর্ত্তি**—শ্রীকৃষ্ণ, তিনি ব্রজে বিলাস করেন এবং তিনি গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর, নটবর।

অথবা, **স্বয়ংরূপ এক**—দুইরূপে স্ফূর্ত্তির মধ্যে এক রূপ হইলেন স্বয়ংরূপ—তিনি হইলেন ব্রজবিলাসী গোপবেশ শ্রীকৃষ্ণ। স্বয়ংরূপ অন্যনিরপেক্ষ স্বয়ংসিদ্ধ রূপ বলিয়া তিনি হইলেন পরব্রহ্ম, রসস্বরূপ, তাঁহাতেই রস-স্বরূপত্বের (অর্থাৎ আস্বাদ্যত্বের এবং রসিকত্বের) পূর্ণতম বিকাশ—অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যময় বিগ্রহরূপে পরম আস্বাদ্য এবং রসিক-শেখররূপে পরম রস-আস্বাদক। দুইটী রসের আস্বাদনেই আস্বাদকত্বের বা রসিক-শেখরত্বের পূর্ণ সার্থকতা—ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস এবং স্বীয় মাধুর্য্যরস। পরিকর-ভক্তদের প্রেমরস-নির্য্যাস তিনি আস্বাদন করেন তাঁহাদের প্রেমের বিষয়রূপে। স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে হইলে প্রেমের আশ্রয় হইতে হয়; কারণ, মাধুর্য্য আস্বাদনের একমাত্র উপায় হইল প্রেম; অখণ্ড প্রেমের আশ্রয় না হইলে তাঁহার অখণ্ড মাধুর্য্যের আস্বাদন সম্ভব নয়। ব্রজবিলাসী গোপবেশ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতম বিকাশময় প্রেমের বিষয়মাত্র, আশ্রয় নহেন। তাই তাঁহার পক্ষে তাঁহার পরিকর-ভক্তদের প্রেমরস-নির্য্যাস সম্যক্‌রূপে আস্বাদন করাই সম্ভব, কিন্তু স্বীয় মাধুর্য্যের পূর্ণতম আস্বাদন সম্ভব নহে। এজন্য কেবলমাত্র প্রেমের বিষয়রূপে তাঁহার রস-আস্বাদন পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না, সুতরাং তাঁহার রসিক-শেখরত্বও চরম-সার্থকতা লাভ করিতে পারে না; যেহেতু, এই রূপে তাঁহার স্বীয় মাধুর্য্যের পূর্ণতম আস্বাদন সম্ভব হয়না। তাই, পূর্ণতম প্রেমের (শ্রীরাধার প্রেমের) আশ্রয়রূপেও তিনি স্বীয় মাধুর্য্যরস আস্বাদন করেন। এই আশ্রয়রূপেও তিনি শ্রীকৃষ্ণই, স্বয়ংরূপই। তবে এই রূপে তিনি হয়েন—রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণ, অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর, তাঁহার বাহিরে গৌরবর্ণের একটা আবরণ থাকে। তিনিও শ্রীকৃষ্ণই, অপর কেহ নহেন, তাই এই পয়ারোক্তির সহিত বিরোধ হয় না। ভূমিকায় "শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

অথবা, কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, প্রভু বলিতেছেন—**স্বয়ংরূপ এক**—স্বয়ংরূপের এক আবির্ভাব হইতেছেন **কৃষ্ণ** ব্রজে গোপমূর্ত্তি। সর্ব্বদা আত্মগোপন-তৎপর প্রভু অন্য আবির্ভাবের কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন না। "স্বয়ংরূপ এক" এস্থলে "এক" শব্দে "এক আবির্ভাব" মনে করিলে "অন্য আবির্ভাবের" কথাও ধ্বনিত হইতে পারে।

প্রকাশ—একটী বিশেষ অর্থে এস্থলে প্রকাশ-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। পরবর্ত্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৪০-৪১। প্রকাশ আবার দুই রকম—প্রাভব-প্রকাশ ও বৈভব-প্রকাশ। একই দেহ যদি সর্ব্বতোভাবে সমান বহুদেহরূপে আবির্ভূত হয়, তবে এই বহুদেহের প্রত্যেককে মূলদেহের **প্রাভব-প্রকাশ** বলে। প্রাভব-প্রকাশে প্রকাশরূপের সহিত মূলদেহের কোনও অংশেই পার্থক্য থাকে না। রাসের সময়ে এক এক গোপীর পার্শ্বে এক এক কৃষ্ণমূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছিল। সেই সকল মূর্ত্তির মধ্যে পরস্পরের কোনও পার্থক্য ছিল না। আবার দ্বারকাতে শ্রীকৃষ্ণ ষোলহাজার গৃহে ষোল হাজার মহিষীকে ষোলহাজার দেহ প্রকাশ করিয়া, একই সময়ে বিবাহ করিয়াছিলেন; এই ষোলহাজার দেহের মধ্যেও পরস্পর কোনও পার্থক্য ছিল না। এইরূপ প্রকাশকে প্রাভব-প্রকাশ বলে। পরবর্ত্তী ১৫৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। ১।১।৩৭ পয়ারে এই প্রাভব-প্রকাশকেই "মুখ্য প্রকাশ" বলা হইয়াছে।

১৪২। সৌভর্য্যাদি—সৌভরী+আদি; সৌভরী প্রভৃতি ঋষিগণ।—সৌভরী-ঋষি মান্ধাতার পঞ্চাশটী কন্যাকে বিবাহ করিয়া যোগ-প্রভাবে নিজে পঞ্চাশটী দেহ ধারণ করিয়া পঞ্চাশ পত্নীর সঙ্গে বিহার করিয়াছিলেন।

তথাহি (ভাঃ ১০।৬৯।২)

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ ॥ ২৫

সেই বপু সেই আকৃতি পৃথক্ যদি ভাসে।
ভাবাবেশভেদে নাম 'বৈভবপ্রকাশে' ॥ ১৪৩

অনন্ত প্রকাশে কৃষ্ণের নাহি মূর্ত্তিভেদ ॥
আকার-বর্ণ-অস্ত্রভেদে নামবিভেদ ॥ ১৪৪

তথাহি (ভাঃ ১০।৪০।৭)—

অন্যে চ সংস্কৃতাত্মানো বিধিনাভিহিতেন তে।
যজন্তি ত্বন্ময়াস্ত্বাং বৈ বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্ ॥ ২৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

সাংখ্যযোগত্রয়ীমার্গো উক্তাঃ, বৈষ্ণবশৈবমার্গাবাহ দ্বয়েন অন্যে চেতি। সংস্কৃতাত্মানো বৈষ্ণব-শৈব-দীক্ষয়া দীক্ষিতাঃ সন্তস্তে ত্বয়া অভিহিতেন পঞ্চরাত্রাদিবিধিনা ত্বন্ময়াস্ত্বন্ময়ত্বেন আত্মানং চিন্তয়ন্তঃ ত্বদেকপ্রধানা ইতি বা। বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধভেদেন বহুমূর্ত্তিং নারায়ণরূপেণৈকমূর্ত্তিকঞ্চ ত্বামেব যজন্তি। স্বামী। ২৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই পঞ্চাশটী দেহ সৌভরীর কায়ব্যূহ। শ্রীকৃষ্ণ যে রাসে বা মহিষী-বিবাহে বহু রূপ প্রকট করিয়াছিলেন, তাহা সৌভরীর কায়ব্যূহের মত নহে। শ্রীকৃষ্ণের বহু রূপ দেখিয়া নারদ বিস্মিত হইয়াছিলেন। ঐ সকল যদি শ্রীকৃষ্ণের কায়ব্যূহ হইত, তাহা হইলে নারদের বিস্ময় হইত না; কারণ, নারদও কায়ব্যূহ সৃষ্টি করিতে জানিতেন; সুতরাং কায়ব্যূহ দর্শনে তাঁহার চমৎকৃত হওয়ার কারণ কিছুই নাই। প্রকাশ ও কায়ব্যূহে পার্থক্য এই:—কায়ব্যূহ যোগবলে নির্ম্মিত দেহ; প্রকাশ তাহা নহে, ইহাতে একই দেহের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রকট হয়; শ্রীকৃষ্ণের দেহ বিভু বলিয়াই ইহা সম্ভব। প্রকাশে রূপ-সাম্য এবং কায়ব্যূহে ক্রিয়াসাম্য বর্ত্তমান। ১।১।৩২ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ২৫। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।১।৩২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১৪২ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

১৪৩। এই পয়ারে বৈভব-প্রকাশের লক্ষণ বলিতেছেন। স্বয়ংরূপের দেহে যদি অন্যরূপ অঙ্গ সন্নিবেশ (চতুর্ভুজাদি), অথবা অন্যরূপ বর্ণ (শ্বেতাদি), ভাব ও আবেশ ভেদে প্রকাশ পায়, তাহা হইলে এই প্রকাশকে বৈভব-প্রকাশ বলে। **সেই বপু**—স্বয়ংরূপের দেহ। **সেই আকৃতি**—স্বয়ংরূপের অঙ্গ-সন্নিবেশ; অথবা স্বয়ংরূপের বর্ণ। **আকৃতি**—শব্দের দুইটি অর্থ হয়; অঙ্গ-সন্নিবেশ এবং রূপ (বর্ণাদি); "আকৃতিঃ কথিতা রূপে সামান্য-বপুষোরপি"—বিশ্বঃ। দুইটী সামান্য-দেহের রূপকে আকৃতি বলে। কৃষ্ণ ও বলরামের সামান্য-দেহ, অর্থাৎ দেহের অবয়ব-সন্নিবেশ একরূপ; কিন্তু তাঁহাদের রূপ বা বর্ণ বিভিন্ন; এই বিভিন্ন রূপকে আকৃতি বলে॥ **পৃথক্ যদি ভাসে**—যদি পৃথক্ (ভিন্ন) রূপে প্রকাশ পায়, বা প্রতিভাত হয়। **ভাবাবেশ ভেদে**—ভাব (স্বভাব) ও আবেশ ভেদে।

১৪৪। মূর্ত্তিভেদ—শ্রীকৃষ্ণে দেহদেহী ভেদ না থাকায় মূর্ত্তি-অর্থে এস্থলে মূর্ত্তিমান্‌কেই বুঝাইতেছে। ১।৭।১০৭-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **অনন্ত প্রকাশে** ইত্যাদি—প্রাভব ও বৈভব প্রকাশে অনন্তরূপে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ প্রকাশিত হইলেও, ঐ অনন্ত রূপে মূল তত্ত্ব-বস্তুর কোনও ভেদ বা পার্থক্য নাই। বহুমূর্ত্তিতেও তিনি একমূর্ত্তি। মূল তত্ত্ব-বস্তু ঠিক থাকিয়া আকার, বর্ণ ও অস্ত্র-আদির বিভিন্নতা-বশতঃ প্রকাশের নাম বিভিন্ন হইয়া থাকে। **অথবা** মূর্ত্তিভেদ—দেহভেদ বা বিগ্রহভেদ। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার একই বিগ্রহেই অনন্ত স্বরূপে প্রকাশ পায়েন। এই অনন্ত স্বরূপের বিগ্রহে ও তাঁহার বিগ্রহে কোনও রূপ ভেদ নাই। "একই বিগ্রহে ধরে নানাকার রূপ॥" ২।৯।১৪১-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **আকার**—অবয়ব-সন্নিবেশ। **বর্ণ**—কৃষ্ণ বা শ্বেতাদি। **অস্ত্র**—সুদর্শনাদি।

এই পয়ারের প্রথমার্দ্ধের উক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ২৬। অন্বয়। অন্যে চ (সাংখ্য-যোগ-বেদমার্গাবলম্বিগণব্যতীতও অন্যেরা—শৈব-বৈষ্ণবমার্গাবলম্বীরা) সংস্কৃতাত্মানঃ (দীক্ষাদিগ্রহণপূর্ব্বক বিশুদ্ধ চিত্ত হইয়া) ত্বন্ময়াঃ (ঐকান্তিকভাবে তোমাকে চিন্তা করিয়া) তে

বৈভব-প্রকাশ কৃষ্ণের—শ্রীবলরাম।
বর্ণমাত্র-ভেদ,—সব কৃষ্ণের সমান ॥ ১৪৫
বৈভব-প্রকাশ যৈছে—দেবকী-তনুজ।
দ্বিভুজ-স্বরূপ, কভু হয় চতুর্ভুজ ॥ ১৪৬
যেকালে দ্বিভুজ—নাম 'প্রাভব-প্রকাশ'।
চতুর্ভুজ হৈলে নাম—'বৈভব-বিলাস' ॥ ১৪৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(তোমাকর্ত্তৃক) অভিহিতেন (উপদিষ্ট) বিধিনা (বিধি-অনুসারে) বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকং (বহুস্বরূপে অভিব্যক্ত হইয়াও স্বরূপতঃ একই মূর্ত্তিবিশিষ্ট) ত্বাং (তোমাকে) যজন্তি (উপাসনা করিয়া থাকে);

অনুবাদ। শ্রীঅক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন:—(সাংখ্যযোগ-বেদমার্গাবলম্বী ব্যতীতও শৈব-বৈষ্ণবমার্গাবলম্বী) অপর ব্যক্তিগণ (দীক্ষাদি গ্রহণপূর্ব্বক) বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া ঐকান্তিকভাবে তোমার চিন্তাপূর্ব্বক তোমারই উপদিষ্ট (নারদপঞ্চরাত্রাদির) বিধি অনুসারে—বহু স্বরূপে অভিব্যক্ত হইয়াও স্বরূপতঃ একই মূর্ত্তি-বিশিষ্ট তোমারই উপাসনা করিয়া থাকেন। ২৬

শ্রীরামকৃষ্ণকে ব্রজ হইতে মথুরা লইয়া যাওয়ার সময়ে পথিমধ্যে তাঁহাদিগকে রথে রাখিয়া শ্রীঅক্রূর যখন যমুনায় মধ্যাহ্ন-স্নান করিতে নামিয়াছিলেন, তখন জলের মধ্যে ডুব দিয়া তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকেই দেখিতে পাইলেন। বিস্মিত হইয়া শ্রীঅক্রূর—শ্রীরামকৃষ্ণ রথোপরি আছেন কিনা, তাহা দেখিবার নিমিত্ত তীরে উঠিয়া দেখিলেন যে, দুই ভাই রথোপরিই আছেন। তখন তিনি পুনরায় যমুনায় ডুব দিয়া দেখিলেন যে, এবার যমুনাজলে রামকৃষ্ণ নাই; কিন্তু তৎস্থলে অহীশ্বর শেষনাগের ক্রোড়ে সিদ্ধ-চারণাদিকর্ত্তৃক স্তূয়মান নবজলধরকান্তি এক চতুর্ভুজরূপ বিরাজিত; অক্রূর তখন এই চতুর্ভুজ রূপকেও শ্রীকৃষ্ণেরই এক রূপ বুঝিতে পারিয়া করযোড়ে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি স্তবমধ্যে বলিলেন—সাংখ্যযোগীরাও তোমারই আরাধনা করিয়া থাকেন; বেদের কর্ম্মকাণ্ড ও ব্রহ্মকাণ্ডবিদ্ ব্রাহ্মণগণও তোমারই উপাসনা করিয়া থাকেন এবং তদ্ব্যতীত অন্যেরাও শৈব-বৈষ্ণবাদিমার্গের উপাসকেরাও তোমার উপদিষ্ট বিধি অনুসারে তোমাকেই চিন্তা করিয়া তোমারই উপাসনা করিয়া থাকেন। বিভিন্ন মার্গের উপাসকগণ বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের উপাসনা করিলেও—সেই সকল বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ তোমারই বিভিন্ন রূপ বলিয়া, তুমি একই মূর্ত্তিতে সেই সকল বিভিন্ন মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছ বলিয়া, এসকল বিভিন্ন রূপ তোমা হইতে স্বতন্ত্র নহেন বলিয়া এবং এই সকল বিভিন্ন মূর্ত্তিতেও তুমি একমূর্ত্তিই বলিয়া—বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন রূপের উপাসনাও তোমার উপাসনাতেই পর্য্যবসিত হইতেছে।

"অনন্ত প্রকাশে কৃষ্ণের নাহি মূর্ত্তিভেদ"-এই ১৪৪-পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোকস্থ "বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্"-পদ।

১৪৫। এই পয়ারে ও পরবর্ত্তী পয়ারে বৈভব-প্রকাশের দৃষ্টান্ত দিতেছেন। শ্রীবলরামের দেহ ও শ্রীকৃষ্ণের দেহের অবয়ব-সন্নিবেশ একইরূপ, উভয়েই দ্বিভুজ (একই বপু); কিন্তু তাঁহাদের বর্ণ (রূপ বা আকৃতি; পূর্ব্ববর্ত্তী ১৪৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) ভিন্ন; শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ কৃষ্ণ, বলরামের বর্ণ শ্বেত। শ্রীকৃষ্ণের যশোদানন্দন-স্বভাব ও তদ্রূপ আবেশ; বলরামের রোহিণী-নন্দন স্বভাব ও তদ্রূপ আবেশ; অথচ স্বরূপতঃ উভয়ে একই; উভয়েরই গোপভাব। এজন্য বলরামকে শ্রীকৃষ্ণের বৈভব-প্রকাশ বলে।

১৪৬। চতুর্ভুজ দেবকীনন্দনও যশোদানন্দন-কৃষ্ণের বৈভব প্রকাশ। দেবকীনন্দন ও যশোদানন্দন দুইজন নহেন। মথুরায় বা দ্বারকায় যশোদানন্দন-কৃষ্ণই দেবকীনন্দন বলিয়া প্রকাশ পায়েন; মথুরা-বাসী বা দ্বারকাবাসীরা তাঁহাকে দেবকীনন্দন বলিয়া মনে করেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নিজের যশোদাস্তনন্ধয়ত্ব (যশোদাপুত্রত্ব) স্বভাব ত্যাগ করেন না। "যশোদাস্তনন্ধয়ত্ব-স্বভাবং ন ত্যজেৎ"—শ্রীলঘুভাগবতামৃতের কৃষ্ণ ১৯। টীকায় বলদেব বিদ্যাভূষণ।

১৪৭। কোনও কোনও গ্রন্থে এই পয়ারের এইরূপ পাঠ আছে:—"যে কালে দ্বিভুজ নাম বৈভব-প্রকাশ। চতুর্ভুজ হৈলে নাম প্রাভব প্রকাশ।" এই পাঠের সঙ্গে পূর্ব্বোল্লিখিত "এক বপু বহুরূপ যৈছে হৈল রাসে" ইত্যাদি

স্বয়ংরূপে গোপবেশ গোপ-অভিমান।
বাসুদেবের ক্ষত্রিয়বেশ—'আমি ক্ষত্রিয়' জ্ঞান॥১৪৮
সৌন্দর্য্য-ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-বৈদগ্ধ্য বিলাস।
ব্রজেন্দ্র নন্দনে ইহাঁ অধিক উল্লাস॥ ১৪৯
গোবিন্দের মাধুরী দেখি বাসুদেবের ক্ষোভ।
সে মাধুরী আস্বাদিতে উপজায় লোভ॥ ১৫০

তথাহি ললিতমাধবে (৪।১৯)—

উদ্গীর্ণাদ্ভুতমাধুরীপরিমলস্যাভীরলীলস্য মে
দ্বৈতং হন্ত সমীক্ষয়ন্ মুহুরসৌ চিত্রীয়তে চারণঃ।
চেতঃকেলিকুতূহলোত্তরলিতং সত্যং সখে মামকং
যস্য প্রেক্ষ্য স্বরূপতাং ব্রজবধূসারূপ্যমন্বিচ্ছতি॥ ২৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

উদ্গীর্ণেতি। হন্তেতি হর্ষে হে সখে মুহুরসৌ চারণঃ নৃত্যকারী মামকং দ্বৈতং দ্বিতীয়স্বরূপং সমীক্ষয়ন্ দর্শয়ন্ চিত্রীয়তে চিত্রমিবাচরণং কারয়তে। যস্য নৃত্যকারিণঃ স্বরূপতাং মৎসদৃশীমূর্ত্তিং প্রেক্ষ্য মে চেতঃ ব্রজবধূঃ শ্রীরাধা তস্যাঃ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৪০ পয়ারোক্ত-প্রাভব-প্রকাশের লক্ষণের সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকে না; এইজন্য এই পাঠটী গৃহীত হইল না। দ্বিভুজ-স্বরূপে স্বয়ংরূপের সহিত একরূপ আকারই থাকে; এজন্য দ্বিভুজস্বরূপ প্রাভব-প্রকাশ। আর চতুর্ভুজরূপে দ্বিভুজ স্বয়ংরূপ হইতে আকার বা অঙ্গ-সন্নিবেশের পার্থক্য থাকে বলিয়া চতুর্ভুজ রূপ বৈভব-প্রকাশ।

বৈভব-বিলাস—বৈভবরূপে বিলাস বা লীলা করেন যিনি; বৈভব-প্রকাশ। পরবর্ত্তী ১৫৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৪৮। স্বয়ংরূপে ও বাসুদেবে (দেবকীনন্দনে) যে ভাব ও বেশের পার্থক্য আছে, তাহা এই পয়ারে দেখাইতেছেন। স্বয়ংরূপের গোপবেশ, বাসুদেবের (দ্বিভুজ বা চতুর্ভুজের) ক্ষত্রিয়বেশ। স্বয়ংরূপের গোপ-অভিমান (ভাব), তিনি নিজেকে গোপ বলিয়া মনে করেন; বাসুদেব নিজেকে ক্ষত্রিয় বলিয়া মনে করেন।

লঘুভাগবতামৃতের মতে, চতুর্ভুজ-বাসুদেবও নিজেকে যশোদাস্তনন্ধয় বলিয়া মনে করেন। 'ক্বচিৎচতুর্ভুজত্বেঽপি ন ত্যজেৎ কৃষ্ণরূপতাম্। অতঃ প্রকাশ এব স্যাৎ তস্যাসৌ দ্বিভুজস্য চ॥ ল, ভা, কৃ, ১৯॥" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কখনও চতুর্ভুজ হইলেও (রুক্মিণীকে সান্ত্বনা দেওয়ার সময়ে চতুর্ভুজ হইয়াছিলেন, তখনও তিনি) যশোদা-নন্দনত্ব-স্বভাব ত্যাগ করেন নাই। হাসাদি-ধর্ম্মের ন্যায় চতুর্ভুজত্ব প্রকাশ পায়, কিন্তু তখনও কৃষ্ণের স্বভাব অপরিবর্ত্তিত থাকে। 'যশোদাস্তনন্ধয়ত্বস্বভাবং ন ত্যজেৎ। * * * কদাচিৎ হাসাদি-ধর্ম্মবৎ চতুর্ভুজত্বস্য প্রকাশেঽপি তৎস্বভাবস্য তত্র স্থিতত্বাৎ ন কাচিৎ বিক্ষতিঃ।"—উক্ত শ্লোকের টীকা। স্বয়ংরূপে ও চতুর্ভুজরূপে যশোদা-স্তনন্ধয়ত্ব-স্বভাবটী অপরিবর্ত্তিত আছে বলিয়াই, আকার, ভাব ও বেশাদির পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও চতুর্ভুজরূপকে স্বয়ংরূপের প্রকাশ বলা হইয়াছে। পরব্যোমনাথও চতুর্ভুজ, কিন্তু তাঁহার যশোদা-স্তনন্ধয়ত্ব-ভাব না থাকায় তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ হইলেন না।

১৪৯। প্রকাশরূপ বাসুদেব অপেক্ষা স্বয়ংরূপ-শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইতেছেন। সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, ঐশ্বর্য্য, বৈদগ্ধ্য ও বিলাসাদি স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্র নন্দনেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপে স্ফূর্ত্তি পায়। বৈদগ্ধ্য—শিল্পাদি চৌষট্টি বিদ্যায় নিপুণতা। বিলাস—লীলা।

১৫০। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে দেখাইতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য দেখিয়া বাসুদেবেরও ক্ষোভ জন্মিয়াছিল এবং তাহা আস্বাদনের জন্য লোভ জন্মিয়াছিল। কিন্তু বাসুদেবের মাধুর্য্যাদি দেখিয়া কখনও শ্রীকৃষ্ণের ক্ষোভ বা লোভ জন্মে নাই। ইহাতেই বাসুদেব অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাদির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। গোবিন্দ—ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের অপর নাম গোবিন্দ। পূর্ব্ববর্ত্তী ১৩৩ পয়ার দ্রষ্টব্য।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ২৭। অন্বয়। সখে (হে সখে)! হন্ত (অহো) অসৌ (এই) চারণঃ (নৃত্যকারী নট—নন্দনন্দন-

মথুরায় যৈছে গন্ধর্ব্ব-নৃত্য-দরশনে। | পুন দ্বারকাতে যৈছে চিত্র-বিলোকন ॥ ১৫১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

সারূপ্যং অনু নিরন্তরং ইচ্ছতি কাময়তে ইতি সত্যং ব্রবীমীতিশেষঃ। মে কথম্ভূতস্য উদ্‌গীর্ণঃ প্রসরণশীলঃ অদ্ভুতমাধুরী-পরিমলো যস্য পুনঃ আভীরঃ গোপস্তজ্জাতীয়া লীলা যস্য তস্য কিম্ভূতং চেতঃ কেলিকুতূহলোত্তরলিতমিতি। চক্রবর্ত্তী। ২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বেশধারী নট) উদ্‌গীর্ণাদ্ভুতমাধুরীপরিমলস্য (অদ্ভুত-মাধুর্য্যপরিমল-প্রকাশক) আভীরলীলস্য (গোপলীলাকারী) মে (আমার) দ্বৈতং (দ্বিতীয়রূপ—কৃত্রিমরূপ) সমীক্ষয়ন্ (প্রদর্শন করাইয়া) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) চিত্রীয়তে (আশ্চর্য্যান্বিত—চমৎকৃত করিতেছে)। যস্য (যাঁহার—যে নটের) স্বরূপতাং (মৎসদৃশী মূর্ত্তি) প্রেক্ষ্য (দর্শন করিয়া) কেলিকুতূহলোত্তরলিতং (কেলিকৌতুকার্থ সাতিশয় চঞ্চলতাপ্রাপ্ত) মামকং (আমার) চেতঃ (চিত্ত) ব্রজবধূসারূপ্যং (ব্রজবধূ শ্রীরাধার সারূপ্য) অন্বিচ্ছতি (ইচ্ছা করিতেছে)—[ইতি] (ইহা) সত্যং (সত্য)।

অনুবাদ। মথুরায় গন্ধর্ব্ব-নৃত্যকালে গোপবেশ-নন্দ-নন্দন কৃষ্ণের বেশধারী গন্ধর্ব্বকে দেখিয়া বাসুদেব উদ্ধবকে সহর্ষে বলিয়াছেনঃ—হে সখে! অহো! (নন্দ-নন্দনবেশধারী) এই নট অদ্ভুত মাধুর্য্য-পরিমল-প্রকাশক এবং গোপলীলাকারী আমার (শ্রীকৃষ্ণের) দ্বিতীয় রূপ (কৃত্রিম রূপ) প্রদর্শন করাইয়া পুনঃ পুনঃ (আমাকে) চমৎকৃত করিতেছে। এই নটের মৎ-সদৃশী মূর্ত্তি দেখিয়া (গোপ-লীলাকারী শ্রীকৃষ্ণের সহিত) কেলি-কৌতুকার্থ অতিশয় চঞ্চলতা প্রাপ্ত আমার মন ব্রজবধূ শ্রীরাধার সারূপ্য ধারণ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিতেছে—ইহা আমি সত্য বলিতেছি। ২৭

শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় ছিলেন, তখন এক সময়ে গন্ধর্ব্বগণ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার অভিনয় করিয়াছিল। সেই অভিনয়ে যে গন্ধর্ব্ব শ্রীকৃষ্ণ সাজিয়াছিল, যোগমায়ার প্রভাবে তাহার দেহে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাদি প্রকটিত হইয়াছিল; তাহা দেখিয়া বাসুদেব কৃষ্ণের এতই আনন্দ হইয়াছিল যে, তিনি সহর্ষে উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন—হে উদ্ধব! এই যে **চারণঃ**—গন্ধর্ব্ব, নট, যে আমার ব্রজের বেশ ধারণ করিয়া নৃত্য করিতেছে সেই নট, **উদ্‌গীর্ণাদ্ভুতমাধুরী-পরিমলস্য**—প্রসরণশীল অদ্ভুত মাধুরীর (মাধুর্য্যের) পরিমল (সুগন্ধ) যাঁহার, এই নটের অভিনয়কালে তাহার সাজান রূপ হইতে যে অদ্ভুত-অত্যাশ্চর্য্য-মাধুর্য্য-সম্ভার চতুর্দ্দিকে বিচ্ছুরিত হইতেছে, সেই মাধুর্য্য-সম্ভারযুক্ত এবং **আভীরলীলস্য**—আভীর (গোপ)-অভিমানে লীলাকারী **মে**—আমার **দ্বৈতং**—দ্বিতীয় রূপ, (আমার সাজে সজ্জিত আমার কৃত্রিম রূপ) **সমীক্ষয়ন্**—দেখাইয়া আমাকে পুনঃ পুনঃ **চিত্রীয়তে**—চমৎকৃত করিতেছে—(তাহার কৃত্রিম রূপ হইতে বিচ্ছুরিত অপূর্ব্ব-মাধুর্য্য-সম্ভার দ্বারা)। আমার সাজে সজ্জিত এই নটের অঙ্গ হইতে যে মাধুরী বিচ্ছুরিত হইতেছে, তাহা দেখিয়া, **যস্য স্বরূপতাং প্রেক্ষ্য**—এই নট আমার যে কৃত্রিম রূপ ধারণ করিয়াছে, সেই রূপেরই মাধুর্য্য দর্শন করিয়া গোপলীল শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে—আমারই ব্রজের স্বরূপের সঙ্গে **কেলিকুতূহলোত্তরলিতং**—কেলি (ক্রীড়া) করিবার নিমিত্ত যে অদম্য কুতূহল জন্মিয়াছে, তদ্দ্বারা উত্তরলিত (অতিশয়রূপে চঞ্চলতাপ্রাপ্ত) আমার চিত্ত **ব্রজবধূসারূপ্যং**—ব্রজবধূ শ্রীরাধার সারূপ্য, শ্রীরাধার ন্যায় আকৃতি ও রূপ লাভ করিবার নিমিত্ত **অন্বিচ্ছতি**—অনবরত ইচ্ছা করিতেছে। আমার ব্রজের স্বরূপের প্রেয়সী হইয়া শ্রীরাধারই ন্যায় আমার ব্রজের স্বরূপের মাধুর্য্য আস্বাদন করার নিমিত্ত আমার লোভ জন্মিতেছে।

১৫০ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

১৫১। কোন্ কোন্ সময়ে গোবিন্দের মাধুর্য্য দর্শন করিয়া বাসুদেবের ক্ষোভ জন্মিয়াছিল, তাহা বলিতেছেন। **মথুরায় গন্ধর্ব্ব-নৃত্য-দরশনে**—শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় ছিলেন, তখন গন্ধর্ব্বগণ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা অভিনয় করিয়াছিল। সেই অভিনয়ে যে গন্ধর্ব্ব শ্রীকৃষ্ণ সাজিয়াছিল, যোগমায়ার প্রভাবে তাহাতে ব্রজেন্দ্রনন্দনের মাধুর্য্য

তথাহি (ললিতমাধবে ৮।৩২)—

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্য পূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব॥ ২৮

সেই বপু ভিন্নাভাসে কিছু ভিন্নাকার।
ভাবাবেশাকৃতিভেদে 'তদেকাত্মরূপ' নাম তার॥১৫২
তদেকাত্মরূপের 'বিলাস' 'স্বাংশ' দুই ভেদ।
বিলাস-স্বাংশের ভেদ—বিবিধ বিভেদ॥ ১৫৩
প্রাভব বৈভবভেদে 'বিলাস' দ্বিধাকার।
বিলাসের বিলাস-ভেদে অনন্ত প্রকার॥ ১৫৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রকটিত হইয়াছিল। এই মাধুর্য্য দেখিয়া বাসুদেবের চিত্ত চঞ্চল হইয়াছিল, এবং ব্রজবধূ শ্রীরাধার ছায় এই মাধুর্য্য আস্বাদন করার জন্য তাঁহার লোভ হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত "উদ্‌গীর্ণাদ্ভুত মাধুরী"—ইত্যাদি শ্লোক ইহার প্রমাণ।

দ্বারকাতে যৈছে চিত্র বিলোকনে—দ্বারকায় মণি-ভিত্তিতে শ্রীকৃষ্ণ নিজের চিত্র (প্রতিবিম্ব) দর্শন করিয়া প্রতিবিম্বের মাধুর্য্য দর্শনপূর্ব্বক লুব্ধ হন, এবং রাধিকার ছায় ঐ মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে লুব্ধ হন, নিম্নের শ্লোক ইহার প্রমাণ।

শ্লো। ২৮। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৪।২০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১৫২। ১৩৯-১৫১ পয়ারে স্বয়ংরূপ ও তাহার বিভিন্ন প্রকাশের কথা বলিয়া এক্ষণে তদেকাত্মরূপের কথা বলিতেছেন।

এই পয়ারে "তদেকাত্মরূপের" লক্ষণ বলিতেছেন। **সেই বপু**—স্বয়ংরূপের দেহ। **ভিন্নাভাসে**—ভিন্নরূপ বলিয়া মনে হয়, বাস্তবিক ভিন্ন নহে। **ভিন্নাকার**—আকার বা অঙ্গসন্নিবেশ ভিন্ন। **ভাবাবেশাকৃতিভেদে**—স্বভাব, আবেশ ও আকৃতিভেদে। তদেকাত্মরূপের লক্ষণ পূর্ব্ববর্ত্তী ১৩৮ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

১৫৩। তদেকাত্মরূপ দুই রকমের; বিলাস ও স্বাংশ। **বিলাস**—স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ কোনও লীলা বিশেষের জন্য যদি অন্য আকারে প্রতিভাত হয়েন, এবং এই অন্য আকারের শক্তি যদি প্রায় স্বয়ংরূপের তুল্য হয় (অর্থাৎ স্বয়ংরূপ হইতে কিঞ্চিৎ ন্যূন হয়), তবে এই অন্য আকারকে "বিলাস" বলে। "স্বরূপমন্যাকারং যৎ তস্য ভাতি বিলাসতঃ। প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা স বিলাসো নিগদ্যতে॥ ল, ভা, কৃ, ১৫।" গোবিন্দের বিলাস পরব্যোমনাথ। **স্বাংশ**—যিনি বিলাসের ছায় স্বয়ংরূপের সহিত স্বরূপতঃ অভিন্ন হইয়াও বিলাস অপেক্ষা অল্পপরিমিত শক্তি প্রকাশ করেন, তাঁহাকে "স্বাংশ" বলে। স্বস্বধামে সঙ্কর্ষণাদি পুরুষাবতার এবং মৎস্যাদি লীলাবতারগণ স্বাংশ। "তাদৃশো ন্যূনশক্তিং যো ব্যনক্তি স্বাংশ ঈরিতঃ। সঙ্কর্ষণাদির্মৎস্যাদির্যথা তত্তৎস্বধামসু॥ ল, ভা, কৃ ১৭॥" **বিলাস-স্বাংশের ভেদ**—বিলাস এবং স্বাংশ আবার অনেক রকমের আছে। পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে তাহা বিবৃত হইতেছে।

১৫৪। বিলাস দ্বিধাকার—বিলাস দুই রকম; প্রাভব-বিলাস ও বৈভব-বিলাস। শক্তির তারতম্যানুসারে এই দুইটি শ্রেণী-বিভাগ হইয়াছে। প্রাভবে অল্পশক্তির বিকাশ; বৈভবে তদপেক্ষা বেশী শক্তির বিকাশ। "প্রাভবেষু অল্পাঃ শক্তয়ঃ, বৈভবেষু তেভ্যোঽধিকাস্তাঃ।" বিশেষ বিবরণ লঘুভাগবতামৃতে প্রাভব-বৈভব প্রকরণে দ্রষ্টব্য।

[প্রাভব-বিলাস অপেক্ষা বৈভব-বিলাসেই অধিক শক্তির বিকাশ দেখা যায়। সমস্ত প্রাভব এবং বৈভব-স্বরূপেই যদি এইরূপ শক্তির তারতম্য থাকে, তবে বৈভব-প্রকাশেও প্রাভব-প্রকাশ অপেক্ষা অধিক শক্তি বিকশিত হইবে। ইহাই যদি হয়, তবে রাসে এবং মহিষী-বিবাহে যে রূপ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "প্রাভব-প্রকাশ" না হইয়া "বৈভব-প্রকাশ"ই হইবে, এবং বলরাম ও চতুর্ভুজ বাসুদেব "বৈভব-প্রকাশ" না হইয়া "প্রাভব-প্রকাশ" হইবে। কারণ, চতুর্ভুজ বাসুদেব অপেক্ষা দ্বিভুজ রাসবিহারী-প্রকাশেই শক্তির বিকাশ অধিক। এই মীমাংসা সমীচীন হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী ১৪১ পয়ারের টীকায় যে পাঠান্তরের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাই সঙ্গত হইবে এবং পরবর্ত্তী পয়ারাদিতেও তদনুরূপ পরিবর্ত্তন সমীচীন হইবে]

প্রাভব-বিলাস—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ।
প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ—মুখ্য চারিজন ॥ ১৫৫
ব্রজে গোপভাব রামের—পুরে ক্ষত্রিয়-ভাবন।
বর্ণ-বেশ-ভেদ তাতে 'বিলাস' তার নাম ॥ ১৫৬
বৈভব-প্রকাশে আর প্রাভব-বিলাসে।
এক মূর্ত্ত্যে বলদেব ভাবভেদে ভাসে ॥ ১৫৭
আদি চতুর্ব্যূহ—ইঁহার কেহো নাহি সম।
অনন্ত চতুর্ব্যূহগণের প্রাকট্য-কারণ ॥ ১৫৮
কৃষ্ণের এই চারি প্রাভব-বিলাস।
দ্বারকা-মথুরাপুরে নিত্য ইঁহার বাস ॥ ১৫৯
এই চারি হৈতে চব্বিশ মূর্ত্তি পরকাশ।
অস্ত্রভেদে নামভেদ বৈভব-বিলাস ॥ ১৬০
পুন কৃষ্ণ চতুর্ব্যূহ লৈয়া পূর্ব্বরূপে ॥
পরব্যোমমধ্যে বৈসে নারায়ণরূপে ॥ ১৬১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বিলাসের বিলাস—প্রাভব-বিলাস ও বৈভব-বিলাসের আবার অনেক রকম বিলাস বা ভেদ আছে।

১৫৫। এই পয়ারে প্রাভব-বিলাসের উদাহরণ দিতেছেন। **সঙ্কর্ষণ**—দ্বারকা-চতুর্ব্যূহের দ্বিতীয় ব্যূহ দ্বারকার ভাববিশিষ্ট বলরাম। **বাসুদেব**—আদিব্যূহ; বসুদেব-নন্দনাভিমানী। **প্রদ্যুম্ন**—শ্রীকৃষ্ণের পুত্র। **অনিরুদ্ধ**—প্রদ্যুম্নের পুত্র।

১৫৬। ব্রজের বলরাম এবং দ্বারকার বলরামের পার্থক্য দেখাইতেছেন। উভয় ধামে বলদেবের একই দেহ; কিন্তু ভাব ও বেশের পার্থক্য আছে। ব্রজে তাঁহার গোপভাব এবং গোপবেশ; দ্বারকায় ক্ষত্রিয়-ভাব এবং ক্ষত্রিয়-বেশ। এই ভাব ও বেশের পার্থক্য বশতঃই তাঁহাকে একবার (পূর্ব্ববর্ত্তী ১৪৫ পয়ারে) বৈভব-প্রকাশ, একবার (১৫৫ পয়ারে) প্রাভব-বিলাস বলা হইয়াছে। বলদেব যখন ব্রজের ভাবে ও ব্রজের বেশে থাকেন, তখন তিনি বৈভব-প্রকাশ, আর যখন দ্বারকার ভাবে ও দ্বারকার বেশে থাকেন, তখন তিনি প্রাভব-বিলাস। **পুরে**—মথুরায় ও দ্বারকায়। **বর্ণ-বেশভেদ**—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ভেদ; "স্বরূপমন্যাকারং"—স্বরূপ (স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ) হইতে (বর্ণবেশাদির পার্থক্যবশতঃ) অন্য আকারে প্রতিভাত হয়েন বলিয়া তিনি বিলাস।

১৫৭। **একমূর্ত্ত্যে**—প্রাভব-বিলাসে ও বৈভব-বিলাসে বলদেবের দুইটী মূর্ত্তি নহে; একই মূর্ত্তি; কেবল ভাবের পার্থক্যবশতঃ নামের পার্থক্য।

১৫৮। **আদিচতুর্ব্যূহ**—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারি মূর্ত্তি প্রথম চতুর্ব্যূহ। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত চতুর্ব্যূহ আছেন; কিন্তু দ্বারকা-চতুর্ব্যূহ হইতেই ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত অনন্ত চতুর্ব্যূহের প্রকাশ; এজন্য দ্বারকা-চতুর্ব্যূহকে মূল চতুর্ব্যূহ বা আদি চতুর্ব্যূহ বলে।

ইঁহার—এই আদি চতুর্ব্যূহের।

প্রাকট্যকারণ—প্রকটনের মূল কারণ।

১৫৯। **এই চারি**—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। **মথুরা দ্বারকা** ইত্যাদি—মথুরা ও দ্বারকা এই চতুর্ব্যূহের নিত্যধাম।

১৬০। বাসুদেবাদি চারি মূর্ত্তি হইতে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর, অধোক্ষজ, পুরুষোত্তম, উপেন্দ্র, অচ্যুত, নৃসিংহ, জনার্দ্দন, হরি ও কৃষ্ণ এই চব্বিশ মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়াছেন। ইঁহাদের বিবরণ পরবর্ত্তী ১৬৪-১৭৫ পয়ারে দেওয়া হইয়াছে। ইঁহারা সকলেই বৈভব-বিলাস। **অস্ত্রভেদে নামভেদ**—ইঁহারা সকলেই চতুর্ভুজ, অস্ত্রধারণের ক্রমের পার্থক্যানুসারে ইঁহাদের নামের পার্থক্য। পরবর্ত্তী ১৯৩-২০৫ পয়ারে ইঁহাদের অস্ত্রের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

১৬১। পরব্যোমনাথ-নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি, পরব্যোম তাঁহার ধাম। এই ধামেও তাঁহার বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারিটি ব্যূহ আছে। **পূর্ব্বরূপে**—পূর্ব্বোল্লিখিত রূপে; দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ যেমন চতুর্ব্যূহ

তাহা হৈতে পুন চতুর্ব্যূহ পরকাশে।
আবরণরূপে চারিদিকে যার বাসে॥ ১৬২
চারিজনে পুন পৃথক্ তিন তিন মূর্ত্তি।
কেশবাদি যাহা হৈতে বিলাসের পূর্ত্তি॥ ১৬৩
চক্রাদিধারণ-ভেদে নামভেদ সব।
বাসুদেবমূর্ত্তি—কেশব, নারায়ণ, মাধব॥ ১৬৪
সঙ্কর্ষণমূর্ত্তি—গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন।
এ অন্য গোবিন্দ,—নহে ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥ ১৬৫
প্রদ্যুম্নমূর্ত্তি—ত্রিবিক্রম বামন শ্রীধর॥
অনিরুদ্ধমূর্ত্তি—হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর॥১৬৬
দ্বাদশ-মাসের দেবতা এই বারো জন।
মার্গশীর্ষে কেশব, পৌষে নারায়ণ॥ ১৬৭
মাঘের দেবতা মাধব, গোবিন্দ ফাল্গুনে।
চৈত্রে বিষ্ণু, বৈশাখে শ্রীমধুসূদনে॥ ১৬৮
জ্যৈষ্ঠে ত্রিবিক্রম, আষাঢ়ে বামন দেবেশ।
শ্রাবণে শ্রীধর, ভাদ্রে দেব হৃষীকেশ॥ ১৬৯
আশ্বিনে পদ্মনাভ, কার্ত্তিকে দামোদর।
'রাধাদামোদর' অন্য ব্রজেন্দ্রকোঙর॥ ১৭০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হইয়া আছেন, পরব্যোমেও নারায়ণ তদ্রূপ চতুর্ব্যূহ মধ্যে আছেন। কোন কোন গ্রন্থে "পূর্ব্বরূপের" স্থলে "পূর্ণরূপে" পাঠ আছে। পূর্ণ ভগবানের সকল স্বরূপই সর্ব্বেশ্বরতা-হেতু-পূর্ণ; কিন্তু সকল স্বরূপে—সকল শক্তি সমান ভাবে অভিব্যক্ত হয় না; পরেশত্বপ্রযুক্ত সকল স্বরূপ পূর্ণ হইলেও, শক্তির বিকাশ হিসাবে পূর্ণ নহে। "অত্রোচ্যতে পরেশত্বাৎ পূর্ণা যদ্যপি তেঽখিলাঃ। তথাপ্যখিলশক্তীনাং প্রাকট্যং তত্র নো ভবেৎ॥ ল, ভা, কৃ, ৮৭॥"

পরব্যোম—কৃষ্ণলোক ও সিদ্ধলোকের মধ্যবর্ত্তী ধাম; এই পরব্যোমমধ্যেই সমস্ত ভগবৎস্বরূপের পৃথক্ পৃথক্ বৈকুণ্ঠ অবস্থিত।

১৬২। **তাহা হৈতে**—পূর্ব্বোক্ত দ্বারকা-চতুর্ব্যূহ হইতে। "আদি চতুর্ব্যূহ কেহ নাহি ইহার সম। অনন্ত চতুর্ব্যূহগণের প্রাকট্য কারণ। ২।২০।১৫৮॥" দ্বারকা-চতুর্ব্যূহ "সর্ব্বচতুর্ব্যূহ অংশী তুরীয় বিশুদ্ধ॥ সেই পরব্যোমে নারায়ণের চারিপাশে। দ্বারকা-চতুর্ব্যূহের দ্বিতীয় প্রকাশে। ১।৫।২০,৩৩॥" পরব্যোমের চতুর্ব্যূহ দ্বারকা-চতুর্ব্যূহের প্রকাশ; পরব্যোমের বাসুদেব, দ্বারকার বাসুদেবের প্রকাশ; পরব্যোমের সঙ্কর্ষণ, দ্বারকার সঙ্কর্ষণের প্রকাশ ইত্যাদি। ইঁহারা সকলেই দ্বারকা-চতুর্ব্যূহের মত চতুর্ভুজ। দ্বারকা-চতুর্ব্যূহ হইতে পরব্যোম-চতুর্ব্যূহের অস্ত্রাদির বিভিন্নতা আছে; এজন্য পরব্যোম-চতুর্ব্যূহ হইল "বৈভব-বিলাস।"

আবরণরূপে—পরব্যোমনাথের আবরণরূপে। **আবরণ**—আবরণ-দেবতা। **যার বাসে**—যাঁহাদের স্থিতি।

চারিদিগে—বাসুদেব পূর্ব্বদিকে, সঙ্কর্ষণ-দক্ষিণে, প্রদ্যুম্ন পশ্চিমে, অনিরুদ্ধ উত্তরে।

১৬৩। **চারিজনের**—বাসুদেবাদি চারিজনের প্রত্যেকেরই আবার তিন তিনটী করিয়া বিলাস-মূর্ত্তি আছেন। তাঁহারা সকলেই চতুর্ভুজ, অস্ত্রাদি-ধারণের প্রকার-ভেদে তাঁহাদের নামভেদ। **পূর্ত্তি—**পূরণ।

১৬৪। **বাসুদেব-মূর্ত্তি**—কেশব, নারায়ণ ও মাধব এই তিন জন বাসুদেবের বিলাস।

১৬৫। **সঙ্কর্ষণ-মূর্ত্তি**—গোবিন্দ, বিষ্ণু ও মধুসূদন এই তিন জন সঙ্কর্ষণের বিলাস। **অন্য গোবিন্দ**—সঙ্কর্ষণের বিলাস যে গোবিন্দ, তিনি স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন-গোবিন্দ নহেন।

১৬৬। এই পয়ারে প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের বিলাসমূর্ত্তি উল্লিখিত হইয়াছে।

১৬৭। কেশবাদি পূর্ব্বোক্ত বার জন বৎসরান্তর্গত বার মাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। **মার্গশীর্ষে**—অগ্রহায়ণে; কেশব অগ্রহায়ণের দেবতা।

১৭০। কার্ত্তিকের দেবতা যে দামোদর, তিনি ব্রজেন্দ্রনন্দন-দামোদর নহেন। ব্রজেন্দ্রনন্দনকে যশোদা-মাতা "দাম" (রজ্জু) দ্বারা "উদরে" বন্ধন করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকেও দামোদর বলে। কার্ত্তিকের দেবতা, এই দামোদর নহেন। ব্রজেন্দ্রনন্দন-দামোদর শ্রীরাধার প্রাণবল্লভ বলিয়া তাঁহাকে "রাধা-দামোদর"ও বলে।

দ্বাদশ-তিলক মন্ত্র-নাম আচমনে।
এই দ্বাদশ নামে স্পর্শি তত্তৎস্থানে॥ ॥ ১৭১
এই চারিজনের বিলাস অষ্টজন।
তা সভার নাম কহি শুন সনাতন॥ ১৭২
পুরুষোত্তম, অচ্যুত, নৃসিংহ, জনার্দ্দন।
হরি, কৃষ্ণ, অধোক্ষজ, উপেন্দ্র,—অষ্টজন॥ ১৭৩
বাসুদেবের বিলাস—অধোক্ষজ, পুরুষোত্তম।
সঙ্কর্ষণের বিলাস—উপেন্দ্র, অচ্যুত দুইজন।১৭৪
প্রদ্যুম্নের বিলাস—নৃসিংহ, জনার্দ্দন।
অনিরুদ্ধের বিলাস—হরি, কৃষ্ণ দুই জন॥ ১৭৫

এই চব্বিশ মূর্ত্তি প্রভাব-বিলাস-প্রধান।
অস্ত্রধারণভেদে ধরে ভিন্নভিন্ন নাম॥ ১৭৬
ইহার মধ্যে যাহার হয় আকার-বেশ-ভেদ।
সেই সেই হয় বিলাস-বৈভব বিভেদ। ১৭৭
পদ্মনাভ, ত্রিবিক্রম, নৃসিংহ, বামন।
হরি, কৃষ্ণ আদি হয় আকারে বিলক্ষণ॥ ১৭৮
কৃষ্ণের প্রাভব বিলাস—বাসুদেবাদি চারি জন।
সেই চারি জনার বিলাস—বিংশতি গণন॥ ১৭৯
ইঁহা সভার পৃথক্ বৈকুণ্ঠ পরব্যোমধামে।
পূর্ব্বাদি অষ্টদিগে তিন-তিন ক্রমে॥ ১৮০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৭১। **দ্বাদশতিলক মন্ত্রনাম**—শরীরের দ্বাদশ স্থানে হরি-মন্দিরাখ্য তিলক রচনা করিয়া কেশবাদি দ্বাদশ নামে যথাক্রমে ঐ দ্বাদশ তিলক স্পর্শ করিয়া কেশবাদি মূর্ত্তির ধ্যান করিতে হয়। ললাটে কেশব, উদরে নারায়ণ, বক্ষঃস্থলে মাধব, কণ্ঠকূপে গোবিন্দ, দক্ষিণ-কুক্ষিতে বিষ্ণু, দক্ষিণ বাহুতে মধুসূদন, দক্ষিণস্কন্ধে ত্রিবিক্রম, বামকুক্ষিতে বামন, বাম বাহুতে শ্রীধর, বামস্কন্ধে হৃষীকেশ, পৃষ্ঠে পদ্মনাভ, এবং কটিতে দামোদর—এই দ্বাদশস্থানে দ্বাদশমূর্ত্তির ধ্যান করিতে হয়। **আচমনে**—আচমন-কালে। কোনও কোনও গ্রন্থে এই পাঠ আছে—"দ্বাদশ তিলক মন্ত্র এই দ্বাদশ নাম। আচমনে এই নামে স্পর্শি তত্তৎস্থান।" বৈষ্ণবদিগের আচমনে পূর্ব্ববর্ত্তী ১৬০ পয়ারের টীকায় কথিত চব্বিশ-দেবতার নাম উচ্চারণ করিতে হয়। এই দ্বাদশ দেবতার নামও ঐ চব্বিশের অন্তর্ভুক্ত। **স্পর্শি তত্তৎ স্থানে**—তিলক-রচনায় কেশবাদি নাম উচ্চারণ করিয়া ললাটাদিস্থান এবং আচমনেও কেশবাদি নাম উচ্চারণ করিয়া ওষ্ঠাদি স্থান স্পর্শ করিতে হয়। আচমনের বিবরণ হরিভক্তি-বিলাসে ৩।১০২-১০৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১৭২। **এই চারিজনের**—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারিজনের। পরবর্ত্তী পয়ারে আট জনের নাম এবং তাহার পরবর্ত্তী দুই পয়ারে, কে কাহার বিলাস, তাহা উক্ত হইয়াছে। এ আট জনের মধ্যে যে "কৃষ্ণ" একজন আছেন, ইনি ব্রজের বা দ্বারকা-মথুরার কৃষ্ণ নহেন।

১৭৬। **এই চব্বিশ মূর্ত্তি**—পরব্যোমের বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহের চারিমূর্ত্তি, দ্বাদশমাসের দেবতা দ্বাদশমূর্ত্তি, চতুর্ব্যূহের বিলাস আটমূর্ত্তি, এই চব্বিশ মূর্ত্তি। **প্রাভব-বিলাস**—দ্বারকার চতুর্ব্যূহই শ্রীকৃষ্ণের প্রাভব-বিলাস; এই চব্বিশ মূর্ত্তি ঐ চতুর্ব্যূহের (প্রাভব-বিলাসেরই) বিলাস। সুতরাং এই পয়ারে "প্রাভব-বিলাসের বিলাস" অর্থেই "প্রাভব-বিলাস" শব্দের প্রয়োগ। **প্রধান**—সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে। **অস্ত্রধারণ-ভেদে**—অস্ত্রধারণের প্রকার-ভেদে। বাসুদেবাদি চব্বিশ মূর্ত্তির মধ্যে যিনি যাঁহার বিলাস, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার আকৃতির সমতা আছে; কেবল অস্ত্রধারণের প্রকারে পার্থক্য।

১৭৭। **ইহার মধ্যে**—এই চব্বিশ মূর্ত্তির মধ্যে। **বিলাস বৈভব**—বৈভব-বিলাসের বিলাস। পরবর্ত্তী পয়ারোক্ত পদ্মনাভাদি ছয়মূর্ত্তি বৈভব-বিলাসের বিলাস; তাঁহাদের আকৃতি-গত পার্থক্য আছে।

১৭৯। **বিংশতি গণন**—চব্বিশ মূর্ত্তির মধ্যে বাসুদেবাদি চারিমূর্ত্তির বিলাস অপর বিশ মূর্ত্তি।

১৮০। **ইঁহা সভার**—এই চব্বিশ মূর্ত্তির। পরব্যোমে ইঁহাদের প্রত্যেকেরই পৃথক্ পৃথক্ নিত্যধাম আছে। ভগবৎস্বরূপের ধামমাত্রকেই বৈকুণ্ঠ বলে। **পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে**—পূর্ব্বদিকে তিনজন, অগ্নিকোণে তিনজন, দক্ষিণে তিনজন ইত্যাদি। চারিদিক্ ও চারিকোণ এই অষ্টদিক।

যদ্যপি পরব্যোমে সভার নিত্যধাম।
তথাপি ব্রহ্মাণ্ডে কারো কাহোঁ সন্নিধান ॥ ১৮১
পরব্যোমমধ্যে নারায়ণের নিত্যস্থিতি।
পরব্যোম-উপরি কৃষ্ণলোকের বিভূতি ॥ ১৮২
এক কৃষ্ণলোক হয় ত্রিবিধ-প্রকার—।
গোকুলাখ্য, মথুরাখ্য, দ্বারকাখ্য আর ॥ ১৮৩
মথুরাতে—কেশবের নিত্য সন্নিধান।
নীলাচলে—পুরুষোত্তম জগন্নাথ নাম ॥ ১৮৪
প্রয়াগে মাধব, মন্দারে—শ্রীমধুসূদন।
আনন্দারণ্যে—বাসুদেব, পদ্মনাভ, জনার্দ্দন ॥ ১৮৫
বিষ্ণুকাঞ্চীতে—বিষ্ণু, হরি রহে—মায়াপুরে।
ঐছে আর নানা মূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে ॥ ১৮৬
এইমত ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে সভার প্রকাশ।
সপ্তদ্বীপে নবখণ্ডে করেন বিলাস ॥ ১৮৭
সর্ব্বত্র প্রকাশ তাঁর ভক্তে সুখ দিতে ॥
জগতের অধর্ম্ম নাশি ধর্ম্ম স্থাপিতে ॥ ১৮৮
ইহার মধ্যে কারো অবতারেহ গণন।
যৈছে বিষ্ণু, ত্রিবিক্রম, নৃসিংহ, বামন ॥ ১৮৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৮১। **ব্রহ্মাণ্ডে কারো** ইত্যাদি—কোনও কোনও মূর্ত্তির, প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের কোনও কোনও স্থানেও আবির্ভাব আছে। **সন্নিধান**—স্থান।

১৮২। **নিত্যস্থিতি**—নারায়ণ নিত্যই পরব্যোমে থাকেন; ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার আবির্ভাব হয় না। **বিভূতি**—ঐশ্বর্য্য।

১৮৩। ১।৫।১৩-১৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৮৪। ব্রহ্মাণ্ডের কোন্ কোন্ স্থানে কোন্ কোন্ মূর্ত্তির আবির্ভাব, তাহা বলিতেছেন। **মথুরাতে**—ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত মথুরাতে।

নীলাচলে ইত্যাদি—পুরুষোত্তমের এক নাম জগন্নাথ। ইনি পরব্যোমেও নিত্য বিরাজিত (২।২০।১৮১); আবার ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত নীলাচলে বা শ্রীক্ষেত্রেও বিরাজ করেন। পূর্ব্ববর্ত্তী ২।২০।১৭৪ পয়ারে বলা হইয়াছে—পুরুষোত্তম (বা জগন্নাথ) হয়েন পরব্যোম-চতুর্ব্যূহের অন্তর্গত বাসুদেবের বিলাস-রূপ। এই বাসুদেব হয়েন আবার দ্বারকা-চতুর্ব্যূহের অন্তর্গত বাসুদেবের (বা দ্বারকা-বিহারী শ্রীকৃষ্ণের) বিলাস-রূপ। তাহা হইলে শ্রীজগন্নাথ হইলেন দ্বারকা-বিহারী শ্রীকৃষ্ণের (বা দ্বারকা-চতুর্ব্যূহান্তর্গত বাসুদেবের) বিলাসের বিলাস। কিন্তু আবার শ্রীমন্মহাপ্রভু অন্যত্র বলিয়াছেন—শ্রীজগন্নাথ হইতেছেন দ্বারকাবিহারী শ্রীকৃষ্ণ (২।১৪।১১৫)। উভয় উক্তিই শ্রীমন্মহাপ্রভুর। ইহার সমাধান এইরূপ বলিয়া মনে হয়।—নীলাচল-বিহারী শ্রীকৃষ্ণ বাস্তবিক দ্বারকাবিহারী শ্রীকৃষ্ণই; নীলাচলে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে যে সকল উৎসব হয়, তৎসমস্ত শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় উৎসবই। তাঁহার সঙ্গের সুভদ্রা এবং বলদেবও তাঁহার দ্বারকাবিহারী-কৃষ্ণত্বই সপ্রমাণ করিতেছে। তাঁহার অংশাংশ (২।২০।১৭৪-পয়ারোক্ত) পুরুষোত্তম এই দ্বারকাবিহারীরই অন্তর্ভুক্ত—অংশীর মধ্যে অংশের অবস্থান।

১৮৬। **মায়াপুরে**—হরিদ্বারে।

১৮৭। **সপ্তদ্বীপে**—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, ক্রৌঞ্চ, কুশ, শাক ও পুষ্কর এই সপ্তদ্বীপ। **নবখণ্ড**—ভারতবর্ষ, ভদ্রাশ্ববর্ষ, কেতুমালবর্ষ, উত্তরকুরুবর্ষ, ইলাবৃতবর্ষ, রম্যকবর্ষ, হিরণ্ময়বর্ষ, হরিবর্ষ, ও কিংপুরুষবর্ষ এই নবখণ্ডে।

১৮৮। ভক্ত-সুখদান, অধর্ম্ম-বিনাশ এবং ধর্ম্ম-সংস্থাপন—এই সব কারণেই এই সকল ভগবৎ-স্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভূত হইয়াছেন।

১৮৯। **ইহার মধ্যে**—উক্ত চব্বিশ মূর্ত্তির মধ্যে। **অবতারে গণন**—কোন কোন মূর্ত্তি অবতার রূপে পরিগণিত; যেমন, বিষ্ণু, ত্রিবিক্রম, নৃসিংহ, বামন।

অস্ত্রধৃতিভেদ নামভেদের কারণ।
চক্রাদি-ধারণভেদ শুন সনাতন ॥ ১৯০
দক্ষিণাধো হস্ত হৈতে বামাধঃপর্য্যন্ত।
চক্রাদ্যস্ত্র-ধারণের গণনার অন্ত ॥ ১৯১
সিদ্ধার্থসংহিতা করে চব্বিশমূর্ত্তি গণন।
তার মতে কহি আগে চক্রাদি-ধারণ ॥ ১৯২
বাসুদেব—গদা-শঙ্খ-চক্র-পদ্ম-কর।
সঙ্কর্ষণ—গদা-শঙ্খ-পদ্ম-চক্র-ধর ॥ ১৯৩
প্রদ্যুম্ন—চক্র-শঙ্খ-গদা-পদ্ম ধর।
অনিরুদ্ধ—চক্র-গদা-শঙ্খ-পদ্ম-কর ॥ ১৯৪
পরব্যোমে বাসুদেবাদি নিজনিজ-অস্ত্রধর।
শ্রীকেশব—পদ্ম-শঙ্খ-চক্র-গদা-কর ॥ ১৯৫
নারায়ণ—শঙ্খ-পদ্ম-গদা-চক্র-ধর।
শ্রীমাধব—গদা-চক্র শঙ্খ-পদ্ম-কর ॥ ১৯৬
শ্রীগোবিন্দ—চক্র-গদা-পদ্ম-শঙ্খ-ধর।
বিষ্ণুমূর্ত্তি—শঙ্খ গদা-পদ্ম-চক্র-কর ॥ ১৯৭
মধুসূদন—চক্র-শঙ্খ-গদা-পদ্ম-ধর।
ত্রিবিক্রম—পদ্ম-গদা-চক্র-শঙ্খ-কর ॥ ১৯৮
শ্রীবামন—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর।
শ্রীধর—পদ্ম-চক্র-গদা-শঙ্খ-কর ॥ ১৯৯
হৃষীকেশ—গদা-চক্র-পদ্ম-শঙ্খ-ধর।
পদ্মনাভ—শঙ্খ-পদ্ম-চক্র-গদা-কর ॥ ২০০
দামোদর—পদ্ম চক্র-গদা-শঙ্খ-ধর।
পুরুষোত্তম—চক্র-পদ্ম-শঙ্খ-গদা কর ॥ ২০১
অচ্যুত—গদা-পদ্ম-চক্র-শঙ্খ-কর।
নরসিংহ—চক্র-পদ্ম গদা-শঙ্খ-ধর ॥ ২০২
জনার্দ্দন—পদ্ম-চক্র-শঙ্খ-গদা-ধর।
শ্রীহরি—শঙ্খ চক্র-পদ্ম-গদা-কর ॥ ২০৩
শ্রীকৃষ্ণ—শঙ্খ-গদা-পদ্ম-চক্র-কর।
অধোক্ষজ—পদ্ম-গদা-শঙ্খ-চক্র-ধর ॥ ২০৪
শ্রীউপেন্দ্র—শঙ্খ-গদা-চক্র-পদ্ম-ধর।
এই চব্বিশ মূর্ত্তি শঙ্খচক্রাদিক-কর ॥ ২০৫
হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে কহে ষোলজন।
তার মতে কহি এবে চক্রাদি-ধারণ ॥ ২০৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৯০। চক্রাদি-অস্ত্রধারণের প্রকার-ভেদেই এই চব্বিশ মূর্ত্তির নামভেদ হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই চতুর্ভুজ; শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, এই চারিটী অস্ত্র সকলেরই আছে; কিন্তু সকলে একভাবে এই অস্ত্রগুলি ধারণ করেন না। একমূর্ত্তি যে হাতে শঙ্খ রাখেন, আর সকল মূর্ত্তি হয়ত সেই হাতেই শঙ্খ রাখেন না। **শুন সনাতন**—শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীকে বলিতেছেন।

১৯১। **দক্ষিণাধোহস্ত**—ডাইনদিকের নীচের হাত। **বামাধঃ**—বামদিকের নীচের হাত। প্রত্যেক দিকে দুই হাত; এক হাত নীচে, আর এক হাত উপরে। ডাইনদিকের নীচের হাত হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে বামদিকের নীচের হাত পর্য্যন্ত কোন্ হাতে কোন্ অস্ত্র কোন্ মূর্ত্তি ধারণ করেন, তাহা বলিতেছেন।

১৯২। **সিদ্ধান্ত-সংহিতা**—এক গ্রন্থের নাম। এই গ্রন্থের মতে অস্ত্রধারণের যে প্রকার-ভেদ, তাহা বলিতেছেন।

১৯৩। **বাসুদেব** ইত্যাদি—বাসুদেবের ডাইন দিকের নীচের হাতে গদা, তার উপরের হাতে শঙ্খ, বামদিকের উপরের হাতে চক্র এবং নীচের হাতে পদ্ম। অন্যান্য মূর্ত্তির অস্ত্রধারণের হস্তের ক্রমও ঠিক এইরূপ; অর্থাৎ প্রত্যেকের নামের সঙ্গে যে চারিটী অস্ত্রের নাম লিখিত হইয়াছে, তাহার প্রথম লিখিত অস্ত্রটী ঐ মূর্ত্তির ডাইনদিকের নীচের হাতে, দ্বিতীয় অস্ত্রটী ডাইনদিকের উপরের হাতে, তৃতীয়টী বামদিকের উপরের হাতে এবং চতুর্থ টী বামদিকের নীচের হাতে।

২০৬। **হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র**—কোনও গ্রন্থের নাম। এই গ্রন্থে চব্বিশ মূর্ত্তির স্থলে ষোল মূর্ত্তির উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থে চক্রাদিধারণের ক্রম যাহা লিখিত আছে, তাহা নিম্নবর্ত্তী দুই পয়ারে কথিত হইয়াছে।

কেশবভেদ পদ্ম-শঙ্খ-গদা-চক্র-ধর।
মাধবভেদ চক্র-গদা-পদ্ম-শঙ্খ-কর ॥ ২০৭
নারায়ণভেদ নানাভেদ অস্ত্রধর।
ইত্যাদিক ভেদ এই সব অস্ত্র-কর ॥ ২০৮
'স্বয়ংভগবান্' আর 'লীলা-পুরুষোত্তম'।
এই দুই নাম ধরে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ২০৯
পুরীর আবরণ-রূপে পুরীর নব-দিশে।
নববূ্যহরূপে নব মূর্ত্তি পরকাশে ॥ ২১০

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে (৫।১৭৫)—
চত্বারো বাসুদেবাদ্যা নারায়ণনৃসিংহকৌ।
হয়গ্রীবো মহাক্রোড়ো ব্রহ্মা চেতি নবোদিতাঃ ॥ ২৯

প্রকাশ-বিলাসের এই কৈল বিবরণ।
স্বাংশের ভেদ এবে শুন সনাতন ॥ ২১১
সঙ্কর্ষণ, মৎস্যাদিক,—দুই ভেদ তার।
পুরুষাবতার সঙ্কর্ষণ, লীলাবতার আর ॥ ২১২
অবতার হয় কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ প্রকার।
পুরুষাবতার এক, লীলাবতার আর ॥ ২১৩
গুণাবতার, আর মন্বন্তরাবতার।
যুগাবতার, আর শক্ত্যাবেশাবতার ॥ ২১৪
বাল্য পৌগণ্ড হয় বিগ্রহের ধর্ম্ম।
এত রূপে লীলা করে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ২১৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

বাসুদেবাদ্যাঃ বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধাঃ। মহাক্রোড়ঃ মহাবরাহ ইত্যর্থঃ। ২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২০৭। **কেশবভেদ** ইত্যাদি—সিদ্ধান্তসংহিতানুসারে কেশবের অস্ত্রধারণের ক্রম হইতেছে পদ্ম-শঙ্খ-চক্র-গদা (পূর্ব্ববর্ত্তী ১৯৫ পয়ার); কিন্তু হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রের মতে কেশবের অস্ত্রধারণের ক্রম হইল পদ্ম-শঙ্খ-গদা-চক্র। মাধবাদিরও এবিষয়ে কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

২০৮। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রের মতে নারায়ণাদির অস্ত্রধারণের ক্রমও সিদ্ধান্তসংহিতার ক্রম হইতে পৃথক্।

২০৯। স্বয়ংভগবান্ ও লীলাপুরুষোত্তম এই দুইটী স্বয়ংরূপ-ব্রজেন্দ্রনন্দনের অপর দুইটী নাম। এই দুইটী তাঁহার স্বরূপগত নাম, অস্ত্রধারণ-ভেদে নহে।

২১০। **পুরীর**—মথুরাদির। **নবদিশে**—নয়দিকে; পূর্ব্বাদি চারি দিক্, অগ্ন্যাদি চারি কোণ এবং ঊর্দ্ধ এই নয় দিক্। নবব্যূহের নাম পরবর্ত্তী শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্লো। ২৯। **অন্বয়।** বাসুদেবাদ্যাঃ (বাসুদেবাদি—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই) চত্বারঃ (চারি জন) নারায়ণনৃসিংহকৌ (নারায়ণ ও নৃসিংহ এই দুইজন) হয়গ্রীবঃ (হয়গ্রীব) মহাক্রোড়ঃ (বরাহ) ব্রহ্মা চ (এবং ব্রহ্মা—হরি) ইতি (এই) নব (নবব্যূহ) উদিতাঃ (কথিত হয়)।

অনুবাদ। বাসুদেবাদি চারিমূর্ত্তি (বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ), নারায়ণ, নৃসিংহ, হয়গ্রীব, বরাহ, ও ব্রহ্মা (হরি) এই নয় মূর্ত্তিকে নবব্যূহ বলে। ২৯

২১১। প্রকাশরূপের কথা এবং তদেকাত্মরূপের অন্তর্গত বিলাসরূপের কথা বলিয়া এক্ষণে তদেকাত্মরূপের অন্তর্গত স্বাংশরূপের কথা বলিতেছেন; পূর্ব্ববর্ত্তী ১৫৩ পয়ার দ্রষ্টব্য।

২১২। স্বাংশ দুই রকম; পুরুষাবতার ও লীলাবতার। সঙ্কর্ষণাদি পুরুষাবতার এবং মৎস্যকূর্ম্মাদি লীলাবতার।

২১৩-১৪। কৃষ্ণের অবতার ছয় রকম। পুরুষাবতার, লীলাবতার, গুণাবতার, মন্বন্তরাবতার, যুগাবতার এবং শক্ত্যাবেশ অবতার। এই সকলের বিবরণ পরে যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

২১৫। প্রকাশ-বিলাসাদি-রূপে এবং পুরুষাবতারাদি ছয় রকম অবতাররূপে তো শ্রীকৃষ্ণ লীলা করিয়াই থাকেন; তদ্ব্যতীত স্বয়ংরূপে বাল্য ও পৌগণ্ডকে অঙ্গীকার করিয়াও তিনি প্রকট-লীলা করিয়া থাকেন।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বাল্য—পঞ্চম বৎসর বয়স পর্য্যন্ত। **পৌগণ্ড**—বাল্যের পর দশম বৎসর বয়স পর্য্যন্ত। **বিগ্রহের**—স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের দেহের। **ধর্ম্ম**—বিশেষণ। লীলাবিশেষের জন্য অঙ্গীকৃত বিষয়। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ ধর্ম্মী, বাল্য ও পৌগণ্ড তাঁহার ধর্ম্ম। স্বয়ংরূপের নিত্য বয়স হইল কিশোর; তাঁহার দেহকে নিত্যই কিশোর (পনর বৎসর বয়সের) বলিয়া মনে হয়। তিনি বাৎসল্য-রস আস্বাদনের জন্য বাল্য এবং সখ্যরস আস্বাদনের জন্য পৌগণ্ডকে অঙ্গীকার করিয়াছেন। বাল্য ও পৌগণ্ডের ভাবকেও অঙ্গীকার করিয়াছেন। জন্ম হইতে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত দেহের ও মনের যে যে অবস্থা দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণ সেই সমুদয়ই অঙ্গীকার করিয়াছেন; এসব অঙ্গীকার না করিলে বাৎসল্য-রসটীর সম্পূর্ণরূপে আস্বাদন হইত না। যিনি যে রসের পাত্র, সম্যক্ প্রকারে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার না করিলে, ঐ রসটীর আস্বাদন হয় না। বাৎসল্যের পাত্র মাতা; এই রস আস্বাদন করিতে হইলে, সর্ব্বতোভাবে মাতার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। পঞ্চম বৎসর বয়স পর্য্যন্তই ইহা সম্ভব। ঐ সময়মধ্যে মা ছাড়া শিশু আর কিছুই জানে না; মা শাসন করিলেও "মা-মা" বলিয়াই কাঁদে। শিশু দেখিতেছে—মা তাড়না করিতেছেন, তথাপি তাহার মনের ধারণা—মা ছাড়া তাহার আর কেহই নাই। মায়ের দ্বারা তাড়নাপ্রাপ্ত হইয়াও মায়ের কোলে উঠিয়াই সান্ত্বনা লাভ করে। শিশু মায়ের কোল ছাড়া অন্যত্র থাকিতে চায় না; অন্যের কোলে গেলেও মায়ের কোলে বা মায়ের নিকটে আসার জন্যই তাহার মন ব্যাকুল হয়। এই ভাবেই বাৎসল্য-রসটীর আস্বাদন। পাঁচ বৎসরের পরে শিশুর খেলার সাথী-আদি জুটে; এই সাথীদের প্রতি একটু একটু করিয়া শিশুর চিত্ত আকৃষ্ট হইতে থাকে। তখন হইতে, মায়ের কোল ছাড়া অন্যত্রও (সাথীদের সঙ্গে) শিশু আনন্দ পাইতে থাকে। ক্রমে যখন বয়স বাড়িতে থাকে, খেলার সাথীদের সঙ্গ এতই মধুর হইতে মধুর বলিয়া মনে হইতে থাকে যে, তখন মায়ের কোলে থাকিয়াও সাথীদের কথাই মনে করে, সাথীদের নিকটে যাইতে ইচ্ছা করে। যে রসের আকর্ষণে মায়ের কোল ছাড়িয়াও সাথী বা সখাদের নিকটে যাইতে মন ব্যাকুল হয়, তাহাই সখ্যরস। এই রস গাঢ়তা লাভ করিলে, মায়ের সান্নিধ্য, এমন কি আহারাদি ত্যাগ করিয়াও বালক সখাদের সঙ্গে থাকিতে চায় এবং থাকেও। তখন সখাছাড়া বালকের আর কিছুই ভাল লাগেনা; শয়নেও সখার সঙ্গে খেলার স্বপ্নই দেখে। দশম বৎসর বয়স পর্য্যন্তই এইরূপ সম্ভব। দশমের পরে, দেহে যখন কৈশোরের ছায়া পড়িতে থাকে, তখন কেবল সখার সঙ্গই তাহার মনকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না; চিত্তবৃত্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর সঙ্গের অনুসন্ধানে মন প্রবৃত্ত হয়; সুতরাং বাল্যের পর পৌগণ্ডের মধ্যেই সখ্যরসের আস্বাদন সম্ভব। বাৎসল্য ও সখ্যরস আস্বাদনের নিমিত্ত, স্বয়ং নিত্য-কিশোর হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ বাল্যের বয়স, অবস্থা ও ভাব এবং পৌগণ্ডের বয়স, অবস্থা ও ভাবকে অঙ্গীকার করিয়াছেন। বয়স ও অবস্থাকে অঙ্গীকার না করিয়া কেবল ভাবটীকে অঙ্গীকার করিলে, ভাবটী কেবল বাহিরের বস্তুই হইত, অন্তরের বস্তু হইতনা; সুতরাং রসটীরও সম্যক্ আস্বাদন হইত না। ভাব অন্তরে না জাগিলে রসে ডুবিয়া যাওয়া সম্ভব হয় না; রসে না ডুবিলেও রসের সম্যক্ আস্বাদন হয় না। নাট্যকার যেমন বাহ্যিক বেশভূষা ও বাহ্যিক ভাব অবলম্বন করিয়া অভিনয় করিয়া থাকে, কিন্তু অভিনীত বিষয়ে আন্তরিকতার অভাববশতঃ তাহার মন ডুবিতে পারে না; তদ্রূপ কেবল বাহিরে বাল্য বা পৌগণ্ডের ভাবটী মাত্র অঙ্গীকার করিলে, বাৎসল্য বা সখ্য রসে ডুবিয়া ঐ রসের সম্যক্ আস্বাদন করা অসম্ভব। দৈহিক অবস্থার সঙ্গে মনের ভাবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

যাহা হউক, বাল্য ও পৌগণ্ডকে শ্রীকৃষ্ণ অনাদি কাল হইতেই প্রকট-লীলায় অঙ্গীকার করিয়া রস-আস্বাদন করিতেছেন। সুতরাং এই দুইটি স্বরূপও—বাল-কৃষ্ণ এবং পৌগণ্ড-কৃষ্ণ—তাঁহার নিত্য-স্বরূপ; নিত্যবস্তুর ধর্ম্মও নিত্য।

বাল-কৃষ্ণ ও পৌগণ্ড-কৃষ্ণ যখন নিত্যস্বরূপ, আর উভয় স্বরূপের নিত্যস্থিতিই যখন ব্রজে এবং উভয় স্বরূপই যখন ব্রজেন্দ্র-নন্দন, তখন বাল-কৃষ্ণ বা পৌগণ্ড-কৃষ্ণই স্বয়ংরূপ বা অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব হউক? না—বাল-কৃষ্ণ বা পৌগণ্ড-কৃষ্ণ

অনন্তাবতার কৃষ্ণের—নাহিক গণন।
শাখাচন্দ্রন্যায় করি দিগ্‌দরশন ॥ ২১৬

তথাহি (ভাঃ ১৷৩৷২৬)—

অবতারা হ্যসঙ্খ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ ॥ ৩০

প্রথমেই করে কৃষ্ণ পুরুষাবতার।
সেই ত পুরুষ হয় ত্রিবিধ প্রকার ॥ ২১৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অনুক্তসর্ব্বসংগ্রহার্থমাহ অবতারা ইতি। অসংখ্যেয়ত্বে দৃষ্টান্তঃ যথেতি। অবিদাসিনঃ উপক্ষয়শূন্যাৎ। দসু উপক্ষয় ইত্যস্মাৎ। সরসঃ সকাশাৎ কুল্যাঃ অল্পপ্রবাহাঃ ॥ স্বামী। ৩০

গৌর কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

স্বয়ংরূপ নহেন, অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব নহেন ; কারণ, এই দুই স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত শক্তি—ঐশ্বর্য্যশক্তি, মাধুর্য্যশক্তি, কৃপাশক্তি প্রভৃতি—সম্যক্‌রূপে বিকাশ লাভ করে নাই ; শক্তিসমূহের পূর্ণ-পরিণতি এই দুই স্বরূপে নাই।

এত রূপে—অঙ্গ-কান্তিরূপ ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া বাল-কৃষ্ণ ও পৌগণ্ড-কৃষ্ণ পর্য্যন্ত অনন্ত রূপে।

২১৬। **নাহিক গণন**—গণনা করা যায় না, অসংখ্য। **শাখাচন্দ্রন্যায়** ইত্যাদি—শাখাপল্লবের ভিতর দিয়া অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক চন্দ্র দেখানের মত যৎকিঞ্চিৎ বলা হইল।

কোনও গাছের অসংখ্য শাখাপত্রের নীচে দাঁড়াইয়া চন্দ্রকে দেখিতে না পাইয়া যদি কেহ চন্দ্র দেখিতে চায়, তখন যিনি চন্দ্রকে ঐ পত্রাদির ভিতর দিয়া কিছু কিছু দেখিতে পাইতেছেন, তিনি, যে দিকে চন্দ্র আছে, আকাশের সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ (দিক্ দরশন) করিয়া যেমন তাহাকে চন্দ্র দেখান এবং ঐ অঙ্গুলি-নির্দ্দিষ্ট দিকে আকাশে চক্ষু দিয়া ঐ ব্যক্তি যেমন পত্রাদির ভিতর দিয়া সম্পূর্ণ চন্দ্র দেখিতে না পাইয়া চন্দ্রের সামান্য অংশমাত্র দেখে, তদ্রূপভাবে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু সনাতন-গোস্বামীকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রাকৃত জীবকে শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ বুঝাইতেছেন। অসংখ্য-শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ-রূপ চন্দ্র জীবের অজ্ঞানতারূপ শাখাপত্রের প্রভাবে জীবের ইন্দ্রিয়াদির গোচরীভূত হইতেছে না—শ্রীকৃষ্ণ যে শক্তি-বিকাশের তারতম্যানুসারে অনন্ত স্বরূপে বিহার করিতেছেন, জীব তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। জীবের মঙ্গলের জন্য সনাতনগোস্বামী প্রভুর নিকট জিজ্ঞাসু হইলে, তিনি অপ্রাকৃত ধামের দিকে সনাতনের মনকে প্রেরণ করিয়া অনন্ত স্বরূপের মধ্যে অল্প কয়েক স্বরূপের মাত্র পরিচয় দিলেন।

শ্লো। ৩০। **অন্বয়**। দ্বিজাঃ (হে দ্বিজগণ)! অবিদাসিনঃ (উপক্ষয়শূন্য) সরসঃ (সরোবর হইতে) যথা (যেরূপ) সহস্রশঃ (সহস্র সহস্র) কুল্যাঃ (ক্ষুদ্র জলপ্রবাহ), [তথা] সেইরূপ) হি (ই) সত্ত্বনিধেঃ (সত্ত্বনিধি) হরেঃ (হরি হইতে) অসংখ্যেয়াঃ (অসংখ্য) অবতারাঃ (অবতার) স্যুঃ (প্রকাশ পায়েন)।

অনুবাদ। শ্রীসূত শৌনকাদিকে বলিলেন :—হে দ্বিজগণ! অক্ষয় সরোবর হইতে যেমন সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র জল-প্রবাহের উদ্ভব হয়, তদ্রূপ সত্ত্বনিধি হরি হইতে অসংখ্য অবতারের প্রকাশ হয়। ৩০

শ্রীহরিকে অক্ষয়-সরোবরের সঙ্গে তুলনা করার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীহরি হইতে অসংখ্য অবতার প্রকাশিত হইয়া গেলেও তাহাতে তাঁহার পূর্ণতার হানি হয় না ; তাহার কারণ এই যে, শ্রীহরি সত্ত্বনিধি—সমস্ত সত্ত্বার সমস্ত অস্তিত্বের সমুদ্র। সমুদ্র হইতে বাষ্পসমূহ উঠিয়া গেলেও যেমন সমুদ্রের জল হ্রাস প্রাপ্ত হয় না, নিখিল সত্ত্বার আধার শ্রীহরি হইতে অসংখ্য অবতার বাহির হইয়া গেলেও তাহাতে তাঁহার পূর্ণতার হানি হয় না।

"অনন্ত অবতার কৃষ্ণের" ইত্যাদি ২১৬ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

২১৭। এই পয়ারে পুরুষাবতারের কথা বলিতেছেন। **পুরুষাবতার**—যিনি পরমেশ্বরের অংশরূপ, যিনি প্রধান-গুণ-সম্বন্ধের ন্যায় প্রকৃতি ও প্রাকৃতের বীক্ষণ, নিয়মন ও প্রবর্ত্তনাদির কর্ত্তা, যাঁহা হইতে নানাবিধ অবতারের আবির্ভাব হয়, তাঁহাকে "পুরুষ" বলে।

তথাহি শ্রীলঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে (২।৯)
সাত্বততন্ত্রবচনম্—

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ন্ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥ ৩১

অনন্তশক্তিমধ্যে কৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান—
ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি নাম॥ ২১৮
ইচ্ছাশক্তিপ্রধান কৃষ্ণ ইচ্ছায় সর্ব্বকর্ত্তা।
জ্ঞানশক্তিপ্রধান বাসুদেব অধিষ্ঠাতা॥ ২১৯
ইচ্ছা জ্ঞান-ক্রিয়া বিনা না হয় সৃজন।
তিনের তিন শক্তি মিলি প্রপঞ্চ-রচন॥ ২২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রথমেই করেন ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বপ্রথম অবতার হইলেন পুরুষ। "আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য। শ্রীভাঃ ২।৬।৪২॥" **সেইত পুরুষ** ইত্যাদি—পুরুষাবতার তিন রকম; প্রথম পুরুষ, দ্বিতীয় পুরুষ ও তৃতীয় পুরুষ। প্রথম-পুরুষই সহস্রশীর্ষা কারণার্ণবশায়ী নারায়ণ। ইনি সঙ্কর্ষণের অংশ। ইনি তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে মায়াকে স্পর্শ না করিয়াও মায়াতে সৃষ্টিকারিণী শক্তি সঞ্চার করেন এবং জীবরূপ বীর্য্যাধান করেন। তাহাতে প্রকৃতি ক্ষুব্ধ হইলে মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি হয়; এজন্য ইঁহাকে মহৎস্রষ্টা বলে। ইঁহার শক্তিতে প্রকৃতি হইতে অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়। ইনি সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী। দ্বিতীয় পুরুষ গর্ভোদকশায়ী নারায়ণ, ইনিও সহস্রশীর্ষা। প্রথম পুরুষের শক্তিতে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইলে দ্বিতীয় পুরুষ এক এক রূপে এক এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিয়া নিজের স্বেদজলে অন্ধকারময় ব্রহ্মাণ্ডের অর্দ্ধেক ভরিয়া তাহাতে শয়ন করেন; এজন্য ইঁহাকে গর্ভোদকশায়ী বলে। ইনি প্রথম পুরুষের অংশ। ইনি ব্যষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী। তৃতীয় পুরুষই পয়োব্ধিশায়ী বা ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ; ইনি চতুর্ভুজ ও দ্বিতীয় পুরুষের অংশ। দ্বিতীয় পুরুষের নাভিপদ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়া ব্রহ্মা জীব সৃষ্টি করেন। তখন এই তৃতীয় পুরুষ পরমাত্মারূপে প্রত্যেক জীবের অন্তরে প্রবেশ করেন; ইনি ব্যষ্টিজীবের অন্তর্য্যামী। পরবর্ত্তী শ্লোকে তিন পুরুষের প্রমাণ দিতেছেন।

শ্লো। ৩১। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৫।১০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

২১৮। পুরুষাবতার গ্রহণের প্রয়োজন বলিতেছেন। সৃষ্টিকার্য্যের নিমিত্তই পুরুষাবতার।

শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করেন, তাহা এই কয় পয়ারে বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তি; তন্মধ্যে সৃষ্ট্যাদিকার্য্যের জন্য ইচ্ছা-শক্তি, জ্ঞান-শক্তি ও ক্রিয়াশক্তি এই তিন শক্তিই প্রধানতঃ আবশ্যক। যে শক্তিদ্বারা ইচ্ছাকরা যায়, তাহাকে ইচ্ছা-শক্তি, যে শক্তি দ্বারা বিচাপূর্ব্বক কোনও বিষয় নির্দ্ধারণ করা যায়, তাহাকে জ্ঞানশক্তি এবং যে শক্তিদ্বারা ক্রিয়া বা কার্য্য করা যায়, তাহাকে ক্রিয়াশক্তি বলে।

২১৯। ইচ্ছাশক্তি-প্রধান-কৃষ্ণ—কৃষ্ণে ইচ্ছাশক্তিই প্রধান; এজন্য ইচ্ছামাত্রই তিনি সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন। সৃষ্ট্যাদিকার্য্য শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতেই সম্পন্ন হয়। জীবের প্রারব্ধ ভোগের জন্য এবং ভজনাদি-দ্বারা জীবের স্বরূপ উদ্বুদ্ধ করাইবার জন্য করুণাময় শ্রীকৃষ্ণের সৃষ্টির ইচ্ছা হয়। ১।৫।৭ পয়ারের টীকায় "সৃষ্টিলীলাকার্য্য" শব্দের টীকা এবং ৩।২।৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

জ্ঞানশক্তিপ্রধান—বাসুদেবেই জ্ঞানশক্তির প্রাধান্য। **অধিষ্ঠাতা**—বাসুদেবই চিত্তের অধিষ্ঠাতা। কোনও গ্রন্থে "চিত্তাধিষ্ঠাতা" পাঠ আছে। মনের অনুসন্ধানাত্মিকা বৃত্তির নাম চিত্ত। সৃষ্টিকার্য্যের জন্য শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হইলে, চিত্তের অধিষ্ঠাতা বাসুদেব জ্ঞান-শক্তিদ্বারা উপায়াদি পর্য্যালোচনা করেন; তারপর সঙ্কর্ষণের ক্রিয়াশক্তিতে বৈকুণ্ঠের প্রকাশ ও ব্রহ্মাণ্ড-সমূহের সৃষ্টি হয়।

২২০। ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া ইত্যাদি—কোনও কার্য্যই ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি ব্যতীত হয় না। সর্ব্বপ্রথমেই কার্য্যের জন্য ইচ্ছা হয়, তারপর জ্ঞানমূলক বিচারদ্বারা তাহা সম্পাদন করিবার জন্য উপায়াদির উদ্ভাবন হয় এবং সর্ব্বশেষে ক্রিয়াশক্তি বা কর্ম্মকারিণী-শক্তি দ্বারা ঐ উপায়াদির সাহায্যে কার্য্য-নির্ব্বাহ হয়। সৃষ্টিকার্য্যও এই

ক্রিয়াশক্তি-প্রধান সঙ্কর্ষণ বলরাম।
প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি করেন নির্ম্মাণ॥ ২২১

অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
গোলোক বৈকুণ্ঠ সৃজে চিচ্ছক্তিদ্বারায়॥ ২২২

যদ্যপি অসৃজ্য নিত্য চিচ্ছক্তি-বিলাস।
তথাপি সঙ্কর্ষণ-ইচ্ছায় তাহার প্রকাশ॥ ২২৩

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।২)

সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎ পদম্।
তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবম্॥ ৩২

মহৎপদং মহতঃ মহাভগবতঃ পদং মহাবৈকুণ্ঠ-স্বরূপমিত্যর্থঃ। তদ্ধাম তস্য কমলস্য কর্ণিকারে তস্য ভগবতঃ কৃষ্ণস্য ধাম গৃহমিত্যর্থঃ। তদনন্তাংশ-সম্ভবং অনন্তোঽংশো যস্য তস্মাৎ সঙ্কর্ষণাৎ সম্ভবো যস্য তৎ। চক্রবর্ত্তী। ৩২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভাবেই সম্পাদিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তি, বাসুদেবের জ্ঞানশক্তি এবং সঙ্কর্ষণের ক্রিয়াশক্তি এই তিন শক্তি মিলিয়া সৃষ্টিকার্য্য করেন।

২২১। সঙ্কর্ষণেই ক্রিয়াশক্তির প্রাধান্য। ক্রিয়াশক্তির প্রয়োগ করিয়া সঙ্কর্ষণ প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত প্রপঞ্চ রচনা করেন। **প্রাকৃত** সৃষ্টি—অনন্ত কোটি মায়িক ব্রহ্মাণ্ড। **অপ্রাকৃত** সৃষ্টি—গোলোক-বৈকুণ্ঠাদি চিন্ময় ধামসমূহ।

২২২। অপ্রাকৃত ধামাদির সৃষ্টি বলিতেছেন। **অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা**—সঙ্কর্ষণ। গোলোক-বৈকুণ্ঠাদি ধামে লীলা করার জন্য শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হওয়া মাত্রেই সঙ্কর্ষণ, চিচ্ছক্তির বৃত্তিবিশেষ সন্ধিনীশক্তিদ্বারা গোলোক-বৈকুণ্ঠাদি ধাম সৃষ্টি করেন। **সৃজে**—সৃষ্টি করেন। "বৈকুণ্ঠাদিধাম সৃষ্টি করিলেন" বলাতে মনে হইতে পারে, কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে কৃষ্ণের ইচ্ছায় ঐ সকল ধাম তৈয়ার করা হইল; তাহা হইলে, ঐ সকল ধাম অনাদি নহে। বাস্তবিক কথা তাহা নহে; ঐ সকল ধাম অনাদি, নিত্য। পরের পয়ারে তাহা বুঝাইতেছেন। **চিচ্ছক্তিদ্বারায়**—চিচ্ছক্তির বিলাসবিশেষ সন্ধিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বদ্বারা। ১।৪।৫৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২২৩। **অসৃজ্য**—সৃষ্টির অযোগ্য, যাহা নূতন করিয়া সৃষ্টি করা যায়না, যেহেতু নিত্য। **নিত্য**—যাহা অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান আছে। **চিচ্ছক্তিবিলাস**—চিচ্ছক্তির বা সন্ধিনী শক্তির বিভূতি বা ক্রিয়া। মহাপ্রলয়ের অন্তে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের যে ভাবে সৃষ্টি হয়, বৈকুণ্ঠাদি অপ্রাকৃত ধামের সেই ভাবে সৃষ্টি হয়না; কারণ, প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় অপ্রাকৃত ধাম, কোনও সময়েই ধ্বংস হয় না—পরন্তু অনাদি কাল হইতেই বর্ত্তমান আছে। অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান থাকিলেও সঙ্কর্ষণের ইচ্ছাতেই তাহাদের প্রকাশ হয়। বিরজার অপর তীরস্থ চিন্ময় ধামাদি অনাদিকাল হইতেই বর্ত্তমান আছে, সেই সমস্ত ধাম "সর্ব্বগ, অনন্ত বিভু।" সুতরাং মায়িক ব্রহ্মাণ্ডেও তাহাদের ব্যাপ্তি আছে, কিন্তু মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে তাহারা অপ্রকট বা অপ্রকাশ্য অবস্থায় আছে। ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত কোনও স্থানে শ্রীকৃষ্ণ যদি কোনও লীলা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে সঙ্কর্ষণ ঐ স্থানে লীলোপযোগী ধাম প্রকট বা প্রকাশ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছা করিলে পর সঙ্কর্ষণ অপ্রাকৃত ধামাদি (বিরজার অপর তীরস্থ পরব্যোমাদিও) প্রকাশ করিলেন, এই কথা যখন বলা হইল, তখন ঐ সকল ধাম যে অনাদি তাহা কিরূপে বুঝা যায়? ইচ্ছার পরে ত প্রকাশ? উত্তর কৃষ্ণের ইচ্ছাও অনাদিকালে, সঙ্কর্ষণকর্ত্তৃক প্রকাশও অনাদিকালে। পূর্ব্বে ইচ্ছা, পরে প্রকাশ—এসকল উক্তি কেবল ভাষার পরিপাটী মাত্র—মূল বিষয়টী বুঝাইবার জন্য। এই সকল ধাম যে নিত্য, অনাদি এবং সঙ্কর্ষণ হইতে যে তাহাদের প্রকাশ, পরবর্ত্তী শ্লোক তাহার প্রমাণ;

শ্লো। ৩২। **অন্বয়**। সহস্রপত্রং (সহস্রদলবিশিষ্ট) কমলং (পদ্ম—পদ্মের আকৃতিবিশিষ্ট) গোকুলাখ্যঃ (গোকুলনামক) [যৎ] (যে) মহৎপদং (মহা ভগবদ্ধাম) [যৎ] (যে) তৎকর্ণিকারং (সেই পদ্মের কর্ণিকারস্থানীয়)

মায়াদ্বারে সৃজে তেঁহো ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
জড়রূপা প্রকৃতি নহে ব্রহ্মাণ্ড-কারণ ॥ ২২৪
জড় হৈতে সৃষ্টি নহে ঈশ্বর-শক্তি বিনে।
তাহাতে সঙ্কর্ষণ করে শক্তি আধানে ॥ ২২৫
ঈশ্বরের শক্ত্যে সৃষ্টি করয়ে প্রকৃতি।
লোহ যেন অগ্নিশক্ত্যে হয় দাহশক্তি ॥ ২২৬

তথাহি (ভাঃ।১০।৪৬।৩১)—
এতৌ হি বিশ্বস্য চ বীজযোনী
রামো মুকুন্দঃ পুরুষঃ প্রাধনম্।
অন্বীয় ভূতেষু বিলক্ষণস্য
জ্ঞানস্য চেশাত ইমৌ পুরাণৌ ॥ ৩৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অখিলগুরুত্বমেব জনকত্বেন নিয়ন্তৃত্বেন চাহ এতাবিতি। রামো মুকুন্দশ্চেত্যেতৌ বিশ্বস্য বীজযোনী নিমিত্তোপাদানে। ননু পুরুষ-প্রধানয়ো বীজযোনিত্বং প্রসিদ্ধমত আহ পুরুষঃ প্রধানমিতি। পুরুষঃ অংশঃ প্রধানং শক্তিঃ। অতঃ প্রধান-পুরুষাবপ্যেতাবেব ইত্যর্থঃ। এবং জনকত্বমুক্তম্। কিঞ্চ অন্বীয় ভূতেষু ভূতেষু অনুপ্রবিশ্য ভূতানাং তদুপহিতস্য বিলক্ষণস্য নানাভেদস্য জ্ঞানস্য জীবস্য চ ঈশাতে ঈশ্বরৌ নিয়ন্তারৌ ভবতঃ। কুতঃ পুরাণৌ অনাদী। অনাদিত্বাৎ কারণত্বং ততশ্চ নিয়ন্তৃত্বমিত্যর্থঃ। স্বামী। ৩৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তদ্ধাম (শ্রীকৃষ্ণের গৃহ) তৎ (তাহা) অনন্তাংশসম্ভবম্ (অনন্ত যাঁহার অংশ, সেই শ্রীসঙ্কর্ষণ হইতে প্রকাশ পাইয়াছে)।

অনুবাদ। সহস্রদল-পদ্মের আকৃতিবিশিষ্ট গোকুলনামক যে মহা ভগবদ্ধাম এবং সেই পদ্মের কর্ণিকার (মধ্যস্থল)-সদৃশ যে শ্রীকৃষ্ণগৃহ, তাহা শ্রীসঙ্কর্ষণ হইতে প্রকাশ পাইয়াছে। ৩২

১।৩।৩ পয়ারের টীকায় গোকুলের বর্ণনা দ্রষ্টব্য।

২২৪। এক্ষণে প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-প্রকার বলিতেছেন। **মায়াদ্বারে** ইত্যাদি—সঙ্কর্ষণ মায়াদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডসমূহকে সৃষ্টি করেন। সৃষ্টিকার্য্যে মায়া, কুম্ভকারের চাকার ন্যায়, আনুষঙ্গিক কারণ মাত্র। ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ দুইই সঙ্কর্ষণ। ভূমিকায় **"সৃষ্টিতত্ত্ব"-প্রবন্ধ** এবং ১।৫।১২ পয়ারের এবং ২।২০।২১১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

জড়রূপা প্রকৃতি ইত্যাদি –১।৫।৫১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২২৫। জড়হৈতে সৃষ্টি ইত্যাদি—ভূমিকায় **"সৃষ্টিতত্ত্ব"** প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। **তাহাতে**—সেইজন্য; ঈশ্বর-শক্তিব্যতীত কেবল জড়-প্রকৃতি হইতে সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না বলিয়া। **শক্তি-আধানে**—শক্তি স্থাপন করেন। অচেতন—জড়রূপা প্রকৃতিদ্বারা এই বৈচিত্রীময় বিশ্বের সৃষ্টি সম্ভব নহে; ঈশ্বরের শক্তিতে সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে, সুতরাং ঈশ্বরই জগতের কারণ—তাহাই এই পয়ার হইতে জানা যায়।

২২৬। লোহ যেন ইত্যাদি—১।৫।৫২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "হয়"-স্থলে "ধরে" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। প্রকৃতির নিজের সৃষ্টি-শক্তি নাই, ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমতী হইয়াই প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকে; সুতরাং ঈশ্বরই জগতের কারণ—ইহাই এই পয়ারের মর্ম্ম।

শ্লো। ৩৩। অন্বয়। রামঃ (বলরাম) **মুকুন্দঃ** চ (এবং **মুকুন্দ-শ্রীকৃষ্ণ**) এতৌ হি (এই দুই জনই) বিশ্বস্য চ (বিশ্বের) বীজযোনী (নিমিত্ত ও উপাদান কারণ); **পুরুষঃ** (পুরুষ) **প্রধানং** চ (এবং প্রকৃতি)। পুরাণৌ (অনাদিসিদ্ধ) ইমৌ (এই দুইজন) ভূতেষু (ভূতসমূহের মধ্যে) অন্বীয় (অনুপ্রবেশ করিয়া) বিলক্ষণস্য (নানাভেদবিশিষ্ট) জ্ঞানস্য (জীবের) ঈশাতে (নিয়ন্তা হয়েন)।

সৃষ্টিহেতু যেই মূর্ত্তি প্রপঞ্চে অবতরে।
সেই ঈশ্বরমূর্ত্তি 'অবতার' নাম ধরে ॥ ২২৭

মায়াতীত পরব্যোমে সভার অবস্থান।
বিশ্বে অবতরি ধরে 'অবতার' নাম ॥ ২২৮

মায়া অবলোকিতে হয় শ্রীসঙ্কর্ষণ।
পুরুষরূপে অবতীর্ণ হইলা প্রথম ॥ ২২৯

তথাহি (ভাঃ ১।৩।১)—
জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহাদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া ॥ ৩৪

তথাহি (ভাঃ ২।৬।৪২)
আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য
কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ।
দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি
বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ ॥ ৩৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। উদ্ধব নন্দমহারাজকে বলিলেন—রাম ও কৃষ্ণ এই দুইজনই বিশ্বের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ; (এই দুই জনার অংশই) পুরুষ এবং (তাঁহাদের শক্তিই) প্রকৃতি। অনাদিসিদ্ধ এই দুইজন (অন্তর্য্যামিরূপে) ভূতসমূহের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নানাভেদবিশিষ্ট জীবের নিয়ন্তা হয়েন। ৩৩

শ্রীউদ্ধব বলিলেন—কৃষ্ণ ও বলরাম এই বিশ্বের **বীজযোনী**—বীজ ও যোনি, নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ। যদি বলা যায়, পুরুষ এবং প্রধানই তো বিশ্বের কারণ বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে? তদুত্তরে বলিতেছেন—এই দুই জনই পুরুষ এবং প্রধান (বা প্রকৃতি); পুরুষ হইলেন ইঁহাদের অংশ, আর ইঁহারা হইলেন পুরুষের অংশী; অংশী ও অংশে কোনও ভেদ নাই বলিয়া ইঁহাদিগকে পুরুষ বলা হইয়াছে। আবার, প্রধান বা প্রকৃতি হইল ইঁহাদের শক্তি; শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ বলিয়া ইঁহাদিগকেই এস্থলে প্রকৃতি বলা হইয়াছে। সুতরাং যেস্থলে পুরুষ ও প্রকৃতিকে জগতের কারণ বলা হইয়াছে, সেস্থলেও জগতের কারণত্ব রামকৃষ্ণেই পর্য্যবসিত হইতেছে। ইঁহারা **পুরাণৌ**—পুরাণ পুরুষ, বা অনাদিসিদ্ধ বলিয়া ইঁহাদের কোনও কারণ নাই, পরন্তু ইঁহারাই সকলের কারণ। ইঁহারাই আবার অন্তর্য্যামিরূপে **ভূতেষু**—বিশ্বস্থ ভূতসমূহের মধ্যে **অন্বীয়**—অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, অন্তর্য্যামিরূপে সকলের মধ্যে অবস্থান করিয়া **বিলক্ষণস্য**—বৈচিত্রীময় বা (পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ-দেবতা-মনুষ্যাদি) নানাবিধ-ভেদবিশিষ্ট **জ্ঞানস্য**—জ্ঞানস্বরূপ (বা চিৎ-স্বরূপ) জীবের **ঈশাতে**—নিয়ন্তা হইয়া থাকেন। অন্তর্য্যামিরূপে ইঁহারাই সকল জীবের নিয়ন্তা।

রাম-কৃষ্ণ অভিন্নবিগ্রহ বলিয়া এবং সঙ্কর্ষণ শ্রীবলরামেরই অংশ বলিয়া (অর্থাৎ শ্রীবলরামই সঙ্কর্ষণরূপে জগৎ সৃষ্টি করেন বলিয়া) এই শ্লোকে রাম-কৃষ্ণকে বিশ্বের কারণ বলায় সঙ্কর্ষণেরই জগৎ-কারণত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে; এইরূপে পূর্ব্ববর্ত্তী ২২৫-২৬ পয়ারের প্রমাণ হইল এই শ্লোক।

২২৭। অবতারের লক্ষণ বলিতেছেন। সৃষ্ট্যাদি বিশ্বের কার্য্যের জন্য, স্বয়ংরূপাদি, স্বয়ং অথবা অন্য কোনও স্বরূপে, নূতনের ন্যায় প্রপঞ্চে আবির্ভূত হইলে, ঐ আবির্ভূত স্বরূপকে **"অবতার"** বলে। পূর্ব্বোক্তো বিশ্বকার্য্যার্থমপূর্ব্বা ইব চেৎ স্বয়ম্। দ্বারান্তরেণ বাবিঃস্যুরবতারাস্তদা স্মৃতাঃ ॥ ল, ভা কৃ, ২॥"

২২৮। অবতাররূপে যে যে স্বরূপ আবির্ভূত হন, পরব্যোমে তাঁহাদের সকলেরই পৃথক্ পৃথক্ ধাম আছে; সেই ধামেই তাঁহারা নিত্য অবস্থান করেন।

মায়াতীত পরব্যোমে—মায়ার অতীত (অর্থাৎ অপ্রাকৃত চিন্ময়) যে পরব্যোম ধাম, তাহাতে। **বিশ্বে অবতরি** ইত্যাদি—তাঁহারা যখন জগতে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তাঁহাদিগকে অবতার বলা হয়;

২২৯। মায়া অবলোকিতে—সৃষ্টি-শক্তি সঞ্চার করিবার উদ্দেশ্যে মায়া বা প্রকৃতির প্রতি অবলোকন (দৃষ্টি) করিবার জন্য শ্রীসঙ্কর্ষণ সর্ব্বপ্রথমে পুরুষ (কারণার্ণবশায়ী)-রূপে অবতীর্ণ হয়েন। ইনিই প্রথম অবতার এবং সমস্ত অবতারের বীজ; ইঁহাকে প্রথম পুরুষ বলে। ১।৫।৭০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৩৪-৩৫। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৫।১৩, ১২ শ্লোকদ্বয়ে দ্রষ্টব্য।

সেই পুরুষ বিরজাতে করিল শয়ন।
'কারণাব্ধিশায়ী' নাম জগৎ-কারণ ॥ ২৩০
কারণাব্ধি-পারে হয় মায়ার নিত্য স্থিতি।
বিরজার পারে পরব্যোমে নাহি গতি ॥ ২৩১

তথাহি (ভাঃ ২।৯।১০)—
প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ
সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরে-
রনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ ॥ ৩৬

মায়ার যে দুই বৃত্তি—'মায়া আর প্রধান'।
'মায়া' নিমিত্তহেতু বিশ্বের উপাদান 'প্রধান' ॥ ২৩২
সেই পুরুষ মায়া-পানে করে অবধান।
প্রকৃতি ক্ষোভিত করি করে বীর্য্যাধান ॥ ২৩৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তয়োস্তাভ্যাং মিশ্রঃ সত্ত্বঞ্চ ন বর্ত্ততে কিন্তু শুদ্ধমেব সত্ত্বম্। কালবিক্রমো নাশঃ। অপরে রাগলোভাদয়ো ন সন্তীতি কিমুত বক্তব্যম্। অনুব্রতাঃ পার্ষদাঃ। স্বামী। ৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২২৯ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

২৩০। **সেই পুরুষ**—সেই প্রথম পুরুষ; মায়ার প্রতি দৃষ্টি করিবার নিমিত্ত সঙ্কর্ষণ যে রূপে সর্ব্বপ্রথমে অবতীর্ণ হইলেন, সেই পুরুষ। **বিরজা**—কারণসমুদ্র। ১।৫।৪৩-৪৬ পয়ার দ্রষ্টব্য। **কারণাব্ধিশায়ী**—কারণসমুদ্রে শয়ন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছে কারণাব্ধিশায়ী পুরুষ। **অব্ধি**—সমুদ্র। **জগৎ-কারণ**—তিনিই জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ। ১।৫।৫০-৬০ পয়ার দ্রষ্টব্য।

২৩১। বিরজার এক দিকে চিন্ময় ধাম, আর এক দিকে মায়িক ব্রহ্মাণ্ড। যে দিকে মায়িক ব্রহ্মাণ্ড, সেই পাড়েই প্রকৃতির নিত্য অবস্থান। যে স্থানে পরব্যোমাদি চিন্ময় ধাম আছে, সেই পাড়ে মায়া যাইতে পারে না। ১।৫।৪৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো।। ৩৬। অন্বয়। যত্র (যেস্থানে—যে বৈকুণ্ঠে) রজঃ (রজোগুণ) তমঃ (তমোগুণ) তয়োঃ মিশ্রং (রজস্তমো গুণের সহচর) সত্ত্বং (প্রাকৃত সত্ত্ব গুণ) কালবিক্রমঃ চ (এবং কাল বিক্রম - কালের প্রভাবও) ন প্রবর্ত্ততে (বর্ত্তমান নাই); যত্র (যেস্থানে) মায়া ন (মায়াই নাই) কিমুত অপরে (মায়াকার্য্য রাগলোভাদির কথা আর কি বলিব); যত্র (যেস্থানে) সুরাসুরার্চ্চিতাঃ (সুরাসুরপূজিত) হরেঃ (শ্রীহরির) অনুব্রতাঃ (পার্ষদগণ) [সন্তি] (আছেন)।

অনুবাদ। শ্রীনারদের প্রতি ব্রহ্মা বলিলেন :—যে বৈকুণ্ঠে রজোগুণ, তমোগুণ এবং তৎসহচর জড় সত্ত্বগুণ ও কালবিক্রম (নাশ) নাই, যে বৈকুণ্ঠে যখন মায়াই নাই, তখন যে মায়ার কার্য্য রাগলোভাদি নাই, ইহা আর কি বলিব? বৈকুণ্ঠে সুরাসুর-পূজিত ভগবৎপার্ষদ আছেন। ৩৬

২৩১ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

২৩২। মায়ার দুইটী বৃত্তি—জীবমায়া ও গুণমায়া। **মায়া আর প্রধান**—এস্থলে মায়া বলিতে জীবমায়া এবং প্রধান বলিতে গুণমায়াকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। জীবমায়া হইল জগতের গৌণ নিমিত্ত-কারণ এবং গুণমায়া হইল গৌণ উপাদান-কারণ। বিশেষ বিচার ১।৫।৫০ পয়ারের টীকায় এবং ১।১।২৪ শ্লোকের টীকায় দ্রষ্টব্য।

২৩৩। পুরুষ কিরূপে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিলেন, তাহা বলিতেছেন।

সেই পুরুষ—কারণাব্ধিশায়ী পুরুষ। **করে অবধান**—দৃষ্টি করেন। **ক্ষোভিত করি**—মহাপ্রলয়ে প্রকৃতিতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ সাম্যাবস্থায় থাকে। দৃষ্টিদ্বারা পুরুষ যখন তাহাতে শক্তি সঞ্চার করেন, তখন ঐ গুণত্রয়ের

সাঙ্গবিশেষাভাসরূপে প্রকৃতি-স্পর্শন।
জীবরূপ বীজ তাতে কৈল সমর্পণ ॥ ২৩৪

তথাহি (ভাঃ ৩।২৬।১৯)—
দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃপুমান্।
আধত্ত বীর্য্যং সাসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ম্ ॥ ৩৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ইদানীং তত্ত্বানামুৎপত্তিপূর্ব্বকং লক্ষণান্যাহ দৈবাদিত্যাদিনা এতান্যসংহত্যেত্যতঃ প্রাক্তনেন গ্রন্থেন। তত্র চিত্তস্যোৎপত্তিপূর্ব্বকং লক্ষণমাহ চতুর্ভিঃ। দৈবাৎ জীবাদৃষ্টাৎ ক্ষুভিতা ধর্ম্মা গুণা যস্যাঃ। যোনৌ অভিব্যক্তিস্থানে প্রকৃতৌ বীর্য্যং চিচ্ছক্তিম্। সা প্রকৃতিঃ মহত্তত্ত্বমসূত। মহতঃ স্বরূপমাহ হিরণ্ময়ং প্রকাশবহুলম্। স্বামী।

দৈবমত্র কাল এব পূর্ব্বসংবাদাৎ জীবাদৃষ্টস্যাপি প্রকৃতৌ লীনত্বাৎ। বীর্য্যং জীবাখ্যচিদ্রূপশক্তিম্। ইমাস্তিস্রো দেবতা ইতি শ্রুতেঃ। শ্রীজীব। ৩৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়; তখনই বলা হয়, প্রকৃতি ক্ষোভিত বা ক্ষুব্ধা হইল। **বীর্য্যাধ্যান**—ক্ষুব্ধা প্রকৃতিতে জীবরূপ বীর্য্য সঞ্চার করেন। **বীর্য্য**—বীজ, মূলহেতু; সৃষ্টির মূল উপাদান।

২৩৪। **স্বাঙ্গবিশেষাভাস** ইত্যাদি। প্রকৃতিতে জীবরূপ বীর্য্য সঞ্চার করার সময়ে পুরুষ প্রকৃতিকে সাক্ষাদ্ ভাবে স্পর্শ করেন না; নিজের অঙ্গবিশেষের জ্যোতিঃ (আভাস) দ্বারা মাত্র স্পর্শ করেন; এই জ্যোতিঃ-স্পর্শেই প্রকৃতি ক্ষুব্ধ হয় এবং জগতের মূল উপাদান জীবরূপ বীর্য্য প্রাপ্ত হয়। **স্বাঙ্গ**—নিজের অঙ্গ; কোনও গ্রন্থে "স্বাংশ" পাঠ আছে। **স্বাঙ্গবিশেষাভাস**—নিজের অঙ্গবিশেষের আভাস বা জ্যোতিঃ। এই বিশেষ অঙ্গটী কি? পুরুষ তাঁহার কোন্ অঙ্গের জ্যোতিঃদ্বারা প্রকৃতিকে স্পর্শ করিলেন? শ্রুতি বলেন, সৃষ্টির প্রারম্ভে "স ঐক্ষত"—"স ঈক্ষাঞ্চক্রে" তিনি প্রকৃতিকে দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতেই প্রকৃতি ক্ষুভিত হয়। দৃষ্টি চক্ষুরই কার্য্য; সুতরাং পুরুষের চক্ষুর জ্যোতিঃই যে প্রকৃতিকে স্পর্শ করিয়াছিল, ইহাই বুঝা যায়। অতএব স্বাঙ্গবিশেষ-অর্থ এস্থলে পুরুষের চক্ষু বলিয়াই মনে হয়।

শ্লো। ৩৭। **অন্বয়।** দৈবাৎ (কালবশে) ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং (যাহার সত্ত্বাদিগুণ ক্ষুভিত হইয়াছে, সেই) স্বস্য (স্বীয়) যোনৌ (যোনিতে—প্রকৃতিতে) পরঃ পুমান্ (পরম-পুরুষ—কারণার্ণবশায়ী আদ্য অবতার) বীর্য্যং (জীবাখ্য চিদ্রূপা শক্তি) আধত্ত (স্থাপন করেন); সা (সেই প্রকৃতি) হিরণ্ময়ং (প্রকাশবহুল) মহত্তত্ত্বং (মহতত্ত্বকে) অসূত (প্রসব করেন)।

অনুবাদ। কালবশে প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণ ক্ষুভিত হইলে পরম-পুরুষ—আদ্য-অবতার কারণার্ণবশায়ী পুরুষ—সেই প্রকৃতিতে বীর্য্যের (জীবাখ্য চিদ্রূপা শক্তির, জীবের) আধান করেন। তখন সেই প্রকৃতি প্রকাশবহুল মহত্তত্ত্বকে প্রসব করেন। ৩৭

দৈবাৎ—দৈবমত্রকাল এব (শ্রীজীব); এস্থলে দৈব-শব্দে কালকে বুঝাইতেছে; দৈবাৎ অর্থ কালবশে, কালের প্রভাবে। (শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন, "দৈবাৎ—জীবাদৃষ্টাৎ"; দৈব—জীবের অদৃষ্ট; কিন্তু শ্রীজীবগোস্বামী বলেন—মহাপ্রলয়ে জীবাদৃষ্ট যখন প্রকৃতিতেই লীন থাকে, তখন জীবাদৃষ্টবশতঃ প্রকৃতির ক্ষুব্ধ হওয়া সম্ভব নয়; সুতরাং দৈব-অর্থ এস্থলে জীবাদৃষ্ট না হইয়া কাল হওয়াই সঙ্গত)। পুরুষ দৃষ্টি দ্বারা শক্তি সঞ্চার করামাত্রই প্রকৃতি ক্ষুভিতা হয়েন না, তজ্জন্য যথোপযুক্ত সময়ের প্রয়োজন—অম্লযোগে দুগ্ধ দধিতে পরিণত হওয়ার জন্যও যেমন কিছু সময়ের দরকার হয়, তদ্রূপ। (ভূমিকায় সৃষ্টিতত্ত্ব-প্রবন্ধে "কালের সহায়তা" দ্রষ্টব্য)। যাহা হউক, যথাসময়ে প্রকৃতির গুণসমূহ ক্ষুভিত হইলে আদ্য-অবতার পুরুষ সেই প্রকৃতিতে বীর্য্যং—জীবাখ্যচিদ্রূপশক্তিম্ (শ্রীজীব), জীব-নামক চিদ্রূপশক্তি, জীবরূপ বীর্য্য স্থাপন করেন। কোনও জীব (পুরুষ) স্ত্রীযোনিতে বীর্য্যাধান করিলে যথাসময়ে স্ত্রীলোকটী যেমন সন্তান প্রসব করিয়া থাকে, তদ্রূপ কারণার্ণবশায়িরূপ পুরুষ প্রকৃতিরূপ যোনিতে জীবরূপ বীর্য্য স্থাপন করাতে

তবে মহত্তত্ত্ব হৈতে ত্রিবিধ অহঙ্কার।
যাহা হৈতে দেবতেন্দ্রিয়-ভূতের প্রচার॥ ২৩৫

তথাহি তত্রৈব (ভাঃ ৩।৫।২৩)—
কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্॥ ৩৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

কালবৃত্ত্যা কালশক্ত্যা গুণময্যাং ক্ষুভিতগুণায়াং অধোক্ষজঃ পরমাত্মা আত্মাংশভূতেন পুরুষেণ প্রকৃত্যধিষ্ঠাতৃরূপেণ বীর্য্যং চিদাভাসম্ আধত্ত। বীর্য্যবান্ চিচ্ছক্তিযুক্তঃ। স্বামী।

সৃষ্টিমাহ কালবৃত্ত্যেতি। ভগবানেক আসেদমিতি পূর্ব্বোক্তাৎ অধোক্ষজো ভগবান্। পুরুষেণ প্রকৃতিদ্রষ্ট্রা। আত্মভূতেন স্বাংশেন দ্বারভূতেন। কালো বৃত্তি র্যস্যাং তয়া মায়য়া নিমিত্তভূতয়া গুণময্যাং মায়ায়াং অব্যক্তে বীর্য্যং জীবাখ্যমাধত্ত। শ্রীজীব। ৩৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রকৃতি মহত্তত্ত্ব স্বরূপ সন্তানকে প্রসব করিলেন। তাৎপর্য্য এই যে—গুণক্ষুব্ধা প্রকৃতিতে কারণার্ণবশায়ী পুরুষ যখন সূক্ষ্ম জীবকে নিক্ষেপ করিলেন, তখন তাঁহার শক্তিতেই জীবাদৃষ্টের অনুকূল ভাবে প্রকৃতি পরিণাম প্রাপ্ত হইতে থাকে; (মহাপ্রলয়ে জীবাদৃষ্ট প্রকৃতিতেই লীন থাকে; প্রকৃতি ক্ষুভিত হইলে তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠে); এইরূপে পরিণাম প্রাপ্তির প্রথম স্তরের নাম—প্রকৃতির প্রথম পরিণতির নামই—মহত্তত্ত্ব। এই মহত্তত্ত্ব হিরণ্ময়ং—প্রকাশবহুল। ভূমিকায় "সৃষ্টিতত্ত্ব" প্রবন্ধে "মহত্তত্ত্ব" দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৩৮। অন্বয়। কালবৃত্ত্যা (কালশক্তিদ্বারা) গুণময্যাং (গুণময়ী—ক্ষুভিতগুণা) মায়ায়াং (প্রকৃতিতে) বীর্য্যবান্ (মাহাশক্তিশালী) অধোক্ষজঃ (ভগবান্—শ্রীকৃষ্ণ) আত্মভূতেন (স্বীয় অংশভূত—অংশস্বরূপ) পুরুষের (প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা পুরুষরূপে) বীর্য্যং (জীবরূপ বীর্য্য) আধত্ত (স্থাপন করেন)।

অনুবাদ। কালশক্তি-প্রভাবে প্রকৃতির গুণ ক্ষুভিত হইলে মহাশক্তিশালী ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) স্বীয় অংশভূত (প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা) পুরুষের দ্বারা সেই প্রকৃতিতে জীবরূপ বীর্য্যের আধান করেন। ৩৮

কালবৃত্ত্যা—পূর্ব্ব শ্লোকে দৈবাৎ-শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। **অধোক্ষজঃ**—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ; তাঁহারই **আত্মভূতেন**—অংশস্বরূপ **পুরুষেণ**—কারণার্ণবশায়ী পুরুষের দ্বারা। কারণার্ণবশায়ী পুরুষ যে শ্রীকৃষ্ণের অংশ-স্বরূপ, তাহাই বলা হইল; এই পুরুষই সাক্ষাদ্ভাবে প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা বলিয়া গুণক্ষুব্ধা প্রকৃতিতে তিনিই জীবরূপ বীর্য্যের আধান করেন। **বীর্য্যং**—জীবাখ্যম্ (শ্রীজীব)। **বীর্য্যবান্**—চিচ্ছক্তিযুক্ত (স্বামী)।

পুরুষ যে মায়াতে "জীবরূপ বীজ তাতে কৈল সমর্পণ" এই ২৩৪ পয়ারোক্তির প্রমাণ উক্ত দুই শ্লোক।

২৩৫। তবে মহত্তত্ত্ব হৈতে—প্রকৃতি মহত্তত্ত্বে পরিণত হইলে, সেই মহত্তত্ত্ব হইতে (পূর্ব্ববর্ত্তী ৩১ শ্লোকে টীকা দ্রষ্টব্য)। **ত্রিবিধ অহঙ্কার**—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক অহঙ্কার। **যাহা হৈতে**—যে ত্রিবিধ অহঙ্কার হইতে। **দেবতেন্দ্রিয় ভূতের প্রচার**—কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ, দশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ মহাভূতের প্রকাশ হয় ত্রিবিধ অহঙ্কার হইতে। ভূমিকায় সৃষ্টিতত্ত্ব-প্রবন্ধের "অহঙ্কার" হইতে "দশ ইন্দ্রিয়"-পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।

পুরুষ দৃষ্টিদ্বারা শক্তি সঞ্চার করিলে প্রকৃতির সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়; ইহাই প্রকৃতির প্রথম বিকার। প্রকৃতির প্রথম বিকৃত অবস্থায় তাহাকে মহত্তত্ত্ব বলে। শক্তির ক্রিয়াতে গুণত্রয়ের মধ্যে বিক্ষোভ বা আলোড়ন চলিতে থাকে; তাহার ফলে গুণত্রয়ের পরস্পর সংযোগ-বিয়োগ হইতে থাকে; এই সংযোগ-বিয়োগের ফলে মহত্তত্ত্ব হইতে তিনটি অহঙ্কারের সৃষ্টি হয়; যে অহঙ্কারে সত্ত্বগুণের আধিক্য হয়, তাহাকে সাত্ত্বিক অহঙ্কার, যে অহঙ্কারে রজোগুণের আধিক্য হয়, তাহাকে রাজসিক অহঙ্কার এবং যে অহঙ্কারে তমোগুণের আধিক্য, তাহাকে তামসিক অহঙ্কার বলে। পরে সাত্ত্বিক

সর্ব্বতত্ত্ব মিলি স্বজিল ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড—তার নাহিক গণন॥ ২৩৬
এঁহো মহৎস্রষ্টা পুরুষ—'মহাবিষ্ণু' নাম।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার লোমকূপে ধাম॥ ২৩৭
গবাক্ষে উড়িয়া যৈছে রেণু আয় যায়।
পুরুষ-নিশ্বাস-সহ ব্রহ্মাণ্ড বাহিরায়॥ ২৩৮
পুনরপি নিশ্বাস-সহ যায় অভ্যন্তর।
অনন্ত ঐশ্বর্য্য তাঁর—সব মায়া-পর॥ ২৩৯

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৪৮)—

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ৩৯

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগণের এঁহো অন্তর্য্যামী।
কারণাব্ধিশায়ী সব জগতের স্বামী॥ ২৪০
এই ত কহিল প্রথম পুরুষের তত্ত্ব।
দ্বিতীয় পুরুষের এবে শুনহ মহত্ত্ব॥ ২৪১
সেই পুরুষ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড স্বজিয়া।
একৈকমূর্ত্ত্যে প্রবেশিলা বহুমূর্ত্তি হৈয়া॥ ২৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অহঙ্কার হইতে দেবতাগণ, রাজসিক অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়গণ এবং তামসিক অহঙ্কার হইতে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চ মহাভূতের জন্ম হয়।

২৩৬। **সর্ব্বতত্ত্ব**—মহত্তত্ত্ব, দেবতা, ইন্দ্রিয় এবং মহাভূত, এই সকল তত্ত্ব। অন্তর্য্যামী পুরুষের প্রেরণায় এই সকল তত্ত্বের যথাযথ মিলনে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়। এই সকল ব্রহ্মাণ্ডও সূক্ষ্মরূপ। ভূমিকায় "সৃষ্টিতত্ত্বে" "বিকারসমূহের মিলনের অসামর্থ্য" হইতে "বহু অণ্ডের সৃষ্টি" পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য। শ্রীঅদ্বৈতই প্রকৃতির উপাদানাংশের অধিষ্ঠাতারূপে মহত্তত্ত্বাদিদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেন। "অদ্বৈতরূপে উপাদান হয় নারায়ণ। * * *। উপাদান অদ্বৈত করেন বিশ্বের সৃজন। ১।৬।১৩-১৪॥" "শ্রীঅদ্বৈততত্ত্বানুসারেণ ইদমত্র জ্ঞেয়ং প্রথমপুরুষঃ মহত্তত্ত্বাদিকং সৃজতি তদবতারঃ শ্রীঅদ্বৈতস্তু তেন মহত্তত্ত্বাদিনা ব্রহ্মাণ্ডং সৃজতি।"—এই পয়ারের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ।

২৩৭। **এঁহো**—প্রথম পুরুষ কারণার্ণবশায়ী। ইঁহার আর একটী নাম "মহাবিষ্ণু"। **মহৎস্রষ্টা**—ইনি নিমিত্ত-কারণরূপে প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি করিয়া শক্তি সঞ্চার করাতে প্রকৃতি ক্ষুব্ধ হইয়া মহত্তত্ত্বে পরিণত হয়; এজন্য ইঁহাকে "মহৎস্রষ্টা" বা মহত্তত্ত্বের সৃষ্টিকর্ত্তা বলে। **ধাম**—অবস্থিতির স্থান।

এই মহাবিষ্ণুর লোমকূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অধিষ্ঠিত। ১।৫।৬০-৬২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৩৮-৩৯। ১।৫।৬০-৬২ পয়ার ও তত্তৎটীকা দ্রষ্টব্য।

মায়া-পর—মায়ার অতীত; অপ্রাকৃত; কারণার্ণবশায়ী পুরুষের সমস্ত ঐশ্বর্য্যই অপ্রাকৃত; তাঁহার ঐশ্বর্য্য-প্রকাশে মায়ার কোনও সংস্পর্শ নাই।

শ্লো। ৩৯। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৫।১৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। ২৩৭-৩৯ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

২৪০। **অন্তর্য্যামী**—নিয়ামক। কোন কোন গ্রন্থে "সমস্ত" স্থলে "সমষ্টি" পাঠ আছে। **সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগণের**—সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের, ব্যষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের নহে। মহত্তত্ত্ব হইতেই ব্রহ্মাণ্ডসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে, এবং মহাপ্রলয়ে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই মহত্তত্ত্বে পরিণত হয়। এই মহত্তত্ত্বের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া প্রথম পুরুষকে সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী বলা হইল।

২৪১। তিন রকম পুরুষাবতারের মধ্যে প্রথম পুরুষের কথা বলিয়া এক্ষণে দ্বিতীয় পুরুষের কথা বলিতেছেন।

২৪২। **সেই পুরুষ**—প্রথম পুরুষ। **ব্রহ্মাণ্ড স্বজিয়া**—প্রথম পুরুষই অদ্বৈতরূপে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেন। প্রথম পুরুষের তিনটী রূপ; যে অংশে তিনি নিমিত্ত-কারণরূপে প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি করেন, তাহাকে বলে "মহাবিষ্ণু"

প্রবেশ করিয়া দেখে সব অন্ধকার।
রহিতে নাহিক স্থান, করিল বিচার ॥ ২৪৩
নিজাঙ্গস্বেদজলে ব্রহ্মাণ্ডার্দ্ধ ভরিল।
সেই জলে শেষ-শয্যায় শয়ন করিল ॥ ২৪৪
তাঁর নাভিপদ্ম হৈতে উঠিল এক পদ্ম।
সেই পদ্মে হইল ব্রহ্মার জন্মসদ্ম ॥ ২৪৫
সেই পদ্মনালে হৈল চৌদ্দ ভুবন।
তেঁহো ব্রহ্মা হঞা সৃষ্টি করিল সৃজন ॥ ২৪৬
বিষ্ণুরূপ হঞা করে জগত-পালনে।
গুণাতীত বিষ্ণু—স্পর্শ নাহি মায়া-সনে ॥ ২৪৭
রুদ্র রূপ ধরি করে জগত-সংহার।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ইচ্ছায় যাঁহার ॥ ২৪৮
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তাঁর গুণ-অবতার।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের তিনে অধিকার ॥ ২৪৯
হিরণ্যগর্ভ-অন্তর্যামী গর্ভোদকশায়ী।
সহস্রশীর্ষাদি করি বেদে যারে গাই ॥ ২৫০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(নিমিত্তাংশে করেন তিঁহো মায়ার ঈক্ষণ। ১।৬।১৪॥)। আর যে অংশে তিনি উপাদানরূপে মহত্তত্ত্বাদিদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেন, তাহাকে বলে "অদ্বৈত" (উপাদান অদ্বৈত করেন ব্রহ্মাণ্ড সৃজন। ১।৬।১৪॥) এবং যে অংশে তিনি প্রত্যেক ব্যষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ামক বা অন্তর্য্যামী হয়েন, তাহাকে বলে "দ্বিতীয় পুরুষ" বা "গর্ভোদকশায়ী"; যত ব্রহ্মাণ্ড, তত জন দ্বিতীয় পুরুষ। **একৈকমূর্ত্ত্যে** ইত্যাদি—প্রথম পুরুষ বহুমূর্ত্তি ধারণ করিয়া এক এক মূর্ত্তিতে এক এক ব্রহ্মাণ্ডে অনুপ্রবেশ করেন।

২৪৩। **প্রবেশ করিয়া**—দ্বিতীয় পুরুষ।

২৪৪। **নিজাঙ্গ-স্বেদজলে**—নিজের অঙ্গ-নিঃসৃত ঘর্ম্মজলদ্বারা। **ব্রহ্মাণ্ডার্দ্ধ**—ব্রহ্মাণ্ডের অর্দ্ধেক। নিজের ঘর্ম্মজলে অর্দ্ধেক ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া ঐ জলের উপরে শেষ-শয্যায় তিনি শয়ন করিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-গর্ভস্থ জলে (উদকে) শয়ন করেন বলিয়া ইঁহাকে "গর্ভোদকশায়ী" বলে। ১।৫।৮০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **শেষশয্যা**—শেষ-নাগকে (সর্পাকৃতি অনন্তদেবকে) শয্যা করিয়া তাহার উপরে। ১।৫।৮৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৪৫। গর্ভোদকশায়ীর নাভি হইতে একটী পদ্মের উৎপত্তি হইল। এই পদ্মে জীব-সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার জন্ম হয়। গর্ভোদকশায়ী দ্বিতীয় পুরুষই জীবসৃষ্টির জন্য ব্রহ্মারূপে প্রকট হয়েন। ১।৫।৮৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **নাভি-পদ্ম**—নাভিরূপ পদ্ম বা কমল। **জন্মসদ্ম**—জন্মস্থান।

২৪৬। ঐ পদ্মের নালে চৌদ্দ ভুবন হইল। চৌদ্দ ভুবন—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহ, জন, তপ ও সত্য এই সাত লোক এবং অতল, সুতল, বিতল, গভস্তিমৎ, মহাতল, রসাতল ও পাতাল এই সাতটী তল।

তেঁহো—দ্বিতীয় পুরুষ। পরবর্ত্তী ২৪৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৪৭। দ্বিতীয় পুরুষ বিষ্ণুরূপে জগৎ পালন করেন। এই বিষ্ণু মায়াতীত, মায়ার সহিত ইঁহার স্পর্শ নাই। **গুণাতীত**—মায়াতীত।

২৪৮-৪৯। দ্বিতীয় পুরুষ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের নিয়ামক-স্বরূপে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব (রুদ্র) রূপে অবতীর্ণ হইয়া জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করেন। রজোগুণের নিয়ামকরূপে ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্টি, সত্ত্বগুণের নিয়ামকরূপে বিষ্ণু হইয়া পালন (স্থিতি) এবং তমোগুণের নিয়ামকরূপে রুদ্র হইয়া সংহার করেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবকে দ্বিতীয় পুরুষের গুণাবতার বলে; যেহেতু, তাঁহারা গুণের নিয়ামকরূপে তিন গুণকে অঙ্গীকার করেন। ১।৫।৮৭-৮৯ পয়ারের এবং ২।১৮।৯-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৫০। **হিরণ্যগর্ভ**—ব্রহ্মা। **হিরণ্যগর্ভ-অন্তর্য্যামী**—হিরণ্যগর্ভের (অর্থাৎ ব্রহ্মার) অন্তর্য্যামী। হিরণ্য-গর্ভের অন্তর্য্যামী, গর্ভোদকশায়ী দ্বিতীয় পুরুষের বিভিন্ন নাম বেদে কীর্ত্তিত হইয়াছে। যথা, সহস্রশীর্ষা প্রভৃতি। **গাই**—গান করে।

এই ত দ্বিতীয় পুরুষ ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বর।
মায়ার আশ্রয় হয়—তবু মায়াপর ॥ ২৫১
তৃতীয় পুরুষ বিষ্ণু গুণ-অবতার।
দুই-অবতার ভিতর গণনা তাঁহার ॥ ২৫২
বিরাট ব্যষ্টিজীবের তেঁহো অন্তর্য্যামী।
ক্ষীরোদকশায়ী তেঁহো পালনকর্ত্তা স্বামী ॥ ২৫৩
পুরুষাবতারের এই কৈল নিরূপণ।
লীলাবতারের এবে শুন সনাতন ! ॥ ২৫৪

লীলাবতার কৃষ্ণের নাহিক গণন।
প্রধান করিয়া কহি দিগ্‌দরশন ॥ ২৫৫
মৎস্য কূর্ম্ম রঘুনাথ নৃসিংহ বামন।
বরাহাদি লেখা যার না যায় গণন ॥ ২৫৬

তথাহি (ভাঃ ১০।২।৪০)—
মৎস্যাশ্বকচ্ছপবরাহনৃসিংহহংস-
রাজন্যবিপ্রবিবুধেষু কৃতাবতারঃ।
ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ তথাধুনেশ
ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে ॥ ৪০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

প্রস্তুতং প্রার্থয়ন্তে মৎস্যাশ্বেতি। নোঽস্মাং স্ত্রিভুবনঞ্চ অন্যদা যথা পাসি তথাধুনাপি পাহীতি বন্দনং তে ইতি চ বদন্তঃ সর্ব্বে শিরোভিঃ প্রণমন্তি। স্বামী। ৪০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৫১। দ্বিতীয় পুরুষ নিজ অংশে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংস করেন বলিয়া তিনি **ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর**। তিনি মায়ার আশ্রয় বটেন; কিন্তু তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে মায়ার আশ্রয় হইলেও মায়ার সঙ্গে তাঁহার স্পর্শ হয় না, তিনি মায়াতীত। ১।৫।৭২ পয়ারের এবং ১।২।১১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৫২। এক্ষণে তৃতীয় পুরুষের কথা বলিতেছেন। ইঁহার নাম বিষ্ণু; ইনি দ্বিতীয় পুরুষের অংশ; জগৎ-পালনের নিমিত্ত সত্ত্বগুণের নিয়ামকরূপে ইনি অবতীর্ণ হয়েন বলিয়া ইঁহাকে গুণাবতারও বলে। এজন্য ইনি পুরুষাবতার ও গুণাবতার দুইই। ২।১৮।৯-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৫৩। তৃতীয় পুরুষ ব্যষ্টিজীবের অন্তর্য্যামী বা নিয়ামক। ব্রহ্মা জীবসৃষ্টি করিলে তৃতীয় পুরুষই অংশরূপে প্রতি জীবের মধ্যে প্রবেশ করেন; এই ব্যষ্টি-জীবান্তর্য্যামীই তৃতীয়-পুরুষ, ইঁহাকে ক্ষীরোদকস্বামীও বলে। কারণ, পৃথিবীর অন্তর্গত ক্ষীরোদ সমুদ্রে ইঁহার ধাম। ইনি পরমাত্মারূপে প্রত্যেক জীবের মধ্যেও আছেন; আবার জগতের পালন-কর্ত্তারূপে এক স্বরূপে ক্ষীরোদ সমুদ্রেও আছেন। ১।৫।৭৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **বিরাট**—চতুর্দ্দশ-ভুবনাদিদ্বারা কল্পিত রূপকে বিরাট বলে। ২।৫।৯০-৯১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। বিরাটকে তৃতীয় পুরুষের একটী রূপ বলিয়া কল্পনা করা হয়। **ব্যষ্টিজীব**—ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রত্যেক জীব। **পালনকর্ত্তা স্বামী**—অসুর-সংহার ও ধর্ম্ম-সংস্থাপনাদিদ্বারা যিনি জগতের পালনাদি করেন।

২৫৪। পুরুষাবতার বলিয়া এক্ষণে লীলাবতার বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের যে সকল অবতারে চেষ্টাশূন্য বিবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং নিত্য নূতন উল্লাস-তরঙ্গময় স্বেচ্ছাধীন কার্য্যসকল দৃষ্ট হয়, তাঁহাদিগকেই লীলাবতার বলে।

২৫৫। লীলাবতার অসংখ্য; সংক্ষেপে প্রধান প্রধান কয়েকটী লীলাবতারের কথা বলিতেছেন।

২৫৬। মৎস্য, কূর্ম্মাদি লীলাবতার। ২।৬।৭৭-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৪০। **অন্বয়**। ঈশ (হে ঈশ) ! মৎস্যাশ্বকচ্ছপনৃসিংহ-বরাহ-হংস-রাজন্য-বিপ্র-বিবুধেষু (মৎস্য, অশ্ব, কচ্ছপ, নৃসিংহ, বরাহ, হংস, রাজন্য অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র, বিপ্র অর্থাৎ পরশুরাম ও বিবুধ অর্থাৎ বামন প্রভৃতিতে) কৃতাবতারঃ (আবির্ভূত হইয়া) ত্বং (তুমি—শ্রীকৃষ্ণ) নঃ (আমাদিগকে) ত্রিভুবনং চ (এবং ত্রিভুবনকেও) পাসি (পালন কর); তথা (তদ্রূপ) অধুনা (অধুনা—এক্ষণে) ভুবঃ (পৃথিবীর) ভারং (ভার) হর (হরণ কর—অসুর-সংহার করিয়া)।

লীলাবতারের কৈল দিগ্‌দরশন।
গুণাবতারের এবে শুন বিবরণ॥ ২৫৭
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব—তিন গুণ-অবতার।
ত্রিগুণাঙ্গীকরি করে সৃষ্ট্যাদি-ব্যবহার॥ ২৫৮
ভক্তিমিশ্র-কৃতপুণ্য কোন জীবোত্তম।
রজোগুণে বিভাবিত করি তার মন॥ ২৫৯
গর্ভোদকশায়িদ্বারে শক্তি সঞ্চারি।
ব্যষ্টি-সৃষ্টি করে কৃষ্ণ ব্রহ্মা-রূপ ধরি॥ ২৬০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা॥

অনুবাদ। দেবগণ শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেনঃ—হে ঈশ! মৎস্য, অশ্ব, কচ্ছপ, নৃসিংহ, বরাহ, হংস, রাজন্য (রামচন্দ্র), বিপ্র (পরশুরাম) এবং বিবুধ (বামন) প্রভৃতিতে আবির্ভূত হইয়া (যদ্রূপ) আমাদিগকে এবং ত্রিভুবনকেও পালন করিয়াছ, তদ্রূপ অধুনাও এই পৃথিবীর ভার হরণ কর (পৃথিবীর ভারস্বরূপ অসুরদিগকে সংহার করিয়া পৃথিবীকে রক্ষা কর)। ৪০

মৎস্যাশ্বাদিরূপে ভগবান্ যে লীলাবতার প্রকটিত করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক। এই শ্লোক ২৫৬ পয়ারোক্তির প্রমাণ।

২৫৭। লীলাবতারের কথা বলিয়া এক্ষণে গুণাবতারের কথা বলিতেছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু (তৃতীয়-পুরুষ) ও শিব এই তিন জন গুণাবতার।

২৫৮। দ্বিতীয় পুরুষ জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের জন্য যথাক্রমে রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণকে অঙ্গীকার করিয়া অংশে যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই তিন জনই গুণাবতার।

ত্রিগুণাঙ্গীকরি—সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিন গুণকে অঙ্গীকার করিয়া। **সৃষ্ট্যাদি ব্যবহার**—সৃষ্টি, স্থিতি ও পালন।

২৫৯-৬০। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা দুই রকমের—জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটি। এই দুই পয়ারে জীবকোটি ব্রহ্মার কথা বলা হইয়াছে। পরবর্ত্তী ২৬১ পয়ারে ঈশ্বরকোটি ব্রহ্মার কথা বলা হইয়াছে।

ভক্তিমিশ্রকৃতপুণ্য—ভক্তির সহিত যিনি কোনও পুণ্যকর্ম্ম করিয়াছেন, তাদৃশ। **জীবোত্তম**—শ্রেষ্ঠ জীব। **ব্যষ্টিসৃষ্টি**—পৃথক্ পৃথক্ জীবের সৃষ্টি। **ব্রহ্মারূপ ধরি**—ব্রহ্মার রূপধারী জীবোত্তমে সৃষ্টিকারিণী শক্তিরূপে অবস্থান করিয়া।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের "স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্ বিরিঞ্চিতামেতি॥ ৪।২৪।২৯॥"-এই প্রমাণানুসারে বুঝা যায়, যে জীব শতজন্ম পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারেন, তিনি বিরিঞ্চিত্ব বা ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে পারেন; অবশ্য এই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পালনের সঙ্গে আনুষঙ্গিকভাবে ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানও করিতে হইবে; কারণ "ভক্তি-মুখনিরীক্ষক কর্ম্মযোগজ্ঞান। ২।২২।১৪॥"—ভক্তির কৃপা ব্যতীত কর্ম্মাদি নিজ নিজ ফল প্রদান করিতে পারে না। এইরূপ জীবকেই "ভক্তিমিশ্র কৃতপুণ্য" জীব বলে; তিনিই জীবের মধ্যে উত্তম (জীবোত্তম)। যে কল্পে এইরূপ জীব পাওয়া যায়, সেই কল্পে শ্রীভগবান্ ঐ জীবের চিত্তকে রজোগুণে বিভাবিত করিয়া এবং গর্ভোদকশায়ী দ্বিতীয়পুরুষ দ্বারা তাঁহাতে সৃষ্টিকারিণী শক্তি সঞ্চার করাইয়া তাঁহাকেই ব্রহ্মা করেন এবং তাঁহাদ্বারাই সেইকল্পে জীবসৃষ্টি করেন। এইরূপে যে জীব ব্রহ্মা হন, তাঁহাকে জীবকোটি ব্রহ্মা বলে। আর যে কল্পে এইরূপ যোগ্য জীব পাওয়া যায় না, সেই কল্পে গর্ভোদকশায়ীই স্বীয় অংশে ব্রহ্মারূপে প্রকট হয়েন, তখন তাঁহাকে ঈশ্বরকোটি ব্রহ্মা বলে। "ভবেৎ কচিন্মহাকল্পে ব্রহ্মা জীবোঽপ্যুপাসনৈঃ। কচিদত্র মহাবিষ্ণুর্ব্রহ্মত্বং প্রতিপদ্যতে॥-সংক্ষেপ-ভাগবতামৃত-ধৃত-পাদ্মবচন॥" ব্যষ্টিজীবের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা (জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটি উভয়েই) চতুর্ম্মুখ, অষ্টনেত্র, অষ্টবাহু। দেবতাদি ইঁহাকে দেখিতে পায়েন এবং দেবতাদিগকে ইনি বরও দিয়া থাকেন। ইনি স্থূল বা সমষ্টি-শরীর, ইঁহাকে বৈরাজ-ব্রহ্মাও বলে। আর এক ব্রহ্মা আছেন, তাঁহাকে হিরণ্যগর্ভ বলে; ইনি দেবতাদির অদৃশ্য, কেবল ঈশ্বরই ইঁহাকে দেখিতে পায়েন, ইঁহার দেহ সূক্ষ্ম বা মহত্তত্ত্বময়। ইনিও জীবকোটি হইতে পারেন। লঃ ভাঃ।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৪৯)—

ভাস্বান্ যথাশ্মসকলেষু তেজঃ
স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্বদত্র।
ব্রহ্মা য এব জগদণ্ডবিধানকর্ত্তা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ভাস্বানিতি। ভাস্বান্ সূর্য্যো যথা নিজেষু আত্মীয়েষু অশ্মসকলেষু সূর্য্যকান্তমণিখণ্ডেষু স্বীয়ং কিয়ত্তেজঃ প্রকটয়তি তেনোপাধিনা দাহং করোতীত্যর্থঃ। তদ্বৎ তথা অত্র জীববিশেষে কিঞ্চিত্তেজঃ প্রকটয়তি তেন স্বয়মেব ব্রহ্মা সন্ জগদণ্ডবিধানকর্ত্তা ব্যষ্টি-সৃষ্টিকর্ত্তা ভবতীত্যর্থঃ তমিতি। চক্রবর্ত্তী। ৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৪১। অন্বয়। ভাস্বান্ (সূর্য্য) যথা (যেমন) নিজেষু অশ্মকলেষু (নিজের বলিয়া খ্যাত মণি সকলে—সূর্য্যকান্ত মণিসমূহে) স্বীয়ং (নিজের) কিয়ৎ (কিঞ্চিৎ) তেজঃ (তেজঃ) প্রকটয়তি (প্রকটিত করে—প্রকটিত করিয়া তদ্দ্বারা দাহ করে) [তথা] (তদ্রূপ) যঃ (যিনি) এব (ই) ব্রহ্মা (ব্রহ্মা—জীববিশেষে সৃষ্টিশক্তি সঞ্চারপূর্ব্বক তাহাকে ব্রহ্মা করিয়া) জগদণ্ডবিধানকর্ত্তা (ব্যষ্টি-সৃষ্টিকর্ত্তা) [ভবতি] (হয়েন), তং (সেই) আদি-পুরুষং (আদিপুরুষ) গোবিন্দং (গোবিন্দকে) অহং (আমি) ভজামি (ভজন করি)।

অনুবাদ। সূর্য্য যেমন সূর্য্যকান্ত-মণিতে নিজের কিঞ্চিৎ তেজঃ প্রকটিত করে (প্রকটিত করিয়া তদ্দ্বারা দাহ করিয়া থাকে), তদ্রূপ যিনি ব্রহ্মা হইয়া (জীববিশেষে সৃষ্টিশক্তি সঞ্চারিত করিয়া তাহাকে ব্রহ্মা করিয়া) ব্যষ্টি-সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়া থাকেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি। ৪১

সূর্য্যকান্তমণির (অতসীকাচের) ভিতর দিয়া যদি সূর্য্যরশ্মি বাহির হইয়া যায়, তাহা হইলে বাহির হইয়াই সমস্ত রশ্মি এক বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয়। সেই কেন্দ্রীভূত সূর্য্যরশ্মি অত্যধিক উত্তাপবশতঃ দাহিকাশক্তি ধারণ করে। ঐস্থলে কোনও দাহ্য পদার্থ রাখিলে তাহা তৎক্ষণাৎ দগ্ধ হইয়া যায়; সাধারণ লোক মনে করে—সূর্য্যকান্ত মণিরই ঐ দাহিকা শক্তি; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে; সূর্য্যই স্বীয় কিরণরূপ শক্তি সেই মণিতে সঞ্চারিত করিয়া তাহাকে দাহিকাশক্তি দান করিয়াছে—অবশ্য সেই মণিরও এমন একটা যোগ্যতা আছে, যদ্দ্বারা সূর্য্যরশ্মিও সেই মণির ভিতর দিয়া আসিলে কেন্দ্রীভূত হইতে পারে। তদ্রূপ শ্রীগোবিন্দও ব্রহ্মারূপে জগদণ্ডবিধানকর্ত্তা—ব্যষ্টি-জীবের সৃষ্টিকর্ত্তা হয়েন। সূর্য্য ও সূর্য্যকান্তমণির সঙ্গে শ্রীগোবিন্দ ও ব্রহ্মার উপমা দেওয়া হইয়াছে—শ্রীগোবিন্দ হইলেন সূর্য্যস্থানীয়, আর ব্রহ্মা হইলেন সূর্য্যকান্ত-মণিস্থানীয়। সূর্য্য ও সূর্য্যকান্ত-মণির উদাহরণে সূর্য্যকর্ত্তৃক সূর্য্যকান্ত-মণিতে তেজঃ বা কিরণ সঞ্চারের কথা বলা হইয়াছে; এই উপমার বলে—শ্রীগোবিন্দ কর্ত্তৃকও ব্রহ্মাতে শক্তি সঞ্চার মনে করিতে হইবে; আবার সূর্য্যকান্তমণি যেমন সূর্য্য বা সূর্যের সমজাতীয় বস্তু নহে, সূর্য্যরশ্মি ধারণের যোগ্যতা আছে বলিয়া সূর্য্যের শক্তিতেই দাহিকাশক্তি লাভ করিয়া থাকে—তদ্রূপ, এই উপমার বলে মনে করিতে হইবে, এস্থলে যে ব্রহ্মার কথা বলা হইয়াছে, সেই ব্রহ্মাও শ্রীগোবিন্দ নহেন, অথবা শ্রীগোবিন্দের সমজাতীয় কোনও ঈশ্বর-তত্ত্ব নহেন, শ্রীগোবিন্দের সৃষ্টিশক্তি ধারণের উপযুক্ত অপর কেহ—কোনও যোগ্য জীব। সূর্য্য যেমন সূর্য্যকান্ত-মণিতে তেজঃ সঞ্চার করে, তদ্রূপ শ্রীগোবিন্দও যোগ্য জীবে সৃষ্টিশক্তি সঞ্চার করেন; সূর্য্যের তেজঃ ধারণ করিয়া সূর্য্যকান্ত-মণিও যেমন দাহ করিতে পারে—তদ্রূপ শ্রীগোবিন্দের সৃষ্টিশক্তি ধারণ করিয়া যোগ্য জীবও ব্যষ্টিজীবের সৃষ্টি করিতে পারেন; সেই জীবই ব্রহ্মার কার্য্য করেন বলিয়া—তখন ব্রহ্মা বলিয়া—জীব কোটি-ব্রহ্মা বলিয়া—পরিচিত হয়েন। এরূপ অর্থ না করিলে সূর্য্য ও সূর্য্যকান্তমণির সহিত উপমার সার্থকতা থাকে না। উদ্ধৃত শ্লোকের চক্রবর্ত্তিপাদকৃত টীকাও এইরূপ অর্থের সমর্থন করে।

২৫৯-৬০ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক। এই শ্লোকে দেখান হইল যে—শ্রীগোবিন্দ যোগ্য জীবে সৃষ্টিশক্তি সঞ্চারিত করিয়া তাঁহাদ্বারা সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করান।

কোন কল্পে যদি যোগ্য জীব নাহি পায়।
আপনে ঈশ্বর তবে অংশে ব্রহ্মা হয়॥ ২৬১

তথাহি (ভাঃ ১০।৬৮।৩৭)
যস্যাঙ্‌ঘ্রিপঙ্কজরজোঽখিললোকপালৈ-
র্মৌল্যুত্তমৈর্ধৃতমুপাসিততীর্থতীর্থম্।
ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ
শ্রীশ্চোদ্বহেম চিরমস্য নৃপাসনং ক্ক॥ ৪২

নিজাংশকলায় কৃষ্ণ তমোগুণ অঙ্গীকরি।
সংহারার্থে মায়া-সঙ্গে রুদ্র রূপ ধরি॥ ২৬২
মায়া-সঙ্গে বিকারী রুদ্র ভিন্নাভিন্ন রূপ।
জীবতত্ত্ব নহে, নহে কৃষ্ণের স্বরূপ॥ ২৬৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৬১। যে কল্পে এমন কোনও যোগ্য জীবকে পাওয়া যায় না, যাঁহাতে সৃষ্টিশক্তি সঞ্চারিত করা যায়, সেই কল্পে ভগবান্ নিজেই অংশে ব্রহ্মা হইয়া ব্যষ্টি-জীবের সৃষ্টি করেন। ভগবানের অংশ এই ব্রহ্মাকে ঈশ্বর-কোটি ব্রহ্মা বলে।

কল্প—ব্রহ্মার এক দিনকে কল্প বলে। ১।৩।৫৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৪২। অন্বয়। ১।৫।২০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোকে ব্রহ্মাকে শ্রীকৃষ্ণের কলার কলা—(অংশাংশ)—বলা হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা গেল, ঈশ্বরের অংশরূপ এক ব্রহ্মাও আছেন; এইরূপে এই শ্লোক ২৬১ পয়ারের প্রমাণ হইল।

আর, পূর্ব্ববর্ত্তী ৪১ শ্লোক হইতে জানা গেল—যোগ্য জীবের মধ্যে সৃষ্টিশক্তি সঞ্চার করিয়া ভগবান্ তাঁহাকেও ব্রহ্মা করিয়া থাকেন। এইরূপে এই দুইটী শ্লোক হইতে জীবকোটি ব্রহ্মা এবং ঈশ্বরকোটি ব্রহ্মার পরিচয় পাওয়া যায়। দুই রকম ব্রহ্মার কথাই যখন শাস্ত্রে পাওয়া যায়, তখন বুঝিতে হইবে—যে কল্পে যোগ্য জীব পাওয়া যায়, সেই কল্পে তাঁহাকে ব্রহ্মা (জীবকোটি ব্রহ্মা) করা হয়; আর যে কল্পে তদ্রূপ জীব পাওয়া যায় না, সেই কল্পে ভগবান্ নিজেই ব্রহ্মা (ঈশ্বরকোটি ব্রহ্মা) হইয়া থাকেন।

২৬২। এক্ষণে সংহারকর্ত্তা রুদ্র বা শিবের কথা বলিতেছেন। **নিজাংশকলায়**—দ্বিতীয় পুরুষের অংশ রূপে। **মায়াসঙ্গে**—গুণসাম্যাবস্থায় নিরন্তর প্রকৃতি-যুক্ত; এজন্য গুণক্ষোভের পর গুণত্রয়যুক্ত এবং দূর হইতে গুণত্রয়ে সংবৃত। লঃ ভাঃ পুরুষাবতার-গুণাবতারনিরূপণে ২৮ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। "শশ্বচ্ছক্তিযুতঃ প্রথমত স্তাবন্নিত্যমেব শক্ত্যা গুণসাম্যাবস্থ-প্রকৃতিরূপোপাধিনা যুক্তঃ গুণক্ষোভে সতি ত্রিলিঙ্গো গুণত্রয়োপাধিপ্রকটৈশ্চ সদ্ভিস্তৈগুণৈঃ সংবৃতশ্চ॥ পরমাত্মসন্দর্ভঃ। ৫৮।১৫॥" "শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ॥" শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৮৮।৩॥

২৬৩ মায়াসঙ্গে বিকারী—মায়ার সঙ্গবশতঃ রুদ্রকে বিকারী বলা হইয়াছে। **বাস্তবিক রুদ্র** বিকারী নহেন; সংহার-কার্য্যের জন্য সান্নিধ্যমাত্রে তমোগুণের সাহায্য করায়, সাধারণ লোকের নিকট আপাততঃ বিকারী বলিয়া মনে হয় মাত্র। "হরঃ পুরুষধামত্বান্নির্গুণঃ প্রায় এব সঃ। বিকারবানিহ তমোযোগাৎ সর্ব্বৈঃ প্রতীয়তে॥ লঃ ভাঃ পুরুষাবতার-গুণাবতার। ২৮॥" তমোগুণের আবরণাত্মিকা শক্তি আছে বলিয়া শিবে আনন্দস্বরূপত্ব আচ্ছন্ন (২।১৮।৯ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য); তাই মনে হয়, তিনি যেন বিকারী॥ **ভিন্নাভিন্নরূপ**—শিব শ্রীকৃষ্ণের ভিন্নাভিন্ন-রূপ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ হইতে শিবের ভেদও আছে, অভেদও আছে। শিব শ্রীকৃষ্ণেরই অংশকলা; সুতরাং অংশ ও অংশীর স্বরূপতঃ ভেদ না থাকায়, কৃষ্ণের সহিত শিবের স্বরূপতঃ ভেদ নাই। কিন্তু মায়াকে অঙ্গীকার করিয়া শিব বিকারী হইয়াছেন, কৃষ্ণ বিকারহীন; এস্থলে শিব ও কৃষ্ণের ভেদ আছে। ২।১৮।৯ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

জীবতত্ত্ব নহে—২।২০।১০১ পয়ারে জীবকে কৃষ্ণের "ভেদাভেদ প্রকাশ" বলা হইয়াছে; তাই কৃষ্ণের সঙ্গে জীবের ভেদও আছে, অভেদও আছে; আবার রুদ্র ভিন্নাভিন্নরূপ বলিয়া, কৃষ্ণের সঙ্গে রুদ্রেরও ভেদ এবং

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অভেদ দুইই আছে; এজন্য কাহারও কাহারও মনে হইতে পারে—জীবতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব একই। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; শিব গর্ভোদকশায়ীর অংশ বলিয়া কৃষ্ণের স্বাংশ; আর জীব কৃষ্ণের বিভিন্নাংশ (২।২২।৭)—তটস্থা-শক্তি বা জীবশক্তি; তটস্থাশক্তিযুক্ত কৃষ্ণের কণিকাংশই জীব। আবার মায়াসঙ্গী হইলেও শিব মায়ার নিয়ন্তা, জীব কিন্তু মায়াকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত। মায়াকর্ত্তৃক প্রার্থিত (গুণকর্ত্তৃক সংবৃত, সম্যক্‌রূপে বৃত বা প্রার্থিত—চক্রবর্ত্তী) হইয়াই শিব মায়াকে অঙ্গীকার করিয়াছেন; কিন্তু মায়া জীবকে বলপূর্ব্বক বন্ধন করিয়াছেন। সুতরাং জীবতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব এক নহে।

নহে কৃষ্ণের স্বরূপ—শিব কৃষ্ণের স্বরূপও নহেন। যেহেতু (১) শিব মায়াশক্তির সঙ্গী, তমোগুণ-সন্নিহিত; কিন্তু কৃষ্ণ মায়াতীত এবং গুণাতীত। (২) শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম, শিবে ব্রহ্মের অসাক্ষাত্ত্ব—"অতো ব্রহ্মশিবয়োরসাক্ষাত্ত্বং শ্রীবিষ্ণোস্তু সাক্ষাত্ত্বং সিদ্ধম্" —পরমাত্মসন্দর্ভঃ। ১৪॥ (৩) শ্রীকৃষ্ণ কারণ, শিব কার্য্য; একো হ বৈ নারয়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশানো নাপো নাগ্নীষোমৌ * * * * তস্মাদীশানো মহাদেবো মহাদেবঃ॥ মহোপনিষৎ। ১।১॥ একোহ বৈ পুরুষো নারায়ণ আসীন্নব্রহ্মা ন শঙ্করঃ। স মুনির্ভূত্বা সমচিন্তয়ৎ তত এতে ব্যজয়ন্ত বিশ্বো হিরণ্যগর্ভোঽগ্নির্বরুণরুদ্রেন্দ্র ইতি।"—শ্রুতি। "একমাত্র পুরুষ নারায়ণ ছিলেন, ব্রহ্মা ও শঙ্কর ছিলেন না; সেই নারায়ণ চিন্তা করিয়াছিলেন, তাহাতেই বিশ্ব, হিরণ্যগর্ভ, অগ্নি, বরুণ, রুদ্র ও ইন্দ্রাদি প্রকাশ পাইয়াছিলেন।" দুগ্ধ হইতে দধির উৎপত্তি বটে, কিন্তু দধিতে দুগ্ধের (ক্ষীরের) প্রকাশ বেশী থাকে না; তদ্রূপ কৃষ্ণ হইতেই শিবের উদ্ভব বটে, কিন্তু শিবে কৃষ্ণের প্রকাশ অতি সামান্য। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই তিনের মধ্যে বিষ্ণুতেই কৃষ্ণের প্রকাশ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, ব্রহ্মাতে তদপেক্ষা কম এবং শিবে সর্ব্বাপেক্ষা কম। "সূর্য্যকান্তস্থানীয়ে ব্রহ্মোপাধৌ সূর্য্যস্যেব তস্য (গোবিন্দস্য) কিঞ্চিৎ প্রকাশঃ। দধিস্থানীয়ে শম্ভূপাধৌ ক্ষীরস্থানীয়স্য (গোবিন্দস্য) ন তাদৃগপি প্রকাশঃ। দশান্তরস্থানীয়ে বিষ্ণূপাধৌ তু পূর্ণ এব প্রকাশঃ।"—পরমাত্মসন্দর্ভঃ। ৫৬।১৪।॥

এস্থলে বলা হইল, শিব ও কৃষ্ণ এক নহেন; শিবকে নারায়ণের সমান মনে করিলেও শাস্ত্রানুসারে অপরাধ হয়। যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব মন্যতে স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্; হ, ভ, বি, ১,৭৩॥" কিন্তু নামাপরাধের তালিকায় দেখা যায়, শিব ও বিষ্ণুর গুণনামাদিকে ভিন্ন মনে করিলে অপরাধ হয়। "শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিকমলং ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ। হ, ভ, বি, ১১।২৮৩॥" ইহার সমাধান এই:—বিষ্ণু সর্ব্বাত্মক, সুতরাং শিবেরও আত্মা; শিবের গুণনামাদির মূল বিষ্ণুর গুণনামাদি। বিষ্ণুর শক্তিতেই শিবের শক্তি; কিন্তু এই তত্ত্বটি ভুলিয়া, যিনি শিবের গুণনামাদিকে, বিষ্ণুশক্তির ফল মনে না করিয়া, শক্ত্যন্তরসিদ্ধ বলিয়া মনে করেন, অর্থাৎ যিনি শিবকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর মনে করিয়া তত্ত্বতঃ বিষ্ণু হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করেন, সুতরাং শিবের নামগুণাদিকেও বিষ্ণুর নাম-গুণাদি হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করেন, তাঁহার পক্ষে এই ভেদজ্ঞান অপরাধজনক হইবে। "শ্রীবিষ্ণোঃ সর্ব্বাত্মকত্বেন প্রসিদ্ধত্বাৎ তস্মাৎ সকাশাৎ শিবস্য গুণনামাদিকং ভিন্নং শক্ত্যন্তরসিদ্ধং ইতি যো ধিয়াপি পশ্যেদিত্যর্থঃ।" ভক্তিসন্দর্ভঃ। ২৬৬॥ এই প্রসঙ্গে ২।১৮।৯ শ্লোকের টীকাও দ্রষ্টব্য।

আবার, শিব ও পরতত্ত্ব-কৃষ্ণ যদি একই না হয়েন, বিষ্ণুকে শিবের সমান মনে করিলে যদি পাষণ্ডীই হইতে হয়, তাহা হইলে কোনও কোনও শাস্ত্রে শিবকে পরতত্ত্ব বলা হইল কেন? উত্তর:—যে সকল শাস্ত্রে শিবকে পরতত্ত্ব বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে, সেই সকল শাস্ত্রের গুরুত্ব বিবেচনা করিলেই বুঝা যাইবে, শিব পরতত্ত্ব নহেন, হরিই পরতত্ত্ব। শাস্ত্র তিন শ্রেণীর, সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক। উঁহারা যথাক্রমে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক কল্পের কথাই বর্ণনা করিয়াছেন। সাত্ত্বিক শাস্ত্রে শ্রীহরির মহিমা, রাজসিক শাস্ত্রে ব্রহ্মার মহিমা এবং তামসিক শাস্ত্রে শিবের ও অগ্নির মহিমা অধিকরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। "সাত্ত্বিকেষু চ কল্পেষু মাহাত্ম্যমধিকং হরেঃ। রাজসেষু চ মাহাত্ম্যমধিকং ব্রহ্মণো বিদুঃ। তদ্বদগ্নেশ্চ মাহাত্ম্যং তামসেষু শিবস্য চ। সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ পিতৄণাঞ্চ নিগদ্যতে॥"

দুগ্ধ যেন অম্লযোগে দধিরূপ ধরে। | দুগ্ধান্তর-বস্তু নহে, দুগ্ধ হৈতে নারে॥ ২৬৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পরমাত্মসন্দর্ভধৃতমৎস্যপুরাণবাক্য। ১৭॥ রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতির জীব সকল, স্বীয় ভোগসুখাদি লাভের জন্য বরপ্রদ দেবতাদির এবং ভাবী দুঃখাদিনিবৃত্তির জন্য শাপপ্রদ দেবতাদিরই সেবা করিতে অভিলাষী। ইহাদের জন্যই ব্রহ্মা ও শিবের মাহাত্ম্যব্যঞ্জক রাজসিক ও তামসিক শাস্ত্রাদি প্রকটিত হইয়াছে; যেহেতু, ব্রহ্মা ও শিবই তাঁহাদের সাধকের অভীষ্ট-পূর্ত্তির জন্য বর দিয়া থাকেন, এবং তাঁহাদের বিরাগ-ভাজন হইলে শাপ দিয়া থাকেন। "শাপ-প্রসাদয়োরিশা ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাদয়ঃ। সদ্যশাপপ্রসাদোঽঙ্গ শিবো ব্রহ্মা ন চাচ্যুতঃ॥" শ্রীমদ্‌ভাগবত ১০।৮৮।১২॥ বিষ্ণুও বর বা শাপ দিয়া থাকেন, কিন্তু ব্রহ্মা ও শিবের মত শীঘ্র দেন না।" মায়ামুগ্ধ জীব ভোগসুখের জন্যই লালায়িত, শ্রীকৃষ্ণের আরাধনায় সাধারণতঃ ভোগসুখ মিলে না, বরং ভোগসুখ নষ্টই হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "আমি যাহাকে অনুগ্রহ করি, ক্রমশঃ আমি তাহার ভোগসুখের মূল—ধন হরণ করি; সে নির্ধন হইলে স্বজন, আত্মীয়, বান্ধব—সকলে তাহাকে ত্যাগ করে; তখনই নির্বিণ্ণ হইয়া নিশ্চিত মনে সে আমাকে ভজন করিতে পারে।" "যস্যাহমনুগৃহ্লামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ। ততোঽধনং ত্যজন্ত্যস্য স্বজনা দুঃখদুঃখিতম্॥ স যদা বিতথোদ্‌যোগো নির্বিণ্ণঃ স্যাদ্ধনেহয়া। মৎপরৈঃ কৃতমৈত্রস্য করিষ্যে মদনুগ্রহম্॥ শ্রী, ভা, ১০।৮৮।৮-৯॥" এজন্যই শ্রীকৃষ্ণভজন ত্যাগ করিয়া জীব ঐশ্বর্য্যলাভের জন্য ব্রহ্মশিবাদির ভজন করিয়া থাকে। "অতো মাং সুদুরারাধ্যং হিত্বান্যান্ ভজতে জনঃ। ততস্ত আশুতোষেভ্যো-লব্ধরাজ্যশ্রিয়োদ্ধতাঃ। মত্তাঃ প্রমত্তা বরদান্ বিস্মরন্ত্যবজানন্তি॥ শ্রী, ভা, ১০।৮৮।১১॥" কিন্তু শিবাদির নিকট হইতে ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া জীবের মোহ ক্রমশঃ বাড়িয়াই যায়, তাহাদের মায়ার বন্ধন দৃঢ়ীভূতই হয়।

শ্রীকৃষ্ণ নির্গুণ (হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ। শ্রীভা, ১০।৮৮।৫); তাঁহার ভজনে নির্গুণা ভক্তিই লাভ হয়—ঐশ্বর্য্যাদি মিলে না। এই নির্গুণা ভক্তিও দুর্লভ, অতি মূল্যবান্, তাই অতি গোপনীয়; পাত্র সম্যক্‌রূপে প্রস্তুত না হইলে শ্রীকৃষ্ণ এই অমূল্য বস্তুটী কাহাকেও দেন না। যাহারা ভোগসুখ চায়, তাহারা এই ভক্তির আভাসও পাইতে পারে না, তাহাদের নিকট হইতে এই অমূল্য চিন্তামণিটী গোপনে রাখিবার জন্যই রাজসিক ও তামসিক শাস্ত্রাদি প্রকাশ করা হইয়াছে। এই রাজসিক ও তামসিক শাস্ত্রাদি দ্বারা বিষ্ণুকে গোপন করিয়া শিবকে প্রকাশ করা হইয়াছে, যেন ভোগসুখের দাস জীব সহজে ভক্তি না পাইতে পারে। এইরূপ মোহ-সম্পাদক শাস্ত্রপ্রচারের জন্য শিবের প্রতি ভগবানের আদেশ পুরাণাদিতে দেখা যায়। 'স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্‌বিমুখান্ কুরু। মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥ পদ্ম, উ, ৬২।৩১॥"—"এষ মোহং সৃজাম্যাশু যো জনান্ মোহয়িষ্যতি। ত্বঞ্চরুদ্র মহাবাহো মোহশাস্ত্রাণি কারয়। অতথ্যানি বিতথ্যানি দর্শয়স্ব মহাভুজ। প্রকাশং কুরু চাত্মানমপ্রকাশঞ্চ মাং কুরু॥" পরমাত্ম সন্দর্ভধৃত পুরাণবচন॥১৭॥

এই সমস্ত প্রমাণ হইতে বুঝা যায়, রাজসিক ও তামসিক শাস্ত্রে পরতত্ত্বরূপে শিবাদির বর্ণন কেবল জীব-মোহের জন্যই করা হইয়াছে। মূল পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণই। ১।৭।১০৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৬৪। দুগ্ধ হইতে যেমন দধির উদ্ভব; কৃষ্ণ হইতে তদ্রূপ শিবের উদ্ভব; কৃষ্ণ কারণ, শিব কার্য্য। কিন্তু দধি যেমন আবার দুগ্ধ হইতে পারে না, দুগ্ধের গুণ যেমন দধিতে নাই, শিবও তদ্রূপ কৃষ্ণ হইতে পারেন না, কৃষ্ণের গুণও শিবে নাই। এস্থলে দুগ্ধ ও দধির উপমা, শিবের বিকারিত্বাংশে নহে, কার্য্যকারণত্বাংশে এবং কার্য্যের কারণরূপে পরিণতি-লাভের সম্ভাবনা-হীনত্বাংশে।

দুগ্ধান্তর—দুগ্ধ হইতে স্বতন্ত্র।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৪৫)—

ক্ষীরং যথা দধি বিকারবিশেষযোগাৎ
সঞ্জায়তে ন তু ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাৎ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪৩

শিব মায়াশক্তিযুক্ত তমোগুণাবেশ।
মায়াতীত গুণাতীত—বিষ্ণু পরমেশ ॥ ২৬৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

পুরুষধামত্বাৎ নির্গুণত্বং তমোযোগাৎ বিকারবত্বভণিতিঃ ইত্যত্র প্রমাণং ক্ষীরং যথেতি। বিকারবিশেষযোগাৎ ক্ষীরং যথা দধি সঞ্জায়তে, ততঃ ক্ষীরাৎ হেতোঃ দধি পৃথক্ ভিন্নং ন অস্তি ন ভবতি তথা যঃ গোবিন্দঃ তমোযোগাৎ স্বেচ্ছাগৃহীত-তমঃ-সম্বন্ধাৎ শম্ভুর্ভবতি ন তু গোবিন্দাৎ শম্ভুরন্যঃ ইত্যর্থঃ। তথা চ বিকারস্যাগন্তুকত্বাৎ স্বরূপে ন তৎপ্রসঙ্গ ইতি। শ্রীবলদেব। ৪৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৪৩। অন্বয়। ক্ষীরং (ক্ষীর—দুগ্ধ) যথা (যেমন) বিকারবিশেষযোগাৎ (বিকারবিশেষ—অম্ল—যোগে) দধি (দধিতে) সঞ্জায়তে (পরিণত হয়), তু (কিন্তু) হেতোঃ (কারণরূপ) ততঃ (তাহা হইতে—সেই দুগ্ধ হইতে) পৃথক্ ন অস্তি (দধি ভিন্ন নহে), তথা (তদ্রূপ) যঃ (যিনি) কার্য্যাৎ (কার্য্যানুরোধে—সৃষ্টিসংহার-কার্য্যের নিমিত্ত) শম্ভুতাং (শম্ভুত্ব—শিবত্ব) অপি (ও) সমুপৈতি (প্রাপ্ত হয়েন) তং (সেই) আদিপুরুষং (আদিপুরুষ) গোবিন্দং (গোবিন্দকে) অহং (আমি) ভজামি (ভজন করি)।

অনুবাদ। দুগ্ধ যেমন বিকারবিশেষ (অম্ল)-যোগে দধি হয়, কিন্তু দধি স্বকারণ দুগ্ধ হইতে পৃথক্ পদার্থ নহে; তদ্রূপ যিনি সংহারাদি-কার্য্যের নিমিত্ত রুদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। ৪৩

বিকারবিশেষ—বিকার উৎপাদক বস্তুবিশেষ; দুগ্ধের বিকার জন্মে অম্ল হইতে, অম্লযোগেই দুগ্ধ দধিতে পরিণত হয়; তাই এস্থলে দুগ্ধসম্বন্ধে বিকারবিশেষ বলিতে অম্লকেই বুঝাইতেছে।

দুগ্ধ যেমন অম্লযোগে দধি হয়, তদ্রূপ শ্রীগোবিন্দও তমোগুণের সংযোগে শম্ভু (অর্থাৎ রুদ্র) হইয়াছেন। দুগ্ধ যেমন দধির কারণ, আর দধি যেমন দুগ্ধের কার্য্য—তদ্রূপ শ্রীগোবিন্দও হইলেন রুদ্রের কারণ—মূল এবং রুদ্র হইলেন তাঁহার কার্য্য। কার্য্য ও কারণের অভেদবশতঃ স্বরূপতঃ যেমন দুগ্ধ হইতে দধি ভিন্ন নহে,—তদ্রূপ গোবিন্দ হইতেও রুদ্র ভিন্ন নহেন; কার্য্যকারণ হিসাবে তাঁহারা অভিন্ন। শ্রীগোবিন্দ সংহার-কার্য্যের জন্য ইচ্ছা করিয়াই তমোগুণকে অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, তমোগুণের নিয়ন্তৃত্ব গ্রহণ করেন। সুতরাং এই গুণজাত বিকারটী হইল আগন্তুক বস্তু; কোনও আগন্তুক বস্তু স্বরূপের ব্যত্যয় ঘটাইতে পারে না। তাই শ্রীকৃষ্ণে ও শ্রীশিবে স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই; এজন্যই ২৬৪-পয়ারে বলা হইয়াছে—"দুগ্ধান্তর বস্তু নহে।" যাহা হউক, দধি যেমন কখনও দুগ্ধ হইতে পারেনা, যেহেতু দধিতে দুগ্ধের গুণ নাই—তদ্রূপ রুদ্রও গোবিন্দ হইতে পারেন না, যেহেতু রুদ্ররূপ-প্রকাশে গোবিন্দের গুণ নাই; এই প্রকাশের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে রুদ্র ও গোবিন্দ ভিন্ন। এইরূপে রুদ্র যে শ্রীকৃষ্ণের ভিন্নাভিন্নরূপ—এই ২৬৩ পয়ারোক্তির প্রমাণ হইল এই শ্লোক।

২৬৫। শিব ও কৃষ্ণ স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও প্রকাশের দিক্ দিয়া তাঁহাদের যে পার্থক্য আছে, তাহা পুনরায় দেখাইতেছেন। শিব হইলেন মায়াশক্তিযুক্ত, বিষ্ণু হইলেন মায়াতীত; শিব হইলেন তমোগুণে (তমোগুণকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অঙ্গীকার করিয়া সেই গুণে) আবিষ্ট, কিন্তু বিষ্ণু হইলেন গুণাতীত, মায়িক গুণের স্পর্শলেশশূন্য।

শিব মায়াশক্তিযুক্ত—ভগবানের গুণাবতার বলিয়া, ভগবান্ হইতে শিব স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও, ভক্তকামনাপূরণের জন্য তিনি মায়াশক্তিকে অঙ্গীকার করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে মায়াশক্তিযুক্ত বলা হয়।

তথাহি (ভাঃ ১০।৮৮।৩)—
শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা॥ ৪৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অন্যোন্যোপমর্দ্দেন তমসস্ত্রৈবিধ্যাৎ ত্রিলিঙ্গঃ। ত্রিলিঙ্গত্বমাহ বৈকারিক ইতি। অহমহঙ্কারঃ। স্বামী। ৪৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তিনি এই মায়াশক্তির সহায়তায় তাঁহার ভক্তদিগকে অভিলষিত (মায়িক) বিভূতি দিয়া থাকেন। শ্রী, ভা, ১০।৮৮।১২॥

তমোগুণাবেশ—সংহারকার্য্যের জন্য শিব তমোগুণকে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৪৪। অন্বয়। শিবঃ (শিব—রুদ্র) শশ্বৎ (নিত্য-সর্ব্বদা) শক্তিযুতঃ (প্রথমতঃ গুণসাম্যাবস্থ-প্রকৃতির গুণোপাধিযুক্ত) ত্রিলিঙ্গঃ (প্রকৃতির গুণক্ষোভ জন্মিলে গুণত্রয়ের উপাধিযুক্ত) গুণসংবৃতঃ (ঐ গুণত্রয় প্রকট হইলে তাহাদের দ্বারা সম্বৃত) ; বৈকারিকঃ (সাত্ত্বিক), তৈজসঃ (রাজসিক), তামসঃ চ (এবং তামসিক) ইতি (এই) ত্রিধা (তিন রকম) অহং (অহঙ্কার)।

অনুবাদ। শিব সর্ব্বদাই শক্তিযুক্ত (অর্থাৎ প্রথমতঃ গুণসাম্যাত্মিকা প্রকৃতির উপাধিযুক্ত) ত্রিলিঙ্গ (অর্থাৎ প্রকৃতির গুণক্ষোভ জন্মিলে গুণত্রেয় উপাধিযুক্ত) ; (যেহেতু) সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন রকমের অহঙ্কার (বলিয়া তিনি ত্রিবিধ অহঙ্কারেরই অধিষ্ঠাতারূপে ত্রিলিঙ্গ)। ৪৪

শিব নিত্যই শক্তিযুক্ত—মায়াশক্তিযুক্ত; মহাপ্রলয়ে প্রকৃতিতে যখন সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা থাকে, তখনও শিব ঐ সাম্যাবস্থাপন্না প্রকৃতিরই উপাধির সহিত যুক্ত থাকেন; কিন্তু যখন পুরুষের শক্তিতে প্রকৃতির গুণ ক্ষুভিত হয়, তখন শিব গুণত্রয়ের উপাধিযুক্ত হইয়া **ত্রিলিঙ্গ** হয়েন। আবার, প্রকৃতির গুণত্রয় প্রকট হইলে তিনি **গুণসংবৃতঃ**—তিনটী গুণের দ্বারাই সংবৃত (সম্যক্‌রূপে বৃত) হয়েন। "কৃপা করিয়া আমাদিগকে অঙ্গীকার করুন"—এইভাবে গুণত্রয় কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়াই যেন তিনি উক্ত তিনটী গুণকেই অঙ্গীকার করেন—নিজের ইচ্ছানুসারে। গুণত্রয় জীবকে যেমন বলপূর্ব্বক কবলিত করে, শ্রীশিবকে তদ্রূপ কবলিত করিতে সমর্থ নহে; শ্রীশিব নিজে ইচ্ছা করিয়া গুণত্রয়কে অঙ্গীকার করেন।

প্রশ্ন হইতে পারে - শিব তম-উপাধিযুক্ত বলিয়াই তো প্রসিদ্ধ; তাহাই যদি হয়, তবে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণেরই উপাধির সহিত তিনি কিরূপে যুক্ত হয়েন? এ প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়াই বলিতেছেন—অহঙ্কার তিন রকমের—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক; শ্রীশিব এই তিন রকমের অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা বলিয়াই ত্রিলিঙ্গ—তিন রকম গুণের উপাধির সহিতই যুক্ত, তিন রকম গুণোপাধির সহিত যুক্ত হইলেও তমোগুণের উপাধিরই প্রাধান্য তাঁহাতে। (শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ)।

প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীশিব ভগবদবতার হইয়াও মায়াগুণকে অঙ্গীকার করেন কেন? ভক্তবাৎসল্যবশতঃ তিনি মায়াকে অঙ্গীকার করেন। শ্রীহরি পরম-দয়ালু বলিয়া তাঁহার সকাম-ভক্তদিগকেও তাঁহাদের প্রার্থিত বিষয়-সুখাদি দেন না। "কৃষ্ণ কহে আমায় ভজে মাগে বিষয় সুখ। অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে, এই বড় মূর্খ॥ আমি বিজ্ঞ এই মূর্খে বিষয় কেন দিব। স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ছাড়াইব॥ ২।২২।২৫-২৬॥" শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন, তিনি তাঁহাদিগকে প্রথমে নির্ধন করেন, পরে তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজনদের ছাড়াইয়া নেন—সংসারে যত রকম দুঃখ আছে, প্রায় সমস্তই তিনি তাঁহাদিগকে দিয়া থাকেন। শ্রীভাঃ ১০।৮৮।৮॥ তাই যাঁহারা সাংসারিক সুখ চাহেন, তাঁহাদের অভীষ্ট পূরণের নিমিত্ত শ্রীশিব মায়িক গুণকে অঙ্গীকার করিয়াছেন, যেন ভক্তদের মায়িক ব্রহ্মাণ্ডভোগ্য

তথাহি (ভাঃ ১০।৮৮।৫)—

হরির্হি নিগুর্ণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্নিগুর্ণো ভবেৎ ॥ ৪৫

পালনার্থ স্বাংশ বিষ্ণু-রূপে অবতার।
সত্ত্বগুণদ্রষ্টা, তাতে গুণ-মায়াপার ॥ ২৬৬
স্বরূপ-ঐশ্বর্য্য-পূর্ণ কৃষ্ণ সম প্রায়।
'কৃষ্ণ অংশী, তেঁহো অংশ' বেদে হেন গায় ॥২৬৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

কুতো নিগুর্ণঃ যতঃ প্রকৃতেঃ পরঃ স্বতঃ এব গুণানতিক্রম্য স্থিতঃ অতো গুণাতীতস্য ভজনাৎ কথং গুণময়ীং সম্পদং প্রাপ্নুয়ুরিতি ভাবঃ। সর্ব্বেষাং শিবাদীনামপি জ্ঞানং যতঃ স ইতি তং ভজন্ জ্ঞানচক্ষুঃ প্রাপ্নোতি ন তু সম্পদুদ্ভূতমজ্ঞানান্ধ্যমিতি ভাবঃ। উপদ্রষ্টা গুণলেপাভাবাদৌদাসীন্যেন কেবলং সাক্ষীতি তং ভজন্নপি গুণলেপরহিতো নিগুর্ণো ভবেৎ অত এবাগ্রে বক্ষ্যতে "যতঃ শান্তির্যতো ভয়ম্। ধর্ম্মঃ সাক্ষাৎ যতো জ্ঞানং বৈরাগ্যঞ্চ তদন্বিত" মিত্যাদি। চক্রবর্ত্তী। ৪৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কাম্যবস্তু দান করিতে পারেন। (শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী)। আর, তিনি তমোগুণকে অধিকরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন—সৃষ্টিসংহার করিয়া মহাপ্রলয়ের সুযোগ করিয়া দেওয়ার নিমিত্ত।

এই শ্লোক ২৬৫ পয়ারের প্রথম অর্দ্ধেকের প্রমাণ।

শ্লো। ৪৫। অন্বয়। হরিঃ (শ্রীহরি) হি (নিশ্চিত) নিগুর্ণঃ (নিগুর্ণ—প্রকৃতির গুণস্পর্শশূন্য) প্রকৃতেঃ (প্রকৃতির - মায়ার) পরঃ (অতীত) সাক্ষাৎ পুরুষঃ (সাক্ষাৎ-ঈশ্বর) সর্ব্বদৃক্ (সর্ব্বদর্শী) উপদ্রষ্টা (সর্ব্বসাক্ষী); তং (তাঁহাকে) ভজন্ (ভজন করিলে) নিগুর্ণঃ (নিগুর্ণ) ভবেৎ (হয়)।

অনুবাদ। শ্রীহরি নিগুর্ণ (মায়িক-গুণস্পর্শশূন্য), প্রকৃতির অতীত, সাক্ষাৎ-ঈশ্বর, সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বসাক্ষী। তাই তাঁহার ভজন করিলে নিগুর্ণ হওয়া যায়। ৪৫

এই শ্লোকে শ্রীশিব অপেক্ষা শ্রীহরির বৈশিষ্ট্য দেখাইতেছেন। শিব—মায়িক-গুণযুক্ত; শ্রীহরি—নিগুর্ণ, মায়িক গুণের স্পর্শশূন্য। শিব—প্রকৃতির উপাধিযুক্ত; শ্রীহরি—প্রকৃতির অতীত, প্রকৃতি হইতে বহুদূরে। শ্রীহরি—সাক্ষাৎ ঈশ্বর; শিব—শ্রীহরির অবতার বলিয়া পরম্পরাক্রমে ঈশ্বর—শ্রীহরি ঈশ্বর বলিয়া শিবের ঈশ্বরত্ব; তাহাতেও আবার শিবে ঈশ্বরত্বের বিকাশ শ্রীহরি অপেক্ষা অনেক কম। শ্রীহরি—সর্ব্বদর্শী, সুতরাং শিবেরও দ্রষ্টা; অথবা সকলের—শিবাদিরও—জ্ঞান যাহা হইতে, তিনি সর্ব্বদৃক্; সুতরাং তাঁহার ভজনে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইতে পারে—আর শাপ-বর-দাতা শিবের আরাধনা করিয়া সম্পদ্ লাভ হইলে সম্পদুদ্ভূত অন্ধতা জন্মিবার আশঙ্কা আছে। শ্রীহরি—উপদ্রষ্টা; গুণস্পর্শশূন্য বলিয়া উদাসীন ভাবে সর্ব্বসাক্ষী, সুতরাং তাঁহার ভজনে জীবের গুণোপাধি দূরীভূত হইতে পারে।

২৬৫ পয়ারের দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রমাণ এই শ্লোক।

২৬৬। ব্রহ্মা ও শিবের কথা বলিয়া এক্ষণে বিষ্ণুর কথা বলিতেছেন।

সত্ত্বগুণদ্রষ্টা—বিষ্ণু সত্ত্বগুণের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা পালন করেন; সত্ত্বগুণকে স্পর্শ করেন না। **তাতে গুণমায়া-পার**—এজন্য বিষ্ণু গুণাতীত ও মায়াতীত। ২।১৮।৯-শ্লোকের টীকাদ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণের যে নিজাংশ স্বতন্ত্র মূর্ত্তিরূপে প্রকট হইয়া সত্ত্বগুণের প্রতি দৃষ্টিমাত্র করিয়া জগৎ-পালন করেন তাহাই বিষ্ণু।

২৬৭। বিষ্ণুও প্রায় শ্রীকৃষ্ণের মতই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ; **স্বরূপ-ঐশ্বর্য্য**—স্বরূপের (স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের) ঐশ্বর্য্য। ষড়ৈশ্বর্য্য। অথবা, স্বরূপে এবং ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ। সকল ভগবৎ-স্বরূপই স্বরূপে পূর্ণ; পার্থক্য কেবল শক্তির বিকাশে। **সমপ্রায়**—প্রায় সমান; অর্থাৎ কিঞ্চিৎ ন্যূন। ন্যূনার্থে "প্রায়" শব্দের প্রয়োগ। একটী দীপ হইতে আর একটী দীপ জ্বালাইলে,

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৫৬)—

দীপার্চ্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য
দীপায়তে বিবৃতহেতুসমানধর্ম্মা।
যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ৪৬॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অথ ক্রমপ্রাপ্তং হরিস্বরূপমেকং নিরূপয়ন্ গুণাবতারমহেশপ্রসঙ্গাদ্ গুণাবতারং বিষ্ণুং নিরূপয়তি দীপার্চ্চিরিতি। তাদৃক্‌ত্বে হেতুঃ। বিবৃতহেতু-সমানধর্ম্মেতি। যদ্যপীতি শ্রীগোবিন্দাংশাংশঃ কারণার্ণবশায়ী তস্য গর্ভোদকশায়ী তস্য চাবতারোঽয়ং বিষ্ণুরিতি লভ্যতে তথাপি মহাদীপাৎ ক্রমপরম্পরয়া সূক্ষ্মনির্ম্মলদীপস্যোদিতস্য জ্যোতীরূপাংশে যথা তেন সহ সাম্যং তথা গোবিন্দেন বিষ্ণুর্গম্যতে শম্ভোস্তু তমোঽধিষ্ঠানাৎ কজ্জলময়সূক্ষ্মদীপশিখাস্থানীয়স্য ন তথা সাম্যমিতি-রোধানায় তদিত্থমুচ্যতে মহাবিষ্ণোরপি কলাবিশেষত্বেন দর্শয়িষ্যমাণত্বাৎ। শ্রীজীব। ৪৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পরবর্ত্তী দীপের প্রকাশ যেমন প্রায় মূলদীপের মতই হয়, তদ্রূপ, শ্রীকৃষ্ণ হইতে বিষ্ণুর উদ্ভব হইলেও, শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীবিষ্ণু প্রায় একরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট। প্রায় বলার তাৎপর্য্য এই যে, সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-প্রেম-প্রদত্বাদির পূর্ণ-বিকাশ শ্রীকৃষ্ণেই, বিষ্ণুতে নহে। ২।১৮।৯ শ্লোকের টীকাদ্রষ্টব্য।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৪৬। অন্বয়। দীপার্চ্চিঃ (দীপশিখা) দশান্তরং (অন্য সলিতা) অভ্যুপেত্য (প্রাপ্ত হইয়া) বিবৃতহেতুসমানধর্ম্মা (মূলদীপের সমান ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়া) এব হি (ই) দীপায়তে (অপর একটী দীপ হয়); তাদৃক্ এব হি (ঠিক সেইরূপেই) যঃ (যিনি) বিষ্ণুতয়া (বিষ্ণুরূপে) বিভাতি (প্রকাশ পাইতেছেন) তং (সেই) আদিপুরুষং (আদি পুরুষ) গোবিন্দং (গোবিন্দকে) অহং (আমি) ভজামি (ভজন করি)।

অনুবাদ। দীপশিখা যেমন দশান্তর (অন্য সলিতা) প্রাপ্ত হইয়া মূল দীপের সমানধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াই অপর দীপরূপে প্রকাশ পায়; সেই রূপেই যিনি বিষ্ণুরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি। ৪৬

দীপার্চ্চিঃ—দীপের (প্রদীপের) অর্চ্চি (শিখা)। **দশান্তরং**—অন্য দশা (বা সলিতা); অন্য সলিতা। **বিবৃতহেতু-সমানধর্ম্মা**—বিবৃত (প্রকাশিত) হইয়াছে হেতুর (মূল কারণের—মূল দীপের) সমান ধর্ম্ম যাহা দ্বারা। একটী দীপের শিখা অন্য দীপের সলিতার সহিত যুক্ত হইলে দ্বিতীয় দীপটীও প্রজ্জলিত হইয়া উঠে এবং প্রথম দীপের সহিত তুল্য ধর্ম্মই প্রকাশ করে—প্রথম দীপের যেরূপ শিখা, দ্বিতীয় দীপেরও সেইরূপ শিখা; প্রথম দীপের যেরূপ আলো, দ্বিতীয় দীপেরও সেইরূপ আলো; প্রথম দীপের যেরূপ দাহিকাশক্তি, দ্বিতীয় দীপেরও সেইরূপই দাহিকাশক্তি; এইরূপে উভয় দীপের ধর্ম্মই সমান। তথাপি কিন্তু প্রথম দীপটীই দ্বিতীয় দীপের কারণ—অংশী এবং দ্বিতীয় দীপটী কার্য্য—অংশ। এইরূপে, একটী দীপ যে ভাবে অন্য দীপরূপে প্রকাশ পায় এবং প্রকাশ পাওয়ার পরে উভয় দীপের ধর্ম্মই যেমন সমান থাকে—ঠিক সেইভাবে শ্রীগোবিন্দ বিষ্ণুরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। উপমা হইতে বুঝা যায়—শ্রীগোবিন্দ হইতে শ্রীবিষ্ণুর প্রকাশ, শ্রীগোবিন্দ অংশী, বিষ্ণু তাঁহার অংশ, কিন্তু দীপ দুটীর ন্যায় শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীবিষ্ণুর ধর্ম্ম—স্বরূপ-ঐশ্বর্য্যাদি—সমান। শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীবিষ্ণুর সমতা বোধ হয় মায়াতীতত্বাংশে—শ্রীগোবিন্দের স্বরূপ-ঐশ্বর্য্যাদি যেরূপ মায়াতীত, শ্রীবিষ্ণুর স্বরূপ ও ঐশ্বর্য্যাদিও তেমনিই মায়াতীত। কিন্তু ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যাদির বিকাশ শ্রীবিষ্ণু অপেক্ষা শ্রীগোবিন্দে অনেক বেশী।

২৬৬-৬৭ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

ব্রহ্মা শিব—আজ্ঞাকারী ভক্ত অবতার।
পালনার্থে বিষ্ণু—কৃষ্ণের স্বরূপ-আকার ॥ ২৬৮

তথাহি (ভাঃ ২।৬।৩২)—
সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্ ॥ ৪৭ ॥

মন্বন্তরাবতার এবে শুন সনাতন।
অসঙ্খ্য গণন তার, শুনহ কারণ ॥ ২৬৯
ব্রহ্মার একদিনে হয় চৌদ্দ মন্বন্তর।
চৌদ্দ-অবতার তাহাঁ করেন ঈশ্বর ॥ ২৭০
এ চৌদ্দ একদিনে, মাসে চারিশত-বিশ।
ব্রহ্মার বৎসরে পঞ্চ-হাজার-চল্লিশ ॥ ২৭১
শতেক বৎসর হয় জীবন ব্রহ্মার।
পঞ্চলক্ষ-চল্লিশ-হাজার মন্বন্তরাবতার ॥ ২৭২
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ঐছে করহ গণন।
মহাবিষ্ণুর এক শ্বাস ব্রহ্মার জীবন ॥ ২৭৩
মহাবিষ্ণুর নিশ্বাসের নাহিক পর্য্যন্ত।
এক মন্বন্তরাবতারের দেখ লেখার অন্ত ॥ ২৭৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

যৎপরস্ত্বমিত্যেতৎ প্রশ্নোত্তরং যদুক্তং স এষ ভগবান্ বিষ্ণুঃ সর্ব্বেষাং মম চেশ্বর ইতি, তদুপসংহরতি সৃজামীতি। পালনন্তু স্বয়মেব করোতীত্যাহ বিশ্বমিতি। পুরুষরূপেণ বিষ্ণুরূপেণ ত্রিশক্তির্মায়া তাং ধরতীতি তথাঃ সঃ। স্বামী। ৪৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৬৮। **ব্রহ্মা**, বিষ্ণু, শিব—তিন জনই শ্রীকৃষ্ণের গুণাবতার বলিয়া মনে হইতে পারে যে, তাঁহারা তিন জনেই সমান ; বস্তুতঃ তাঁহারা যে তুল্য নহেন, তাহাই বলিতেছেন, এই পয়ারে।

আজ্ঞাকারী—আজ্ঞার (আদেশের) কারী (পালনকারী)। শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন এবং শিব সংহার করেন। **ভক্ত-অবতার**—শ্রীকৃষ্ণের আদেশপালন-রূপ সেবা করেন বলিয়া ভক্ত। ব্রহ্মা ও শিব শ্রীকৃষ্ণের অবতার এবং ভক্ত ; এজন্য তাঁহাদিগকে ভক্তাবতার বলা হইল। বিষ্ণু কিন্তু ব্রহ্মা ও শিবের তুল্য নহেন ; বিষ্ণু, কৃষ্ণের ভক্তাবতার নহেন, স্বরূপাবতার। সুতরাং বিষ্ণুর সঙ্গে ব্রহ্মা ও শিবের সেব্য-সেবক সম্বন্ধ। **স্বরূপ-আকার**—স্বয়ং কৃষ্ণই বিষ্ণুর আকার ধারণ করিয়া বিশ্বের পালন করিতেছেন। ব্রহ্মা ও শিব শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতে আবিষ্ট হইয়া সৃষ্টি ও সংহার করেন ; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিয়ম্য। আর স্বয়ং কৃষ্ণই বিষ্ণুরূপ ধারণ করিয়া বিশ্বের পালন করেন ; কৃষ্ণের শক্তিতে আবিষ্ট নহেন বিষ্ণু ; পরন্তু কৃষ্ণই নিজে বিষ্ণু হইয়াছেন ; তাই কৃষ্ণ যেমন ব্রহ্মা ও শিবের ঈশ্বর, বিষ্ণুও তদ্রূপ ব্রহ্মা ও শিবের ঈশ্বর। ২।১৮।৯-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৪৭। **অন্বয়।** অহং (আমি—ব্রহ্মা) তন্নিযুক্তঃ (তাঁহা কর্ত্তৃক—শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক—নিযুক্ত হইয়া) সৃজামি (বিশ্বের সৃষ্টি করি), হরঃ (শিব রুদ্রও) তদ্বশঃ (তাঁহারই বশতাপন্ন হইয়া) হরতি (জগতের সংহার করেন)। ত্রিশক্তিধৃক্ (মায়াশক্তিধারণকারী) [সঃ] (তিনি—সেই ভগবান্) পুরুষরূপেণ (বিষ্ণুরূপে) বিশ্বং (বিশ্বকে) পরিপাতি (প্রতিপালন করেন)।

অনুবাদ। ব্রহ্মা নারদকে কহিলেন—তাঁহা কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াই আমি বিশ্বের সৃষ্টি করি, রুদ্র তাঁহার অধীন হইয়াই বিশ্বের সংহার করেন, আর সেই ত্রিশক্তিশালী শ্রীহরি বিষ্ণুরূপে বিশ্বের পালন করেন। ৪৭।

ত্রিশক্তিধৃক্—ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তিকে ধারণ করিয়াছেন যিনি ; যিনি মায়াশক্তির নিয়ন্তা ; মায়া যাঁহার শক্তি, সেই শ্রীভগবান্ (স্বামী)। অথবা, অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা—এই ত্রিবিধ শক্তিসম্পন্ন ভগবান্ (চক্রবর্ত্তী)।

ব্রহ্মা এবং শিব যে শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাপালনকারী এবং শ্রীকৃষ্ণ নিজেই যে বিষ্ণুরূপে বিশ্বের পালন করিতেছেন, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল। এই শ্লোক ২৬৮ পয়ারোক্তির প্রমাণ। ২।১৮।৯-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৬৯-৭৪। এক্ষণে মন্বন্তরাবতারের কথা বলিতেছেন।

স্বায়ম্ভুবে 'যজ্ঞ' স্বারোচিষে 'বিভু' নাম।
ঔত্তমে 'সত্যসেন' তামসে 'হরি' অভিধান ॥২৭৫
রৈবতে 'বৈকুণ্ঠ', চাক্ষুষে 'অজিত' বৈবস্বতে 'বামন'।
সাবর্ণে 'সার্ব্বভৌম' দক্ষসাবর্ণে 'ঋষভ' গণন ॥২৭৬
ব্রহ্মসাবর্ণে 'বিশ্বক্‌সেন', 'ধর্ম্মসেতু' ধর্ম্মসাবর্ণে।
রুদ্রসাবর্ণে 'সুধাম' 'যোগেশ্বর' দেবসাবর্ণে ॥ ২৭৭

ইন্দ্রসাবর্ণে 'বৃহদ্ভানু' অভিধান।
এই চৌদ্দ-মন্বন্তরে চৌদ্দ-অবতার নাম ॥ ২৭৮
যুগাবতার এবে শুন সনাতন।।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি—চারি যুগের গণন ॥২৭৯
শুক্ল রক্ত কৃষ্ণ পীত—ক্রমে চারি বর্ণ।
চারি বর্ণ ধরি কৃষ্ণ করায় যুগধর্ম্ম ॥ ২৮০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এক এক মনুর শাসন-সময়কে এক **মন্বন্তর** বলে (মনুর অন্তর অর্থাৎ সময়)। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগে এক দিব্যযুগ; একাত্তর দিব্যযুগে এক মন্বন্তর। তাহা হইলে, এক মন্বন্তরের মধ্যে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, ইহাদের প্রত্যেক যুগই ২৮৪ বার আছে। এক এক মন্বন্তরে এক এক মনু শাসন করিয়া থাকেন। প্রত্যেক মন্বন্তরেই ভগবান্ মুকুন্দ দেবগণের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া ঐ মন্বন্তরীয় ইন্দ্রের সহায়তা করেন এবং সাধারণতঃ ইন্দ্রের শত্রু-আদিরও বিনাশ করেন। মুকুন্দের এইরূপ আবির্ভাবকেই **মন্বন্তরাবতার** বলে। "মন্বন্তরাবতারোঽসৌ প্রায়ঃ শক্রারিহত্যয়া। তৎসহায়ো মুকুন্দস্য প্রাদুর্ভাবঃ সুরেষু যঃ॥" লঘুভাগবত। মন্বন্তরাবতার। ১।

মন্বন্তরাবতার অসংখ্য। ইহার হেতু এই :—চৌদ্দ মন্বন্তরে ব্রহ্মার একদিন হয়; এইরূপ ত্রিশ দিনে ব্রহ্মার একমাস এবং এইরূপ বার মাসে ব্রহ্মার একবৎসর। এইরূপ একশত বৎসর ব্রহ্মার আয়ু। অতএব, ব্রহ্মার একদিনে হইল চৌদ্দটী মন্বন্তরাবতার; একমাসে ১৪ × ৩০ বা ৪২০ চারি শত বিশ, এক বৎসরে ৪২০ × ১২ বা ৫০৪০ পাঁচহাজার চল্লিশ এবং একশত বৎসরে ৫০৪০ × ১০০ = ৫০৪০,০০ পাঁচ লক্ষ চারি হাজার মন্বন্তরাবতার। তাহা হইলে এক ব্রহ্মার আয়ুষ্কালে এক ব্রহ্মাণ্ডে পাঁচলক্ষ চারি হাজার মন্বন্তরাবতার। ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা আবার অনন্ত; সুতরাং সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের মন্বন্তরাবতারের সংখ্যাও অনন্ত। এই হইল এক ব্রহ্মার আয়ুষ্কালের মন্বন্তরাবতারের কথা। কিন্তু মহাবিষ্ণুর একটী নিশ্বাসে যে সময় লাগে, তাহাই ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল; তাঁহার নিশ্বাসেরও অন্ত নাই; সুতরাং মন্বন্তরাবতারের সংখ্যারও কোনও কূল-কিনারা নাই।

২৭৫-৭৮। অসংখ্য বলিয়া সমস্ত মন্বন্তরাবতারের বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। এজন্য ব্রহ্মার এক দিনের অন্তর্গত চৌদ্দ মনুর এবং চৌদ্দ মন্বন্তরাবতারের মাত্র নাম উল্লেখ করিতেছেন। চৌদ্দ মনুর নাম যথা—স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণ, দক্ষসাবর্ণ, ব্রহ্মসাবর্ণ, ধর্ম্মসাবর্ণ, রুদ্রসাবর্ণ, দেবসাবর্ণ ও ইন্দ্রসাবর্ণ। প্রথম ছয় মনু গত হইয়াছেন; এক্ষণে সপ্তম মনু বৈবস্বতের সময়। এই মন্বন্তরের সাতাইশটী চতুর্যুগ অতীত হইয়াছে, এক্ষণে অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের কলিযুগ চলিতেছে।

চৌদ্দ মন্বন্তরারতার—উক্ত চৌদ্দ মনুর সময়ে যথাক্রমে এই চৌদ্দ জন মন্বন্তরাবতার :—যজ্ঞ, বিভু, সত্যসেন, হরি, বৈকুণ্ঠ, অজিত, বামন, সার্ব্বভৌম, ঋষভ, বিশ্বক্‌সেন, ধর্ম্মসেতু, সুধামা, যোগেশ্বর এবং বৃহদ্ভানু। বর্ত্তমান মন্বন্তরের অবতার "বামন"।

২৭৯-৮০। এক্ষণে যুগাবতারের কথা বলিতেছেন। প্রতিযুগে তৎকালীন মন্বন্তরাবতার যুগাবতাররূপে প্রকট হইয়া যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন। যুগভেদে যুগাবতারের বর্ণভেদ হইয়া থাকে।

সত্যযুগের যুগাবতারের নাম "শুক্ল"; ইনি শুক্লবর্ণ, চতুর্ভুজ, জটাধারী; ইনি বল্কল পরিধান করেন, কৃষ্ণাজীন, উপবীত, অক্ষ, দণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণ করেন। শ্রী, ভা, ১১।৫।২১ ॥

তথাহি

তাঃ ১০।৮।১৩, ১১।৫।২১, ১১।৫।২৪)—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।

শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ ৪৮

কৃতে শুক্লশ্চতুর্ব্বাহুর্জটিলো বল্কলাম্বরঃ।

কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ বিভ্রদ্দণ্ডকমণ্ডলূ ॥ ৪৯

ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসৌ চতুর্ব্বাহুস্ত্রিমেখলঃ।

হিরণ্যকেশস্ত্রয্যাত্মা স্রুক্‌স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ ॥ ৫০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তদেব বর্ণাদিচতুষ্টয়মাহ কৃত ইত্যাদিনা। কৃষ্ণাজীনাদীন্ বিভ্রদিতি ব্রহ্মচারিবেশো দর্শিতঃ। স্বামী। ৪৯

ত্রিগুণা দীক্ষাঙ্গভূতা মেখলা যস্য সঃ যজ্ঞমূর্ত্তিঃ। হিরণ্যকেশঃ পিঙ্গলকেশঃ। স্বামী। ৫০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ত্রেতার যুগাবতারের নাম "রক্ত"; ইনি রক্তবর্ণ, চতুর্ভুজ, ত্রিমেখল, পিঙ্গলকেশ, বেদময় এবং স্রুক্-স্রুবাদি-চিহ্নে চিহ্নিত। শ্রীভা, ১১।৫।২৪ ॥

দ্বাপরের যুগাবতারের নাম শ্যাম; ইনি শ্যামবর্ণ, পীতবাসা, স্বীয় অস্ত্রশস্ত্র-(শঙ্খচক্রাদি) ধারী এবং শ্রীবৎসাদি চিহ্ন সকলে চিহ্নিত। শ্রীভা, ১১।৫।২৭ ॥ কলির যুগাবতারের নাম "কৃষ্ণ", ইনি কৃষ্ণবর্ণ। "কথ্যতে বর্ণনামাভ্যাং শুক্লঃ সত্যযুগে হরিঃ। রক্তঃ শ্যামঃ ক্রমাৎ কৃষ্ণস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে কলৌ ॥ ল, ভা, যুগাব, । ২৫ ॥" উক্ত বিবরণ সাধারণ-যুগাবতার-সম্বন্ধে। যুগবিশেষে ইহার ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। যে দ্বাপরে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন, সেই দ্বাপরের যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণে প্রবিষ্ট হন, স্বতন্ত্ররূপে আর প্রকট হয়েন না। আবার যে কলিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়েন, সেই কলির কৃষ্ণবর্ণ-যুগাবতারও মহাপ্রভুতেই প্রবিষ্ট হয়েন, স্বতন্ত্রভাবে আর প্রকট হয়েন না। বৈবস্বত-মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতার হইয়াছিল, তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলিতেই শ্রীমন্মহাপ্রভু (পীতবর্ণ) প্রকট হয়েন।

এই পয়ারে এবং পরবর্ত্তী শ্লোকে দ্বাপরের যুগাবতারের বর্ণ কৃষ্ণ এবং কলির যুগাবতারের বর্ণ পীত বলার হেতু এই যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু এস্থলে বর্ত্তমান কলি (স্বীয় প্রাকট্যের সময়) এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী (স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণরূপের স্বীয় প্রাকট্য সময়) দ্বাপর যুগের কথাই বলিতেছেন। এই বিশেষ দ্বাপর ও বিশেষ কলির বর্ণনা দ্বারা, ভঙ্গীক্রমে স্বীয় তত্ত্বটা জ্ঞাপন করাই বোধ হয় প্রভুর প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য। এই বিশেষ দ্বাপরে ও বিশেষ কলিতে যে স্বতন্ত্র যুগাবতার নাই, সেই সেই যুগে প্রকটীভূত স্বয়ং ভগবানের দেহের অন্তর্ভূত থাকিয়াই যে সেই সেই যুগাবতার কার্য্য করেন, তাহা বুঝাইবার জন্যই বোধ হয় দ্বাপরের যুগাবতারকে কৃষ্ণবর্ণ এবং কলির যুগাবতারকে পীতবর্ণ বলা হইয়াছে। পীতবর্ণ অবতার বলিতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকেই বুঝাইতেছে। ১।৩।১০ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

এই দুই পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে তিনটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৪৮। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৩।৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৪৯-৫০। অন্বয়। কৃতে (সত্যযুগে) শুক্লঃ (শুক্লবর্ণ) চতুর্ব্বাহুঃ (চতুর্ভুজ) জটিলঃ (জটাধারী) বল্কলাম্বরঃ (বল্কলপরিধানকারী), কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ (কৃষ্ণসারমৃগচর্ম্ম, উপবীত ও অক্ষমালা) দণ্ডকমণ্ডলূ (এবং দণ্ড ও কমণ্ডলু) বিভ্রৎ (ধারণকারী)। ত্রেতায়াং (ত্রেতাযুগে) অসৌ (ইনি) রক্তবর্ণঃ (রক্তবর্ণ) চতুর্ব্বাহুঃ (চতুর্ভুজ) ত্রিমেখলঃ (মেখলাত্রয়ধারী) হিরণ্যকেশঃ (পিঙ্গলবর্ণ কেশযুক্ত) ত্রয্যাত্মা (বেদময়-শরীরবিশিষ্ট) স্রুক্-স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ (স্রুক্-স্রুবাদিচিহ্নে চিহ্নিত)।

অনুবাদ। সত্যযুগে শুক্লবর্ণ, চতুর্ব্বাহু, জটাধারী, বল্কল-পরিধানকারী এবং কৃষ্ণসারমৃগচর্ম্ম, উপবীত, অক্ষমালা দণ্ড ও কমণ্ডলুধারী (অর্থাৎ ব্রহ্মচারী বেশ)। ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ, চতুর্ভুজ, মেখলাত্রয়ধারী, পিঙ্গলকেশ, বেদময়শরীর, স্রুক্‌স্রুবাদিচিহ্নে চিহ্নিত। ৪৯-৫০।

সত্যযুগে ধর্ম্ম ধ্যান করায় শুক্লমূর্ত্তি ধরি।
কর্দ্দমকে বর দিলা যেঁহো কৃপা করি ॥ ২৮১

কৃষ্ণধ্যান করে লোক 'জ্ঞান অধিকারী'।
ত্রেতার ধর্ম্ম যজ্ঞ করায় রক্তবর্ণ ধরি ॥ ২৮২

কৃষ্ণপদার্চ্চন হয় দ্বাপরের ধর্ম্ম।
কৃষ্ণবর্ণে করায় লোকে কৃষ্ণার্চ্চনকর্ম্ম ॥ ২৮৩

তথাহি (ভাঃ ১১।৫।২৭)—

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ॥ ৫১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

স্রক্—মস্তকে ধারণোপযোগী মাল্য। **স্রুব**—যজ্ঞপাত্রবিশেষ।

এই শ্লোকে সত্যযুগের ও ত্রেতাযুগের অবতারের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। কোনও কোনও গ্রন্থে এই শ্লোক দুইটি নাই।

২৮১। কোন যুগের কি ধর্ম্ম, তাহা বলিতেছেন। **সত্যযুগে ধর্ম্ম ধ্যান**—সত্যযুগের ধর্ম্ম ধ্যান। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়োক্ত (৬।১১-১৪) ধ্যানযোগই বোধ হয় এই ধ্যান। এই ধ্যানযোগের নিয়ম এই—কুশাসনোপরি মৃগচর্ম্মাসন, তদুপরি বস্ত্রাসন রাখিয়া অত্যন্ত উচ্চ বা অত্যন্ত নীচ না করিয়া, সেই আসন বিশুদ্ধ ভূমিতে স্থাপন পূর্ব্বক সাধক তাহাতে আসীন হইবেন। তথায় উপবিষ্ট হইয়া চিত্ত, ইন্দ্রিয় ও ক্রিয়াকে নিয়মিত করিয়া চিত্ত-শুদ্ধির জন্য মনকে একাগ্র করিয়া যোগাভ্যাস করিবেন। শরীর, মস্তক ও গ্রীবাকে সমানভাবে রাখিয়া অন্যদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না হয়, তজ্জন্য নাসিকাগ্রভাগে দৃষ্টি স্থাপনপূর্ব্বক প্রশান্তাত্মা, ভয়শূন্য ও ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিত পুরুষ মনকে সমস্ত জড়ীয় বিষয় হইতে সংযমন-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর চতুর্ভুজ-স্বরূপে চিত্তস্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাতে ভক্তি-পরায়ণ হইবেন। **করায়**—উপদেশাদি দিয়া লোক সকলকে ধ্যান শিক্ষা দেন।

শুক্লমূর্ত্তি—সত্যযুগের যুগাবতার। **কর্দ্দমকে বর দিলা**—ব্রহ্মা নিজ পুত্র কর্দ্দমকে প্রজা সৃষ্টি করিতে আদেশ করিলে, কর্দ্দম ভগবানের সন্তুষ্টির জন্য সরস্বতী-তীরে দশহাজার বৎসর তপস্যা করেন। ভগবান্ হরি তাঁহার তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন; কর্দ্দম তাঁহাকে স্তুতি করিয়া তাঁহার উপযুক্ত ও অভিলষিত ভার্য্যা প্রাপ্তির জন্য বর যাচ্ঞা করিলেন। ভগবান্ তাঁহাকে এই বর দিলেন:—ব্রহ্মাবর্ত্তদেশস্থ স্বায়ম্ভুব-মনু নিজ কন্যা দেহহূতিকে তোমায় সম্প্রদান করিবার নিমিত্ত পরশ্ব দিবস আগমন করিবেন। এই দেবহূতিতে তোমার নয় কন্যা জন্মিবে; ঋষিগণ তাহাদিগকে বিবাহ করিবেন। আমিও তোমার পুত্র (কপিল) রূপে অবতীর্ণ হইয়া সংখ্য দর্শন প্রচার করিব। (শ্রীভা, ৩।২১ অধ্যা)।

কৃষ্ণধ্যান করে—সত্যযুগের ধ্যেয় শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজরূপ। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে ১৪শ শ্লোকে "মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ"—শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তীর অর্থ এই:—মচ্চিত্তো মাং চতুর্ভুজং সুন্দরাকারং চিন্তয়ন্। মৎপরঃ মদ্ভক্তিপরায়ণঃ ॥

লোক জ্ঞান অধিকারী—জ্ঞান-অধিকারী লোক কৃষ্ণধ্যান করে। **জ্ঞান-অধিকারী**—জ্ঞানযোগের অধিকারী। গীতার ৪র্থ অধ্যায়ে ৩৯শ শ্লোকে জ্ঞান-অধিকারীর লক্ষণ এইরূপ দেওয়া আছে:—"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ। জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥" নিষ্কাম-কর্ম্মদ্বারা অন্তঃকরণের শুদ্ধতা ও শাস্ত্রার্থে আস্তিক্যবুদ্ধিরূপা শ্রদ্ধা যাঁহার জন্মিয়াছে, যিনি নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান-নিষ্ঠ, যিনি সংযতেন্দ্রিয়, তিনিই জ্ঞানের অধিকারী। ধ্যানযোগের অধিকারীরও এই লক্ষণ।

২৮২। ত্রেতাযুগের ধর্ম্ম—**যজ্ঞ**—কর্ম্মকাণ্ড। **রক্তবর্ণ**—যুগাবতার।

২৮৩। **কৃষ্ণপদার্চ্চন**—দ্বাপরের যুগধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা। **কৃষ্ণবর্ণে**—দ্বাপরের যুগাবতার কৃষ্ণবর্ণ। ইহার প্রমাণ নিম্নলিখিত শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৫১। **অন্বয়**। অন্বয়াদি ১।৩।৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

তথাহি তত্রৈব (১১।৫।২৯)—

নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ॥ ৫২॥

এই মন্ত্রে দ্বাপরে করে কৃষ্ণার্চ্চন।
কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন—কলিযুগের ধর্ম্ম॥ ২৮৪
পীতবর্ণ ধরি তবে কৈল প্রবর্ত্তন।
প্রেমভক্তি দিলা লোকে লঞা ভক্তগণ॥ ২৮৫
ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন করে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
প্রেমে গায় নাচে লোক করে সঙ্কীর্ত্তন॥ ২৮৬

তথাহি (ভাঃ ১১।৫।৩২)—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ ৫৩

আর তিন যুগে ধ্যানাদিতে যেই ফল হয়।
কলিযুগে কৃষ্ণনামে সে-ই ফল পায়॥ ২৮৭

তথাহি (ভাঃ ১২।৩।৫১,৫২)—

কলের্দ্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥ ৫৪
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥ ৫৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

নামান্যাহ নমস্ত ইতি। স্বামী। ৫২

ইদানীং কলিং স্তৌতি কলের্দ্দোষনিধে রাজন্নিতি দ্বাভ্যাম্। স্বামী। ৫৪

তৎসর্ব্বং হরিকীর্ত্তনাদেব কলৌ ভবতি। নান্যস্মিন্ যুগে। উক্তঞ্চ—ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈ স্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্। যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবমিতি। স্বামী। ৫৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৫২। অন্বয়। তে বাসুদেবায় নমঃ (ভগবান্ বাসুদেবকে নমস্কার), সঙ্কর্ষণায় নমঃ (সঙ্কর্ষণকে নমস্কার), ভগবতে (ভগবান্) প্রদ্যুম্নায় অনিরুদ্ধায় তুভ্যং (প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই উভয়কে) নমঃ (নমস্কার)।

অনুবাদ। বাসুদেবকে নমস্কার, সঙ্কর্ষণকে নমস্কার, ভগবান্ প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধকে নমস্কার। ৫২।

এইটী দ্বাপরের কৃষ্ণার্চ্চন-মন্ত্র। ইহাতে দ্বারকা-চতুর্ব্যূহের বন্দনাই দেখিতে পাওয়া যায়।

২৮৪। **এই মন্ত্রে**—"নমস্তে বাসুদেবায়" ইত্যাদি মন্ত্র-দ্বারা দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করা হয়। **কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন**—কলিযুগের ধর্ম্ম বলিতেছেন।

২৮৫। **পীতবর্ণ**—বৈবস্বত-মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ-কলির যুগাবতারের কথাই এস্থলে বলিতেছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী ২৭৯-৮০ পয়ারের এবং ১।৩।১০-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৮৬। এই বিশেষ-কলিতে স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া জীবগণকে ব্রজপ্রেম দান করেন।

এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৫৩। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৩।১০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

২৮৭। **আর তিনযুগে**—কলিব্যতীত অন্য তিনযুগে; সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরে। **ধ্যানাদিকে**—ধ্যান, যজ্ঞ ও অর্চ্চনে। **যেই ফল পায়**—সত্যযুগে ধ্যানদ্বারা, ত্রেতাযুগে যজ্ঞদ্বারা এবং দ্বাপরযুগে কৃষ্ণার্চ্চনদ্বারা যে ফল পাওয়া যায়, কলিযুগে কেবলমাত্র কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনদ্বারাই সেই ফল পাওয়া যায়। এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে চারিটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৫৪ ৫৫। অন্বয়। রাজন্ (হে মহারাজ পরীক্ষিত)! দোষনিধেঃ (বহুদোষের আকর) কলেঃ (কলির) একঃ (একটী) মহান্ (মহা) গুণঃ (গুণ) অস্তি (আছে); কৃষ্ণস্য (শ্রীকৃষ্ণের) কীর্ত্তনাৎ (কীর্ত্তন হইতে)

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (৬।২।১৭), পদ্মোত্তর-খণ্ডে (৭২।২৫), বৃহন্নারদীয়ে (৩৮।৯৭), হরিভক্তিবিলাসে (১১।২৩৯)—

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্ ॥ ৫৬

তথাহি (ভাঃ ১১।৫।৩৬)—

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽপি লভ্যতে ॥ ৫৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

কৃতযুগে পরমশুদ্ধচিত্ততয়া ধ্যানঞ্চ ত্রেতায়াঞ্চ সর্ব্ববেদপ্রবৃত্ত্যা যজ্ঞানাং দ্বাপরে চ শ্রীমূর্ত্তিপূজা-বিশেষ-প্রবৃত্ত্যার্চ্চনস্য শ্রৈষ্ঠ্যমপেক্ষ্য তত্তত্র পৃথক্ পৃথগুক্তম্। এবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ম্। তচ্চ সর্ব্বং সমুচ্চিতং কলৌ শ্রীকেশবনামকীর্ত্তনান্ত-র্ভূতমেবেতি সুখমাপ্নোতীত্যর্থঃ। শ্রীসনাতন। ৫৬

এতেষু চতুর্যুগেষু কলিরেব শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ কলিমিতি। গুণজ্ঞাঃ কলেগুণং জানন্তি যে তে। নন্থ দোষাণাং বহুত্বাৎ কথং সভাজয়ন্তি তত্রাহ। সারভাগিনো গুণাংশগ্রাহিণঃ কোঽসৌ গুণ স্তমাহ যত্রেতি তদুক্তম্। ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈ স্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্। যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবমিতি। স্বামী। ৫৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এব (ই) [জীবঃ] (জীব) মুক্তবন্ধঃ (মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া) পরং (পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে) ব্রজেৎ (লাভ করিতে পারে)। কৃতে (সত্যযুগে) বিষ্ণুং (বিষ্ণুকে) ধ্যায়তঃ (ধ্যান করিয়া) যৎ (যাহা—যাহা পাওয়া যায়), ত্রেতায়াং (ত্রেতাযুগে) মখৈঃ (যজ্ঞদ্বারা) যজতঃ (বিষ্ণুর যজন করিয়া যাহা পাওয়া যায়) দ্বাপরে (দ্বাপর যুগে) পরিচর্য্যায়াং (পরিচর্য্যা করিয়া—অর্চ্চনা করিয়া যাহা পাওয়া যায়), কলৌ (কলিযুগে) হরিকীর্ত্তনাৎ (শ্রীহরিকীর্ত্তন হইতেই) তৎ (তাহা পাওয়া যায়)।

অনুবাদ। শ্রীশুকদেব পরীক্ষিত-মহারাজকে বলিলেন :—"রাজন্! অশেষ-দোষের আধার কলির (অর্থাৎ কলিযুগের অশেষ দোষ থাকিলেও, তাহার) একটী মহাগুণ আছে ; (তাহা এই)—কলিতে একমাত্র কৃষ্ণকীর্ত্তনেই জীব মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিতে পারে। সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যান করিয়া, ত্রেতাযুগে যজ্ঞদ্বারা বিষ্ণুর যজন করিয়া এবং দ্বাপরযুগে পরিচর্য্যা বা অর্চ্চনা করিয়া যাহা পাওয়া যায়, কলিযুগে এক হরিকীর্ত্তন হইতেই তাহা পাওয়া যায়। ৫৪-৫৫

২৮৭ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই দুই শ্লোক।

শ্লো। ৫৬। অন্বয়। কৃতে (সত্যযুগে) ধ্যায়ন্ (ধ্যান করিয়া) ত্রেতায়াং (ত্রেতাযুগে) যজ্ঞৈঃ (যজ্ঞদ্বারা) যজন্ (যজন করিয়া) দ্বাপরে (দ্বাপরযুগে) অর্চ্চয়ন্ (অর্চ্চনা করিয়া) যৎ (যাহা) আপ্নোতি (জীব পায়), কলৌ (কলিযুগে) কেশবম্ (কেশব—শ্রীকৃষ্ণকে) কীর্ত্তয়ন্ (কীর্ত্তন করিয়াই) তৎ (তাহা) আপ্নোতি (পাইয়া থাকে)।

অনুবাদ। সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, এবং দ্বাপরে অর্চ্চন করিয়া যাহা পাওয়া যায়, কলিতে কেশবের কীর্ত্তন করিলেই তাহা পাওয়া যায়। ৫৬

ধ্যানের নিমিত্ত চিত্তের বিশুদ্ধতার দরকার ; সত্যযুগে লোকের চিত্ত খুব বিশুদ্ধ ছিল ; তাই সত্যযুগে ধ্যানের শ্রেষ্ঠত্ব ছিল। ত্রেতাযুগে সমস্ত বেদের বিশেষ প্রচলন ছিল বলিয়া ত্রেতায় যজ্ঞই প্রশস্ত ছিল। দ্বাপরে শ্রীমূর্ত্তিপূজা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল বলিয়া তখন অর্চ্চনাঙ্গের প্রাধান্য ছিল। কলিতে শ্রীহরিনামকীর্ত্তনের মধ্যেই তৎসমস্ত অন্তর্ভূত—নামকীর্ত্তনের মাহাত্ম্যেই ধ্যানাদিলভ্য ফল পাওয়া যায় ; তাই নামকীর্ত্তনই কলির ভজন।

এই শ্লোকও ২৮৭ পয়ারোক্তির প্রমাণ।

শ্লো। ৫৭। অন্বয়। গুণজ্ঞাঃ (গুণজ্ঞ) সারভাগিনঃ (সারমাত্রগ্রাহী) আর্য্যাঃ (আর্য্যগণ—পণ্ডিতগণ)

পূর্ব্ববৎ লিখি যবে গুণাবতারগণ।
অসংখ্য—সংখ্যা তার না হয় গণন ॥ ২৮৮
চারিযুগের অবতারের এই ত গণন।
শুনি ভঙ্গী করি তাঁরে পুছে সনাতন ॥ ২৮৯
রাজমন্ত্রী সনাতন—বুদ্ধ্যে বৃহস্পতি।
প্রভুর কৃপাতে পুছে অসঙ্কোচমতি—॥ ২৯০
অতি ক্ষুদ্র জীব মুঞি—নীচ নীচাচার।
কেমনে জানিব—কলিতে কোন্ অবতার ? ২৯১
প্রভু কহে—অন্যাবতার শাস্ত্র-দ্বারে জানি।
কলি-অবতার তৈছে শাস্ত্রবাক্যে মানি ॥ ২৯২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কলিং (কলিযুগকে) সভাজয়ন্তি (সম্মান করেন—প্রীতি করেন)—যত্র (যে কলিযুগে) সঙ্কীর্ত্তনেন (সঙ্কীর্ত্তনদ্বারা) এব (ই) সর্ব্বস্বার্থঃ (সকল স্বার্থ—সমস্ত পুরুষার্থ) অপি (ও) লভ্যতে (লাভ করা যায়)।

অনুবাদ। হে রাজন্! যে কলিতে সঙ্কীর্ত্তনদ্বারা সকল স্বার্থই লাভ হয়, সারভাগী, গুণজ্ঞ, আর্য্যসকল সেই কলিকে সম্মান করিয়া থাকেন। ৫৭।

গুণজ্ঞাঃ—যাঁহারা গুণ জানেন। একমাত্র কীর্ত্তনদ্বারাই কলিতে পরম-পুরুষার্থ লাভ করা যায়—এই যে কলির একটী মহদ্গুণ আছে, ইহা যাঁহারা জানেন, তাদৃশ আর্য্যগণ। **সারভাগিনঃ**—সারগ্রাহী। কলিযুগের অশেষ দোষ থাকা সত্ত্বেও ঐ যে একটী গুণ আছে, যাহা—একজনমাত্র রাজা যেমন রাজ্যস্থ সমস্ত দস্যু-তস্করাদিকে বিনষ্ট করিতে পারে, যাহা তদ্রূপ—কলির সমস্ত দোষকে বিনষ্ট করিয়া দিতে পারে—ইহা জানিয়া দোষসমূহকে উপেক্ষা করিয়া কেলমাত্র ঐ মহদ্গুণটীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই যাঁহারা কলির প্রশংসা করেন, তাঁহাদিগকে সারগ্রাহী বলা হইয়াছে; কারণ, তাঁহারা অসার-দোষগুলিকে গ্রাহ্য না করিয়া কলির সারগুণটীকেই গ্রহণ করিয়াছেন; এতাদৃশ গুণগ্রাহী **আর্য্যাঃ**—আর্য্যগণ, পণ্ডিতগণ কলিকেই **সভাজয়ন্তি**—সম্মান প্রদর্শন করেন। সভাজ্-ধাতু হইতে সভাজয়ন্তি ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন হইয়াছে; সভাজ্-ধাতুর অর্থ—প্রীতি-প্রদর্শন।

এই শ্লোকও ২৮৭ পয়ারেরই প্রমাণ। সাধনের বৈশিষ্ট্য দেখাইয়া উক্ত চারিটী শ্লোকেই কলির শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। কলির সাধন হরিনাম-কীর্ত্তনের বৈশিষ্ট্য এই যে—ইহাতে কোনওরূপ অপেক্ষা নাই—দীক্ষা-পুরশ্চর্য্যার অপেক্ষা নাই (২।১৫।১০৯), দেশকালপাত্রদশাদির অপেক্ষা নাই (২।১৫।১০৯, ২।২৫।৭৯), কোনওরূপ নিয়মবিধিরও অপেক্ষা নাই (৩।২০।১৪); অথচ এই নামসঙ্কীর্ত্তনই নববিধ ভক্তির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (৩।৪।৬৫-৬৬)।

২৮৮। **পূর্ব্ববৎ**—পূর্ব্বোল্লিখিত মন্বন্তরাবতারের মত যুগাবতারও অসংখ্য। পূর্ব্ববর্ত্তী ২৬৯-৭৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৮৯। **ভঙ্গী করি**—শ্রীমন্মহাপ্রভুই যে স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন, শ্রীরাধার ভাবকান্তি গ্রহণ করিয়া পীতবর্ণে এই বৈবস্বত-মন্বন্তরীয়-অষ্টাবিংশ-কলিতে নামপ্রেম প্রচারের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন, প্রভুর মুখেই তাহা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করাইবার উদ্দেশ্যে সনাতন-গোস্বামী চাতুরী করিয়া বলিতেছেন।

২৯০। **রাজমন্ত্রী**—সনাতন-গোস্বামী রাজমন্ত্রী ছিলেন; সুতরাং বাক্পটুতা, কার্য্যকৌশল, চাতুরী আদি যথেষ্টই তাঁহার ছিল। **বুদ্ধ্যে বৃহস্পতি**—বৃহস্পতির ন্যায় পাণ্ডিত্য এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধিও তাঁহার ছিল। **অসঙ্কোচ-মতি**—কোনওরূপ সঙ্কোচ না করিয়া। প্রভুর কৃপাতেই প্রভুর নিকটে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে সনাতনের কোনওরূপ সঙ্কোচ হইত না। **পুছে**—জিজ্ঞাসা করে।

২৯১। প্রভুকে সনাতন জিজ্ঞাসা ক'রলেন—"প্রভু, এখন কলিযুগ; এই কলির অবতার কে? তাহা কিরূপে জানিব ?"

২৯২। প্রভু উত্তর করিলেন—অন্য অবতার যেমন শাস্ত্র-প্রমাণের দ্বারা জানা যায়, এই কলিযুগের অবতারও তেমনি শাস্ত্রদ্বারাই জানিতে হইবে। শাস্ত্রোক্ত লক্ষণের সঙ্গে যাঁর লক্ষণ মিলে, তিনিই অবতার

সর্ব্বজ্ঞ মুনির বাক্য শাস্ত্র—পরমাণ।
আমাসভা-জীবের হয় শাস্ত্রদ্বারা জ্ঞান ॥ ২৯৩
অবতার নাহি কহে—'আমি অবতার'।
মুনি সব জানি করে লক্ষণবিচার ॥ ২৯৪

তথাহি (ভাঃ ১০।১০।৩৪)—
যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরিষ্বশরীরিণঃ।
তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্ব্বীর্য্যৈর্দেহিষ্বসঙ্গতৈঃ ॥ ৫৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

নন্থ মে পরেশত্বং কেন চিহ্নেন কথয়থ স্তত্রাহ যস্যেতি যুগ্মম্। অশরীরিণঃ প্রাকৃতভিন্নদেহশূন্যস্য যস্য শরীরিষু মৎস্যাদিজাতিষ্ববতারা মৎস্যাদয়ো জ্ঞায়ন্তে অনুমীয়ন্তে কৈশ্চিচ্চিহ্নৈরিত্যাহ দেহিষু জীবেষ্বসঙ্গতৈরঘটমানৈর্বীর্য্যৈঃ পরাক্রমৈঃ স ভবানবতারী ত্বমেব সাম্প্রতমবতীর্ণোঽসি গজেন্দ্রসহস্রেণাপি দুরুৎপাটয়োরাবয়োর্বাল্যলীলাপ্রকাশিতেন বললেশেনা-প্যুৎপাটিতাদ্ রজ্জূলূখলয়োরপি তাদৃগ্বলার্পণাচ্চেতি ভাবঃ। শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণ। ৫৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৯৩। শাস্ত্র-বাক্য প্রামাণ্য ; কারণ, ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটবাদি দোষশূন্য সর্ব্বজ্ঞ মুনিদিগের বাক্যই শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে।

২৯৪। যিনি অবতার, তিনি কখনও বলেন না যে, তিনি অবতার। সর্ব্বজ্ঞ মুনিগণ ঈশ্বর-লক্ষণ বিচার করিয়া অবতার চিনিতে পারেন।

শ্লো। ৫৮। অন্বয়। তৈঃ তৈঃ (সে সমস্ত) অতুল্যাতিশয়ৈঃ (যাহার সমান নাই এবং যাহার অধিকও নাই এরূপ) দেহিষু (এবং দেহীদিগের—জীবদিগের-মধ্যে) অসঙ্গতৈঃ (যাহা অসম্ভব—থাকিতে পারে না—এরূপ) বীর্য্যৈঃ (বীর্য্যদ্বারা—প্রভাব-পরাক্রমদ্বারাই) শরীরিষু (দেহীদিগের মধ্যে) অশরীরিণঃ (অশরীরী—যাঁহার প্রাকৃত শরীর নাই, কিন্তু অপ্রাকৃত শরীর আছে, তাদৃশ) যস্য (যাঁহার—যে ভগবানের) অবতারাঃ (অবতারসমূহ) জ্ঞায়ন্তে (জ্ঞাত হয়—জানা যায়) [স ভবান্ অবতীর্ণঃ] (সেই তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ)।

অনুবাদ। যমলার্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন :—যাহার সমান নাই এবং যাহা হইতে অধিকও নাই এবং দেহীদিগের মধ্যে যাহা একান্ত দুর্লভ—এতাদৃশ বীর্য্যসমূহ (প্রভাব-পরাক্রমসমূহ) দ্বারাই দেহধারীদিগের মধ্যে প্রাকৃত শরীর শূন্য যাঁহার (যে ভগবানের) অবতার সমূহকে জানিতে পারা যায় (সেই ভগবান তুমিই অবতীর্ণ হইয়াছ)। ৫৮

অশরীরিণঃ—শরীর নাই যাঁহার, তাঁহার। মায়িক জীবের শরীরের ন্যায় প্রাকৃত শরীর ভগবানের বা তাঁহার অবতার-সমূহের নাই ; কিন্তু তাঁহাদের চিন্ময়—অপ্রাকৃত—শুদ্ধসত্ত্বময় সচ্চিদানন্দবিগ্রহ আছে ; তাঁহারা যখন প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখনও তাঁহাদের চিন্ময়—সচ্চিদানন্দ দেহ লইয়াই তাঁহারা অবতীর্ণ হয়েন ; কিন্তু তাঁহাদের অবতীর্ণ দেহ যে প্রাকৃত নহে, তাহা যে সচ্চিদানন্দময়—সাধারণ জীব তাহা বুঝিতে পারে না। সুতরাং তাঁহাদের দেহ দেখিয়া—তাঁহারা যে অবতার, সাধারণ জীব নহেন—তাহা সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে না। যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ—যাঁহারা শাস্ত্রাদিতে অবতারের লক্ষণাদি দেখিয়াছেন, তাঁহারা তৎসমস্ত লক্ষণাদি মিলাইয়া অবতার চিনিতে পারেন। কিরূপে চিনিতে পারেন ? শাস্ত্রোক্ত লক্ষণাদি মিলাইবার কথা মনেই বা জাগিতে পারে কিরূপে ? তাহাই বলিতেছেন। **বীর্য্যৈঃ**—বীর্য্য, প্রভাব-পরাক্রম, অলৌকিক শক্তির বিকাশাদি দেখিয়া তদ্দ্বারা শাস্ত্রজ্ঞগণ অবতার নির্ণয় করেন। কিন্তু বীর্য্য দেখিয়া কিরূপে অবতার নির্ণয় করা যায় ? বীর্য্য তো শক্তিশালী জীবেরও থাকিতে পারে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—শক্তিশালী জীবের বীর্য্য নহে ; শক্তিশালী জীবের মধ্যেও যে জাতীয় বীর্য্য দৃষ্ট হয়না, তদ্রূপ বীর্য্য যদি কাহারও মধ্যে দেখা যায়, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে—ঐ বীর্য্য ভগবানের বা তদীয় অবতারের। কিরূপ সেই বীর্য্য ? **অতুল্যাতিশয়ৈঃ**—তুল্য এবং অতিশয় (অধিক)=তুল্যাতিশয় ; যাহার তুল্য এবং অতিশয় (অধিক) নাই, তাহা হইল অতুল্যাতিশয় ; তৃতীয়ার বহুবচনে অতুল্যাতিশয়ৈঃ—অতুল্যৈঃ এবং

স্বরূপ-লক্ষণ আর তটস্থ-লক্ষণ। | এই দুই লক্ষণে বস্তু জানে মুনিগণ ॥ ২৯৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ॥

অনতিশয়ৈঃ। যাহা অতুল্য (যাহার তুল্য বা সমান নাই) এবং অনতিশয় (যাহা হইতে অধিকও নাই) এমন বীর্য্য; যে বীর্য্যের তুল্য বীর্য্য জীবদিগের মধ্যে কোথাও দেখা যায় না, কেহ কখনও দেখিয়াছে বলিয়াও জানা যায় না—কিম্বা যাহা অপেক্ষা অধিক বীর্য্যের (প্রভাব-পরাক্রমের) কথাও জীবেদের মধ্যে কেহ কখনও দেখে নাই, এতাদৃশ অসমোর্দ্ধ-প্রভাব-পরাক্রমই ভগবদবতারের একটী লক্ষণ। আর **অসঙ্গতৈঃ**—যে বীর্য্য প্রাকৃত জীবের মধ্যে থাকিবার সম্ভাবনাও নাই, এরূপ প্রভাব-পরাক্রম যদি কাহারও মধ্যে দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তিনি ভগবদবতার।

কুবেরের দুই পুত্র—নলকুবর ও মণিগ্রীব—মহাদেবের অনুচরত্ব লাভ করিয়া অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। এক সময়ে সুরাপানে মত্ত হইয়া যুবতী রমণীগণের সহিত তাহারা অসংযতভাবে জলকেলিতে রত ছিল; এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ দৈবাৎ সেস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বিবস্ত্রা রমণীগণ লজ্জিতা ও শাপভয়ে ভীতা হইয়া বস্ত্র পরিধান করিল; কিন্তু মদোন্মত্ত কুবের-তনয়দ্বয় একটুও সঙ্কুচিত হইল না। তাহাদের অধঃপতন দর্শন করিয়া দেবর্ষি তাহাদিগকে অভিসম্পাত দিলেন যে—তাহারা যেন বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত হয়; তবে কৃপা করিয়া ইহাও বলিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইবেন, তখন তাহাদের উদ্ধার লাভ হইবে। নলকুবর ও মণিগ্রীব দেবর্ষির শাপে যমজ অর্জ্জুন-বৃক্ষরূপে ব্রজে জন্মগ্রহণ করিল; এই বৃক্ষ দুইটীই যমলার্জ্জুন নামে খ্যাত। তাহাদের মূল ছিল একত্র; দুইটী কাণ্ড মূল হইতে দুই দিকে বিস্তৃত ছিল, মধ্যস্থলে ফাঁক ছিল। যমলার্জ্জুন এতই বৃহৎ এবং এতই বলবান্ ছিল যে, সহস্র হস্তীও তাহাদিগকে নত করিতে পারিত না; কিন্তু শিশু কৃষ্ণ অনায়াসে তাহাদিগকে উৎপাটিত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ তখনও স্তন্য পান করেন; নবনীত-চৌর্য্যের জন্য তাঁহাকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে যশোদা মাতা একদিন তাঁহার কটিদেশে একটী উদুখল বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। উদুখল টানিয়া টানিয়া চলিতে চলিতে কৃষ্ণ যমলার্জ্জুনের মধ্যস্থ ফাঁকের ভিতর দিয়া একদিক্ হইতে অন্যদিকে চলিয়া গেলেন; কিন্তু উদুখলটী গাছের কাণ্ডে আবদ্ধ হইয়া গেল; উদুখলটীকে পার করিয়া নেওয়ার জন্য কৃষ্ণ একটা টান দিতেই যমলার্জ্জুন উৎপাটিত হইয়া পড়িয়া গেল—দুইটি কাণ্ডের মধ্যে কৃষ্ণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন বৃক্ষাভ্যন্তর হইতে শাপমুক্ত নলকুবর ও মণিগ্রীব স্ব-স্ব-স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। উক্ত শ্লোকটী এই স্তবেরই অন্তর্গত একটী শ্লোক। সহস্র হস্তীও যে যমলার্জ্জুনকে নত করিতে পারিত না, স্তন্যপায়ী শিশুকৃষ্ণ অনায়াসে সেই যমলার্জ্জুনকেই উৎপাটিত করিলেন। এইরূপ অদ্ভুত অলৌকিকী শক্তি জীবের মধ্যে থাকা সম্ভব নয়; এই শক্তিতেই প্রমাণিত হইতেছে যে—শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্—জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য। এইরূপ লোকোত্তর প্রভাব দেখিয়াই পণ্ডিতগণ অবতার নির্ণয় করিয়া থাকেন।

২৯৪ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

২৯৫। কিরূপ লক্ষণের দ্বারা অবতার চিনিতে হইবে, তাহা বলিতেছেন। সকল বস্তুরই দুইটী লক্ষণ আছে—স্বরূপ লক্ষণ, আর তটস্থ লক্ষণ। এই দুই লক্ষণ দ্বারা বস্তু চিনা যায়। অবতারও এই দুই লক্ষণ দ্বারা চিনিতে হইবে

জানে মুনিগণ—মুনিগণ-শব্দে প্রভু জানাইলেন যে, কেবল শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারাই অবতার চিনা যায় না; শাস্ত্রজ্ঞ এবং মুনিও হইতে হইবে; অর্থাৎ যিনি শাস্ত্রজ্ঞ, তিনি যদি মুনি (মননশীল—ভগবদ্বিষয়ে মননশীল হয়েন, ভগবৎ-স্মরণাদির প্রভাবে তিনি যদি ভগবদনুভব-বিশিষ্ট) হয়েন, তাহা হইলেই তিনি শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ সমূহ মিলাইতে সমর্থ হইবেন।

আকৃতি প্রকৃতি এই—স্বরূপলক্ষণ।
কার্য্যদ্বারায় জ্ঞান এই—তটস্থলক্ষণ ॥ ২৯৬

ভাগবতারম্ভে ব্যাস মঙ্গলাচরণে।
পরমেশ্বর নিরূপিল এ দুই লক্ষণে ॥ ২৯৭

তথাহি (ভাঃ—১।১।১)—
জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরত-
শ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে
মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো
যত্র ত্রিসর্গো মৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং
সত্যং পরং ধীমহি ॥ ৫৭

এই শ্লোকে 'পর-শব্দে' কৃষ্ণনিরূপণ।
সত্য-শব্দে কহে তাঁর স্বরূপলক্ষণ ॥ ২৯৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৯৬। স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থলক্ষণ কাহাকে বলে, তাহা বলিতেছেন। **আকৃতি-প্রকৃতি** এই **স্বরূপ-লক্ষণ**—আকৃতির প্রকৃতি বা বিশিষ্টতা, তাহাই স্বরূপ-লক্ষণ। আকৃতি-অর্থ অঙ্গ-সন্নিবেশও হয়,রূপও হয়। তাহা হইলে অঙ্গ-সন্নিবেশের, অথবা রূপের যে বিশিষ্টতা, তাহাই স্বরূপ-লক্ষণ ; দৃষ্টিমাত্রেই অঙ্গ সন্নিবেশের বিশিষ্টতারূপ স্বরূপ লক্ষণ নয়নগোচর হয় ; যথা—চতুর্ভুজ, আজানুলম্বিতভুজ, দ্বিপদ, চতুষ্পদ, অন্ধ, খঞ্জ যুক্তক্ষুর, অযুক্তক্ষুর ইত্যাদি। আর রূপের বিশিষ্টতারূপ স্বরূপলক্ষণও দৃষ্টিমাত্র নয়নগোচর হয়, যথা—শুক্লবর্ণ, রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ, ইত্যাদি।

আবার "প্রকৃতি" অর্থ স্বভাব বা স্বরূপও হইতে পারে। এস্থলে **"আকৃতি-প্রকৃতি"** অর্থ—আকৃতির স্বরূপগত বা বস্তুগত বা উপাদানগত বিশিষ্টতা ; যেমন "জড়ত্ব" হইল প্রাকৃত বস্তুর স্বরূপগত বিশিষ্টতা এবং "চিন্ময়ত্ব" হইল অপ্রাকৃত বস্তুর স্বরূপগত বিশিষ্টতা।

উপাদানগত বিশিষ্টতা—যেমন, দুইটী ঠিক একরূপ পুতুল আছে ; একটী মৃণ্ময় ও অপরটী দারুময়। একটী ফিটকারীর চাকা ও একটী লবণের চাকা দেখিতে ঠিক একরূপ ; কিন্তু তাদের উপাদানগত পার্থক্য আছে। পরীক্ষা ব্যতীত, দৃষ্টিমাত্রে উপাদানগত পার্থক্য বুঝা যায় না।

তাহা হইলে, বস্তুর অঙ্গ-সন্নিবেশের বিশিষ্টতা, কি রূপগত বিশিষ্টতা, কিম্বা উপাদানগত বিশিষ্টতাই হইল তাহার **স্বরূপ লক্ষণ।**

কোনও কোনও গ্রন্থে "আকৃতি-প্রকৃতিস্বরূপ স্বরূপ-লক্ষণ" এইরূপ পাঠান্তর আছে।

কার্য্যদ্বারা জ্ঞান এই তটস্থ-লক্ষণ—এই লক্ষণটী স্বরূপ-লক্ষণের মত দৃষ্টিমাত্র, বা বাহ্যিক পরীক্ষা দ্বারা উপলব্ধি হয় না। একজন লোক যে ডাক্তার, তাহা তাহার চিকিৎসা-কার্য্য দ্বারা বুঝা যায় ; ইহা তাহার অঙ্গ-সন্নিবেশ বা শরীরের উপাদানদ্বারা বুঝা যায় না। এস্থলে চিকিৎসাটী ডাক্তারের তটস্থলক্ষণ। মিছরী ও লবণের পার্থক্য মুখে দিয়া বুঝিতে হয়, যেটী মিষ্ট, তাহা মিছরী ; যেটী লবণাক্ত, তাহা লবণ ; মিষ্টতা ও লবণাক্ততা, মিছরী ও লবণের তটস্থলক্ষণ। এইরূপে কোনও বস্তুর কার্য্যদ্বারা যে লক্ষণটী বুঝা যায়, তাহা তাহার **তটস্থলক্ষণ।**

২।১৮।১১৬-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। পূর্ব্ববর্ত্তী ২।২০।৫৮-শ্লোকে অবতারের একটী তটস্থ লক্ষণ উল্লিখিত হইয়াছে।

২৯৭। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমশ্লোকে ব্যাসদেব বস্তুনির্দ্দেশ ও ইষ্টদেবের স্তুতিমূলক মঙ্গলাচরণে স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থলক্ষণের উল্লেখ করিয়া পরমেশ্বরের তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী শ্লোকটীই এই বন্দনার শ্লোক। মুনিগণ যে এই দুই লক্ষণ দ্বারা তত্ত্ব নিরূপণ করেন, এই শ্লোক দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহারই দৃষ্টান্ত দিতেছেন।

শ্লো। ৫৭। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।৮।৫১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

২৯৮। উক্ত শ্লোকে "জন্মাদ্যস্য যতঃ" (যাহা হইতে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়াদি হয়), "অর্থেষ্বভিজ্ঞ" (অর্থাভিজ্ঞ), "তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে" (যিনি আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন), "ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং" (যিনি স্বীয় প্রভাবে বা স্বরূপশক্তিদ্বারা মায়া দূর করিয়াছেন), "সত্যং" (যিনি সত্যস্বরূপ) এবং

বিশ্বসৃষ্ট্যাদিক কৈল, বেদ ব্রহ্মাকে পঢ়াইল।
অর্থাভিজ্ঞতা স্বরূপশক্ত্যে মায়া দূর কৈল ॥ ২৯৯
এইসব-কার্য্য তাঁর তটস্থ-লক্ষণ।
অন্য অবতার ঐছে জানে মুনিগণ ॥ ৩০০
অবতার-কালে হয় জগতে গোচর।
এই দুই লক্ষণে কেহো জানয়ে ঈশ্বর ॥ ৩০১
সনাতন কহে—যাতে ঈশ্বর-লক্ষণ—।
পীতবর্ণ, কার্য্য—প্রেমদান-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৩০২
কলিকালে সে-ই কৃষ্ণাবতার নিশ্চয়।
সুদৃঢ় করিয়া কহ, যাউক সংশয় ॥ ৩০৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

“পরং” (পরমেশ্বর) এই কয়টী শব্দদ্বারাই পরমেশ্বরের তত্ত্ব ও তাঁহার লক্ষণাদি ব্যক্ত হইয়াছে। এই পয়ারে ও পরবর্ত্তী পয়ারে তাহা বলিতেছেন।

পরশব্দে—শ্লোকোক্ত “পরং” (পর) শব্দের অর্থ পরতত্ত্ব বা পরমেশ্বর। এই পর-শব্দবাচ্য শ্রীকৃষ্ণই এই শ্লোকোক্ত স্বরূপ ও তটস্থ-লক্ষণ দ্বারা নিরূপণীয় তত্ত্ব। **সত্যশব্দে**—শ্লোকোক্ত সত্য-শব্দ দ্বারা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপগত বিশিষ্টতারূপ স্বরূপ-লক্ষণ ব্যক্ত হইয়াছে ; কারণ, শ্রুতি-অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ সত্যস্বরূপ—“সত্যং জ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্ম”। সত্যব্রতং সত্যপরং — সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ (শ্রীভা ১০।২।২৬)—সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণঃ সত্যমত্র প্রতিষ্ঠিতম্। সত্যাৎ সত্যঞ্চ গোবিন্দস্তস্মাৎ সত্যোহি নামতঃ (মহাভারত উদ্যমপর্ব্ব।)—সত্যং শ্রীকৃষ্ণং ধীমহি নরাকৃতি পরং ব্রহ্ম (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ) ইত্যাদি।

২৯৯। পূর্ব্ব পয়ারে স্বরূপ-লক্ষণ বলিয়া এই পয়ারে তটস্থ-লক্ষণ বলিতেছেন। **বিশ্বসৃষ্ট্যাদিক**—বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়াদি যাঁহা দ্বারা হইয়া থাকে (জন্মাদ্যস্য যতঃ)। **বেদ ব্রহ্মাকে পঢ়াইল**—যিনি ব্রহ্মাকে বেদ পড়াইলেন ; সঙ্কল্পমাত্রে ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ প্রকাশিত করিলেন (তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে। ব্রহ্ম—বেদ)। **অর্থাভিজ্ঞতা**—সমস্ত কার্য্যে বা সমস্ত বিষয়ে, সকল প্রকার বিলাসাদিতে কি লীলাদিতে, যিনি সর্ব্বতোভাবে নিপুণ বা বিদগ্ধ, তিনি অর্থাভিজ্ঞ ; তাঁহার ভাব অর্থাভিজ্ঞতা (অর্থেষ্বভিজ্ঞঃ)। **স্বরূপ-শক্ত্যে মায়া দূর কৈল**—যিনি স্বীয় স্বরূপশক্তির প্রভাবে মায়াকে দূর করিয়াছেন (ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং)।

৩০০। বিশ্বসৃষ্ট্যাদি চারিটী (সাক্ষাদ্‌ভাবে বা পরোক্ষভাবে) কৃষ্ণের কার্য্য ; এইগুলি তাঁহার তটস্থ লক্ষণ। **ঐছে**—এইরূপে। জন্মাদ্যস্য-শ্লোকে ব্যাসদেব যেরূপে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ-লক্ষণ বিচার করিয়াছেন, সেইরূপে।

৩০১। যে সময় ভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন, সেই সময়ে তিনি জগদ্‌বাসী লোকসমূহের নয়নের গোচরীভূত হয়েন ; তখন শাস্ত্রোক্ত লক্ষণাদি মিলাইয়া অবতারকে চিনিতে পারা যায়। **কেহো**—কেহ কেহ চিনিতে পারে, সকলে পারে না।

৩০২। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে বর্ত্তমান যুগে অবতার, তাহা সনাতনগোস্বামী ভঙ্গীক্রমে বলিতেছেন। **যাতে ঈশ্বর-লক্ষণ**—যাঁহাতে এই কলিযুগে স্বয়ংভগবানের অবতারের লক্ষণ। যথা স্বরূপলক্ষণ—পীতবর্ণ ; আর **কার্য্য**রূপ তটস্থ-লক্ষণ—প্রেমদান ও সংকীর্ত্তন-প্রচার।

৩০৩। “যিনি স্বরূপ-লক্ষণে 'পীতবর্ণ,' আর যিনি তটস্থ-লক্ষণে 'প্রেমদাতা', ও 'সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক' তিনিই তো এই কলির অবতার ? প্রভো ! তুমি ইহা নিশ্চয় করিয়া বল ; সন্দেহ দূর হউক।” এই দুইটী লক্ষণই মহাপ্রভুতে আছে। তিনিই যে এই কলির অবতার, তাহা তাঁহার নিজের মুখে ব্যক্ত করাইবার জন্য সনাতনের এই চাতুরী।

যাউক সংশয়— সন্দেহ দূর হউক। এই সন্দেহটী বোধ হয় সনাতনগোস্বামীর নহে। প্রভুর অপ্রকটের পরে, মায়াবদ্ধ জীবের মহাপ্রভুর স্বয়ংভগবত্তা সম্বন্ধে ভাবী সন্দেহের কথা মনে করিয়াই পরম-করুণ সনাতনের এই উক্তি।

প্রভু কহে—চাতুরালী ছাড় সনাতন।
শক্ত্যাবেশাবতারের শুন বিবরণ ॥ ৩০৪
শক্ত্যাবেশাবতার কৃষ্ণের অসংখ্য-গণন।
দিগ্‌দরশন কহি মুখ্য মুখ্য জন ॥ ৩০৫
শক্ত্যাবেশ দুইরূপ—গৌণ মুখ্য দেখি।
সাক্ষাৎশক্ত্যে 'অবতার' আভাসে
'বিভূতি' লিখি ॥ ৩০৬
সনকাদি নারদ পৃথু পরশুরাম
জীবরূপ ব্রহ্মার 'আবেশাবতার' নাম ॥ ৩০৭
বৈকুণ্ঠে শেষ—ধরা ধরয়ে অনন্ত।
এই মুখ্যাবেশাবতার—বিস্তারে নাহি অন্ত ॥ ৩০৮
সনকাদ্যে জ্ঞানশক্তি, নারদে ভক্তিশক্তি।
ব্রহ্মায় সৃষ্টিশক্তি, অনন্তে ভূধারণ-শক্তি ॥ ৩০৯
শেষে স্ব-সেবন-শক্তি পৃথুতে পালন।
পরশুরামে দুষ্টনাশক-বীর্য্য সঞ্চারণ ॥ ৩১০

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে (১।১৮)—
জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ।
ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ ॥ ৬০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

আবেশ-লক্ষণমাহ জ্ঞানেতি। কলয়া ভাগেন। শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণ। ৬০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৩০৪। **চাতুরালী ছাড়**—প্রভুও পরম চতুর; তিনি কলিতে প্রচ্ছন্ন-অবতার (ছন্নঃ কলৌ); তাই সর্ব্বদা আত্মগোপন করিয়া প্রচ্ছন্ন থাকিতেই চাহেন। সনাতনের উক্তিতে তিনি বলিলেন—সনাতন! চাতুরালী ত্যাগ কর; অর্থাৎ "তুমি ত মূল রহস্য বুঝিতে পারিয়াছ, তাহাতেই ক্ষান্ত থাক; আর আমার মুখ দিয়া পরিষ্কাররূপে স্বীকারোক্তি বাহির করাইবার চেষ্টা করিও না। আমি তাহা নিজমুখে প্রকাশ করিব না, আমি যে ছন্ন অবতার।" এস্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতনের উক্তি অস্বীকার করিলেন না, বা প্রতিবাদ করিলেন না; "মৌনং সম্মতিলক্ষণং" ন্যায়ে তিনিই যে ব্রজেন্দ্র-নন্দন এবং পীতবর্ণে নামপ্রেম-প্রচারের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন, এই উক্তির অনুমোদনই করিলেন।

শক্ত্যাবেশ অবতারের—এক্ষণে শক্ত্যাবেশ-অবতারেরর কথা বলিতেছেন। আবেশ-অবতারের লক্ষণ পরবর্ত্তী ৬০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৩০৬। শক্ত্যাবেশ অবতার দুই রকম; মুখ্য ও গৌণ। যাঁহাতে সাক্ষাৎ-শক্তির আবেশ, তাঁহাকে অবতার বলে; ইনি মুখ্য আবেশ এবং যাঁহাতে শক্তির আভাসের আবেশ, তাঁহাকে গৌণ-আবেশ বা বিভূতি বলে।

৩০৭-৮। এই দুই পয়ারে মুখ্য-আবেশ-অবতারের নাম বলিতেছেন; যথা,—সনকাদি, নারদ, পৃথু, পরশুরাম, জীবকোটিব্রহ্মা, শেষ ও অনন্ত। **সনকাদি**—সনক, সনাতন সনন্দন ও সনৎকুমার। **জীবরূপব্রহ্মা**—জীবকোটিব্রহ্মা (২।২০।২৫৭-৬০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **বৈকুণ্ঠে শেষ**—শেষ, যিনি বৈকুণ্ঠে আছেন। **ধরা ধরয়ে অনন্ত**—অনন্ত, যিনি ধরা (পৃথিবী) ধারণ করিতেছেন।

৩০৯-১০। মুখ্য-আবেশ-অবতারের মধ্যে কাঁহাতে কোন্ শক্তির আবেশ, তাহা এই দুই পয়ারে বলিতেছেন। সনকাদিতে জ্ঞানশক্তির আবেশ; নারদে ভক্তিশক্তির, ব্রহ্মায় বিশ্বসৃষ্টি করিবার শক্তির, অনন্তে ভূ (পৃথিবী)-ধারণ করিবার শক্তির, শেষে ভগবানকে সেবা (স্ব-সেবন) করিবার শক্তির, পৃথুতে পালন করিবার শক্তির এবং পরশুরামে দুষ্ট-বিনাশ করিবার শক্তির আবেশ। **দুষ্ট-নাশক বীর্য্যসঞ্চারণ**—দুষ্টদিগকে বিনাশ করিবার শক্তির সঞ্চার।

শ্লো।। ৬০। অন্বয়। জনার্দ্দনঃ (জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণ) জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া (জ্ঞানশক্ত্যাদির অংশদ্বারা) যত্র (যেস্থলে—যে মহত্তম জীবে) আবিষ্টঃ (আবিষ্ট হয়েন), তে (সে সমস্ত) মহত্তমাঃ (মহত্তম) জীবাঃ (জীবসকল) এব (ই) আবেশাঃ (আবেশাবতার) নিগদ্যন্তে (কথিত হয়েন)।

বিভূতি কহিয়ে যৈছে গীতা একাদশে।
জগৎ ব্যাপিল কৃষ্ণের শক্তি-ভাবাবেশে॥ ৩১১

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (১০।৪১, ৪২)—

যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥ ৬১

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥ ৬২

এই ত কহিল শক্ত্যাবেশ-অবতার।
বাল্য-পৌগণ্ড-ধর্ম্মের শুনহ বিচার॥ ৩১২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অনুক্তা অপি ত্রৈকালিকীর্ব্বিভূতীঃ সংগ্রহীতুম্ আহ যদ্‌যদিতি। বিভূতিমৎ ঐশ্বর্য্যযুক্তম্। শ্রীমৎ সম্পত্তিযুক্তম্। ঊর্জ্জিতং বলপ্রভাবাদ্যধিকম্। সত্ত্বং বস্তমাত্রম্। চক্রবর্ত্তী। ৬১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানশক্ত্যাদির কলা দ্বারা যে সকল জীবে আবিষ্ট হয়েন, সেই সকল মহত্তম জীবকে আবেশ বলে। ৬০

কলা—অংশ। **জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া**—জ্ঞানশক্তি, ভক্তিশক্তি, সৃষ্টিশক্তি, ভূধারণশক্তি, সেবাশক্তি, দুষ্টনাশক-শক্তি প্রভৃতির অংশদ্বারা। আদি-শব্দদ্বারা ভক্তিশক্তি প্রভৃতি সূচিত হইতেছে। কলা-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পূর্ণপরিমিত শক্তিই যে মহত্তম জীবে সঞ্চারিত করেন, তাহা নহে; তাঁহার শক্তির অংশমাত্রদ্বারাই তিনি তাঁহার অভীষ্ট ভক্তোত্তমকে আবিষ্ট করিয়া থাকেন। এইরূপে ভগবৎ-শক্তি যাঁহাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, তাঁহাদিগকে আবেশাবতার বলে।

এই শ্লোকে আবেশাবতারের লক্ষণ বলা হইয়াছে। ৩০৭-১০ পয়ারে বলা হইয়াছে—সনকাদিতে ভগবানের শক্তি প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে তত্তৎ-শক্তিতে আবিষ্ট করে; এইভাবে ভগবানের শক্তি যে ভক্তোত্তম-জীবে সঞ্চারিত হইতে পারে, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল। এইরূপে এই শ্লোক হইল ৩০৭-১০ পয়ারের প্রমাণ।

৩১১। এক্ষণে বিভূতি বা গৌণ-আবেশের কথা বলিতেছেন। **গীতা একাদশে**—গীতায় এবং একাদশে। শ্রীভগবদ্‌গীতায় (দশম-অধ্যায়ে) ও শ্রীমদ্‌ভাগবতের একাদশস্কন্ধে ষোড়শ-অধ্যায়ে বিভূতির কথা বলিয়াছেন। **শক্তি-ভাবাবেশে**—শক্তি এবং ভাবের আভাসে। কোন গ্রন্থে "শক্ত্যাভাবাবেশে" পাঠ আছে। যাঁহাতে সাধারণ অপেক্ষা অধিক গুণ বা শক্ত্যাদি থাকে, তাঁহাকেই বিভূতি বলে, ইহাই শ্রীমদ্‌ভাগবতের একাদশ হইতে বুঝা যায়।

এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৬১। **অন্বয়।** বিভূতিমৎ (ঐশ্বর্য্যযুক্ত) শ্রীমৎ (সম্পত্তিযুক্ত) ঊর্জ্জিতং এব বা (অথবা বল প্রতাপাদিসম্পন্ন) যৎ যৎ (যে যে) সত্ত্বং (বস্তু আছে), তৎ তৎ এব (তৎসমস্ত বস্তুই) ত্বং (তুমি) মম (আমার) তেজোঽংশসম্ভবং (প্রভাব বা শক্তির অংশসম্ভূত) অবগচ্ছ (জানিবে)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন—(হে অর্জ্জুন! এই সংসারে) ঐশ্বর্য্যসমন্বিত, বা সম্পত্তিবিশিষ্ট, অথবা বল-প্রতাপাদিসম্পন্ন যে যে বস্তু আছে, সে সমস্তকে তুমি আমার প্রভাবের বা শক্তির অংশসম্ভূত বলিয়া জানিবে। ৬১।

শ্লো। ৬২। **অন্বয়।** অন্বয়াদি ১।২।৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

সমস্ত জগৎই যে শ্রীকৃষ্ণের শক্তির অংশে আবিষ্ট, তাহাই এই দুই শ্লোকে বলা হইল। এইরূপে এই দুই শ্লোক ৩১১ পয়ারোক্তির প্রমাণ।

৩১২। পুরুষাবতারাদি ছয় অবতারের কথা বলিয়া এক্ষণে—বাল্য ও পৌগণ্ডকে অঙ্গীকারপূর্ব্বকও স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যে লীলা করিয়া থাকেন, তাহার কথা বলিতেছেন। পূর্ব্ববর্তী ২১৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

কিশোর-শেখর ধর্ম্মী ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
প্রকটলীলা করিবারে যবে করে মন ॥ ৩১৩

আদৌ প্রকট করায় মাতা-পিতা ভক্তগণে।
পাছে প্রকট হয় জন্মাদিক লীলা ক্রমে ॥ ৩১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৩১৩। **কিশোর-শেখর ধর্ম্মী**—নিত্যকিশোরই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের স্বরূপ; এই স্বরূপেই বাল্যকে অঙ্গীকার করিয়া তিনি বালগোপাল হয়েন এবং পৌগণ্ডকে অঙ্গীকার করিয়া পৌগণ্ড গোপাল হয়েন। তাই বাল্য ও পৌগণ্ড তাঁহার ধর্ম্ম বলিয়া এবং বাল্য ও পৌগণ্ডকে তিনি অঙ্গীকার করেন বলিয়া নিত্যকিশোর-স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্র-নন্দন হইলেন ধর্ম্মী। ২।২০।২১৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

জন্ম হইতে পাঁচবৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাল্য এবং পাঁচ বৎসর হইতে দশবৎসর পর্য্যন্ত পৌগণ্ড। সুতরাং বাল্যলীলার আস্বাদন পাইতে হইলে জন্মলীলা প্রকটনের প্রয়োজন; অপ্রকট-ব্রজে কিশোর-স্বরূপই নিত্য বলিয়া জন্মলীলা থাকিতে পারে না; তাই জন্মলীলার অভিনয়ের নিমিত্ত ব্রহ্মাণ্ডে লীলা-প্রকটনের প্রয়োজন। অন্যান্য কারণেও লীলা-প্রকটনের প্রয়োজন হয় (১।৪।২৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য);

প্রকটলীলা যে লীলা প্রপঞ্চগত লোক দেখিতে পায়, তাহাকে বলে প্রকটলীলা। আর যে লীলা প্রপঞ্চগত লোক দেখিতে পায় না, তাহাকে বলে অপ্রকট লীলা। শ্রীকৃষ্ণের লীলা অপ্রাকৃত, এজন্য প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত নহে; তাই ঐ লীলা নিত্যবর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও প্রাকৃত জীবের প্রাকৃত নয়নে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া যদি দেখিবার শক্তি দেন, তাহা হইলে প্রাকৃত জীব তাহা দেখিতে পায়। কোনও কোনও সময় পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণ কোনও কোনও ব্রহ্মাণ্ডের লোককে তাঁহার লীলা দর্শনের শক্তি দিয়া থাকেন; তখনই বলা হয়, তাঁহার লীলা প্রকট হইয়াছে। আবার ঐ শক্তি যখন তিনি অন্তর্দ্ধান করেন, তখন আর জীব তাঁহার লীলা দেখিতে পায় না, তখনই বলা হয়, তাঁহার লীলা অপ্রকট হইয়াছে। তাঁহার কৃপাশক্তি ব্যতীত তাঁহাকে কেহই দেখিতে পায় না। "নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবানীক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ। তামৃতে পুণ্ডরীকাক্ষং কঃ পশ্যেতামিতঃ প্রভুম্ ॥"—প্রীতিসন্দর্ভধৃত নারায়ণাধ্যাত্মবচন। ৭।

একই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যেমন অনন্ত প্রকাশ, তাঁহার লীলাস্থল একই শ্রীব্রজমণ্ডলেরও তদ্রূপ অনন্ত প্রকাশ। এই অনন্ত প্রকাশের কোনও এক প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, পূতনাবধ, শকটভঞ্জন, তৃণাবর্ত্তাদি-অসুরসংহার, কালীয়দমন, গোবর্দ্ধনধারণ, মথুরাগমন, কংসবধ, দ্বারকাদিধামে গমনাদি মৌষলান্ত লীলা পর্য্যন্ত সমস্ত লীলা, অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডের কোনও কোনও ব্রহ্মাণ্ডে যথাক্রমে প্রকটিত হইয়া লোক-নয়নের গোচরীভূত হইয়া থাকে।

৩১৪। শ্রীকৃষ্ণ যদি কোনও ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার লীলা প্রকট করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহার পরিকরবর্গের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে মাতাপিতাদি-গুরুবর্গকে প্রকট করেন; তাহার পরে যথাসময়ে স্বীয় জন্মাদিলীলা যথাক্রমে প্রকট করেন। ইহার হেতু এই:—প্রকটব্রজে শ্রীকৃষ্ণ লোকবৎলীলা করিয়া থাকেন; কোনও লোকের জন্মের পূর্ব্বেই যেমন তাহার মাতাপিতার জন্ম ও তাহাদের বিবাহাদি হইয়া থাকে, শ্রীকৃষ্ণও তেমনি আত্মপ্রকটনের পূর্ব্বেই মাতাপিতাদি গুরুবর্গের প্রকটন করেন, নচেৎ লৌকিক লীলা সিদ্ধ হইতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণের মাতাপিতাদি গুরুবর্গের প্রকটন হইতে মৌষলান্তপর্য্যন্ত - প্রকট-প্রকাশের লীলা সমূহ কোনও ব্রহ্মাণ্ডে কোনও সময়ে প্রকট হয়, আবার অপ্রকট হয়; সুতরাং কোনও এক ব্রহ্মাণ্ডের পক্ষে ঐ সকল লীলা নিত্য (অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী) নহে—অনিত্য। কিন্তু স্বরূপতঃ ঐ লীলা অনিত্য (বা কিছুকালমাত্র স্থায়ী) নহে; যখন এক ব্রহ্মাণ্ডে ঐ লীলা অপ্রকট হয়, তখনই অপর এক ব্রহ্মাণ্ডে উহা প্রকট হয়; সুতরাং কোনও না কোনও এক ব্রহ্মাণ্ডে ঐ লীলা সর্ব্বদাই প্রকট থাকে। একজন লোক যদি কুমিল্লা হইতে দিল্লীতে চলিয়া যায়, তাহা হইলে, কুমিল্লায় তাহার অস্তিত্ব না থাকিতে পারে; কিন্তু দিল্লীতে আছে; তাহার অস্তিত্ব নষ্ট হয় না। এইরূপে ঐ শ্রীকৃষ্ণলীলার প্রকটত্ব কখনও নষ্ট হয় না। প্রকটলীলা নিত্য। প্রশ্ন হইতে পারে, মহাপ্রলয়ে যখন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড নষ্ট হইয়া যায়, তখন

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
বিভাবলহর্য্যাম্ (১২৭)

বয়সো বিবিধত্বেঽপি সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয়ঃ।
ধর্ম্মী কিশোর এবাত্র নিত্যলীলা-বিলাসবান্ ॥ ৬৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

বয়োঽত্র কৌমার-পৌগণ্ড-কৈশোরাখ্যত্রয়াত্মকং ক্রমপ্রাপ্তং জ্ঞেয়ং তেনান্বিতসদৃশতয়া লব্ধ ইতি বয়স্তদ্বতোদ্বয়োরপি প্রাশস্ত্যমুক্তম্। পশ্চাৎ সাদৃশ্যয়োরনুরিত্যমরঃ। বয়স ইতি। ধর্ম্মাঃ সর্ব্বে গুণাঃ সন্ত্যস্মিন্নিতি ধর্ম্মী পূর্ণাবির্ভাব ইত্যর্থঃ। যতঃ সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয়ঃ। অত্রসামান্যভক্তিরসে বর্ণ্যত ইতি শেষঃ। শ্রীজীব। ৬৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রকটনের স্থানাভাববশতঃ লীলার প্রকটনও তো বন্ধ হইয়া যায়; সুতরাং লীলার প্রাকট্য নিরবচ্ছিন্ন ভাবে নিত্য কিরূপে হইতে পারে? ইহার উত্তর এই ঃ—মহাপ্রলয়ে সমস্ত প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংস হইয়া গেলেও অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়া প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ডবৎ প্রতীয়মান বহু ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়া লীলা-প্রাকট্যের সুযোগ করিয়া দেন; সুতরাং প্রকটলীলার নিত্যত্ব ধ্বংস হয় না। "মহাপ্রলয়েচ প্রাকৃতব্রহ্মাণ্ডাভাবেঽপি যোগমায়াকল্পিতব্রহ্মাণ্ডেষু প্রাকৃতত্বেন প্রত্যায়িতেষ্বিতি প্রকটা প্রপঞ্চগোচরা লীলাপি কালদেশবশাদাপেক্ষিক-প্রাকট্যাপ্রাকট্যবতী কৃষ্ণদ্যুমণি নিম্লোচে গীর্ণেষ্বজগরেণেত্যুদ্ধববাক্যদ্যোতিতা জ্ঞেয়া। এবং মথুরাদ্বারকয়োরপি প্রকটলীলেতি।—উজ্জ্বলনীলমণির সংযোগ-বিয়োগস্থিতি-প্রকরণে প্রথম শ্লোকের আনন্দচন্দ্রিকা টীকা।"

শ্লো। ৬৩। অন্বয়। বয়সঃ (বয়সের) বিবিধত্বে অপি (বিবিধত্ব থাকিলেও) সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয়ঃ (সর্ব্ব-ভক্তিরসের আশ্রয়) নিত্যলীলাবিলাসবান্ (নিত্যলীলাবিলাস-বিশিষ্ট) ধর্ম্মী (ধর্ম্মী—সর্ব্বগুণান্বিত) কিশোরঃ (কিশোর বয়স) এব (ই) অত্র (এ সম্বন্ধে—ভক্তিরসসম্বন্ধে—বর্ণিত হয়)।

অনুবাদ। বয়সের কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোরাদি বিবিধ প্রকার ভেদ থাকিলেও সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয় সর্ব্ব-গুণান্বিত ও নিত্য-নূতনলীলাবিশিষ্ট কৈশোর-বয়সই শ্রীকৃষ্ণের প্রশস্ত বয়স। ৬৩।

বয়সঃ বিবিধত্বে—বয়সের বিবিধ ভেদ। কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোরই বয়সের বিবিধত্ব। (শ্রীকৃষ্ণ নিত্যকিশোর বলিয়া প্রৌঢ়ত্ব বা বার্দ্ধক্য তাঁহার নাই)। কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোর—এই তিন রকমের বয়স থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণের কিশোর বয়সই ভক্তিরসবিষয়ে শ্রেষ্ঠ; কারণ, এই কিশোর বয়সই **সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয়ঃ**—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরাদি সমস্ত ভক্তিরসের আশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণের কিশোরই মধুর-ভক্তিরসের অবলম্বন; মধুর ভক্তিতে দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যাদি রসের গুণ বর্ত্তমান আছে বলিয়া মধুর রসেই সমস্ত ভক্তিরসের সমাবেশ এবং কিশোর কৃষ্ণই মধুর ভক্তিরসের অবলম্বন বলিয়া কিশোরকেই সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয় বলা হইয়াছে। অথবা, শ্রীকৃষ্ণ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি (ভ, র, সি, পূ, ১১) বলিয়া এবং কিশোর কৃষ্ণেই সমস্ত রসের পূর্ণতম অভিব্যক্তি বলিয়া কিশোরকেই সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয় বলা হইয়াছে। বাল্যে সখ্যের পূর্ণবিকাশ নাই, মধুরের বিকাশ মোটেই নাই এবং পৌগণ্ডেও মধুর-রসের বিকাশ নাই বলিয়া বাল্য ও পৌগণ্ডকে সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয় বলা যায় না। এই কিশোর আবার **নিত্যলীলাবিলাসবান্**—শ্রীকৃষ্ণের কিশোর-স্বরূপই নিত্য স্বয়ংরূপ বলিয়া নিত্য-স্বয়ংরূপের লীলা কিশোরকে অবলম্বন করিয়াই সম্পাদিত হইতেছে; অপ্রকটব্রজে এই কিশোরকে অবলম্বন করিয়াই সমস্ত নিত্যলীলা সম্পাদিত হয় বলিয়া কিশোরকে নিত্যলীলা-বিলাসবান্ বলা হইয়াছে। অপ্রকট-ব্রজে বাল্য ও পৌগণ্ড নাই বলিয়া সেস্থলে বাল্য ও পৌগণ্ডের লীলারও প্রবাহ নাই। কিন্তু কিশোরের প্রবহমানলীলা প্রকটেও আছে, অপ্রকটেও আছে। এবং প্রকটেও কিশোর-স্বরূপকে আশ্রয় করিয়াই বাল্য ও পৌগণ্ডলীলা প্রবহমানতা প্রাপ্ত হয়। ইহাই কিশোরের বৈশিষ্ট্য। কিশোরকে আশ্রয় করিয়া বাল্য ও পৌগণ্ড লীলা সার্থকতা লাভ করে বলিয়াই কিশোর হইল **ধর্ম্মী**—বাল্য ও পৌগণ্ডরূপ ধর্ম্মের অঙ্গীকারকর্ত্তা। নিত্যকিশোর শ্রীকৃষ্ণই প্রকট লীলায় বাল্য ও পৌগণ্ডকে অঙ্গীকার করেন, নিত্যকিশোরের আশ্রয়েই বাল্য ও পৌগণ্ড

পূতনাবধাদি যত লীলা ক্ষণে ক্ষণে।
সব লীলা নিত্য প্রকট করে অনুক্রমে ॥ ৩১৫
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড—তার নাহিক গণন।
কোন লীলা কোন ব্রহ্মাণ্ডে হয় প্রকটন ॥ ৩১৬
এইমত সব লীলা—যেন গঙ্গাধার।
সে সে লীলা প্রকট করে ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ৩১৭
ক্রমে বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোরতা-প্রাপ্তি।
রাস-আদি লীলা করে কৈশোরে নিত্য স্থিতি ॥৩১৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কৃতার্থতা লাভ করে বলিয়া বাল্য ও পৌগণ্ড হইল কিশোরের ধর্ম্ম এবং কিশোর হইল ধর্ম্মী। অথবা **ধর্ম্ম**—সমস্ত গুণ; সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বৈদগ্ধ্যাদি সমস্ত গুণের পূর্ণতম বিকাশ যাহাতে, সেই কিশোরই ধর্ম্মী বা সর্ব্বগুণান্বিত। বাল্যে কিম্বা পৌগণ্ডে এসমস্ত গুণের পূর্ণতম বিকাশ নাই বলিয়া তাহারা ধর্ম্মী হইতে পারে না। কিশোরের এসমস্ত বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়াই ভক্তিরসে কিশোরেরই সর্ব্বত্র প্রশংসা।

৩১৩ পয়ারের "কিশোর-শেখর ধর্ম্মী"-এই উক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

কোনও কোনও গ্রন্থে উক্ত শ্লোকের "নিত্যলীলাবিলাসবান্"-স্থলে "নিত্যনানাবিলাসবান্" পাঠ দৃষ্ট হয়; অর্থ—নিত্য নবনবলীলাবিলাসবিশিষ্ট; নানাবিধ বৈচিত্রীময়-লীলাবিশিষ্ট।

৩১৫-১৬। **পূতনাবধাদি**—উক্ত মাতাপিতাদির প্রকটন হইতে মৌষলান্ত লীলাপর্য্যন্ত সমগ্র প্রকট-লীলার অন্তর্গত জন্ম, পূতনাবধ, শকটভঞ্জন, গোবর্দ্ধনধারণাদি প্রত্যেক খণ্ডলীলাও নিত্য। পূতনাবধলীলা যখন এক ব্রহ্মাণ্ডে শেষ (অপ্রকট) হয়, অমনি অপর এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হয়, আবার সেই ব্রহ্মাণ্ডে যখন অপ্রকট হয়, তখন অপর এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হয়। এইরূপে, এক পূতনাবধলীলা কোনও না কোনও ব্রহ্মাণ্ডে (মহাপ্রলয়ে যোগমায়া কল্পিত ব্রহ্মাণ্ডে) প্রকট থাকেই। এমন কোনও সময় নাই, যখন এই পূতনাবধ-লীলা কোনও না কোনও ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট থাকে না। সুতরাং এই পূতনাবধ-লীলার প্রকটত্ব নিত্য। শকটভঞ্জন-গোবর্দ্ধন-ধারণাদি অন্যান্য খণ্ড লীলাসম্বন্ধেও এই কথা; সুতরাং প্রত্যেক খণ্ডলীলাও নিত্য।

প্রকট করে অনুক্রমে—মাতাপিতাদির প্রকটন হইতে মৌষলান্ত পর্য্যন্ত সমগ্র লীলার অন্তর্গত খণ্ড-লীলাগুলি যথাক্রমে—যেটীর পরে যেটী হইলে সমগ্র লীলার লৌকিকত্ব বা সঙ্গতি নষ্ট হয় না, ঠিক সেইটীর পর সেইটী যথাযথভাবে—ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত প্রকটলীলা-স্থানে প্রকটিত হয়। আবার—যেই ব্রহ্মাণ্ডের পর যেই ব্রহ্মাণ্ডে সমগ্র প্রকট-লীলা প্রকটিত হইবে, সেই সেই ব্রহ্মাণ্ডে, প্রত্যেক খণ্ডলীলাও যথাক্রমে এবং যথাযথ-ভাবে প্রকটিত হইয়া থাকে।

৩১৭। **যেন গঙ্গাধার**—গঙ্গার ধারার যেমন কোনও স্থানে বিচ্ছেদ নাই, শ্রীকৃষ্ণলীলারও তদ্রূপ কোনও সময়ে বিচ্ছেদ নাই; অর্থাৎ পিতামাতার প্রকটন হইতে মৌষলান্ত পর্য্যন্ত সমগ্র লীলা বা তদন্তর্গত কোনও খণ্ডলীলা কোনও সময়েই অতি অল্প সময়ের জন্যও অপ্রকট থাকে না—লীলার প্রাকট্য গঙ্গা-ধারার ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন। সাধারণ জলধারা বলিলেও এই নিরবচ্ছিন্নতা প্রকাশ পাইত; তথাপি গঙ্গা-ধারার সহিত উপমা দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, গঙ্গার ধারা যে স্থান দিয়া প্রবাহিত হইয়া যায়, সেই স্থান যেমন পবিত্র ও উর্ব্বরতাশক্তিযুক্ত হয়, শ্রীকৃষ্ণলীলাও ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত যে স্থানে প্রকটিত হয়, সেই স্থানের পবিত্রতা এবং শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধিভাব-জনন-বিষয়ে উর্ব্বরতা সম্পাদন করিয়া থাকে। গঙ্গাজল-স্পর্শে বা গঙ্গামৃত্তিকা-স্পর্শে যেমন জীবের সর্ব্ববিধ পাপতাপ দূরীভূত হয়, জীবের হৃদয় পবিত্র হয়, শ্রীকৃষ্ণলীলা-প্রাকট্যের স্থান-স্পর্শে এবং লীলা-কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতেও জীবের সর্ব্ববিধ পাপতাপ দূরীভূত হয়, ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছারূপা পিশাচী হৃদয় হইতে পলায়ন করে, তাতে হৃদয়ের পবিত্রতা এবং শুদ্ধা-ভক্তি-দেবীর উপবেশনের যোগ্যতা সাধিত হয়।

৩১৮। জন্মলীলার পরে বাল্যলীলা, তারপর পৌগণ্ডলীলা, তারপর, কৈশোর-লীলা প্রকট করেন; কৈশোরে রাসাদি-লীলা প্রকট করেন। কৈশোরেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-স্থিতি; কৈশোরের পরে প্রৌঢ় বা বার্দ্ধক্য-লীলা

নিত্যলীলা কৃষ্ণের সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
বুঝিতে না পারি, লীলা কেমতে নিত্য হয় ?॥৩১৯
দৃষ্টান্ত দিয়া কহি যদি, তবে লোক জানে।
কৃষ্ণলীলা নিত্য—জ্যোতিশ্চক্র-প্রমাণে॥ ৩২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নাই। স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন নিত্য-কিশোর। বাল্য বা পৌগণ্ডভাব শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্ম-মাত্র; তত্তৎ-লীলারস আস্বাদনের জন্য তিনি বাল্য বা পৌগণ্ড ভাবকে অঙ্গীকার করিয়াছেন; তাঁহার স্বয়ংরূপের ভাব বাল্য বা পৌগণ্ড নহে।

৩১৯-২০। **নিত্যলীলা কৃষ্ণের**—শ্রীকৃষ্ণের লীলা নিত্য। শ্রীকৃষ্ণ যখন পরব্রহ্ম বলিয়া নিত্য, পরব্রহ্ম বলিয়া তিনি যখন "রসো বৈ সঃ—রসস্বরূপ—রসরূপে আস্বাদ্য এবং রসিকরূপে আস্বাদক", তখন তাঁহার লীলাও নিত্য হইবে। তিনি আস্বাদন করেন—লীলারস। লীলা বা ক্রীড়া একাকী হয় না, তাই শ্রুতি বলেন—স একাকী ন ক্রীড়তি। তাঁহার লীলা-পরিকর আছেন, এই পরিকরদের সহিতই তিনি লীলা করিয়া থাকেন। লীলা-ব্যপদেশে পরিকর ভক্তদের প্রেমরস-নির্য্যাস তিনি আস্বাদন করেন, তাহাতেই তাঁহার রসিকত্ব। আর পরিকর-ভক্তগণও তাঁহার অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যরস আস্বাদন করেন, তাহাতেই তাঁহার আস্বাদ্য-রসত্ব। এই উভয় রূপেই তাঁহার শ্রুতিপ্রোক্ত রসস্বরূপত্ব। তাঁহার রস-স্বরূপত্ব যখন নিত্য এবং লীলাতেই যখন তাঁহার রস-স্বরূপত্ব সার্থকতা লাভ করে, তখন তাঁহার লীলাও নিত্য; তিনি নিত্যলীলা-বিলাসবান্ (পূর্ব্ববর্ত্তী ৬৩ শ্লোক), তাই তিনি লীলা-পুরুষোত্তম।

সর্ব্বশাস্ত্রে কয়—শ্রীকৃষ্ণের লীলা যে নিত্য, সমস্ত শাস্ত্রেই তাহার প্রমাণ আছে। শাস্ত্র হইতে লীলার নিত্যত্বের কথা মুখ্যাবৃত্তিতেও (অর্থাৎ স্পষ্ট উল্লেখেও) জানা যায়, আবার তাৎপর্য্যবৃত্তিতেও জানা যায়। লীলার জন্য ধামের প্রয়োজন, পরিকরের প্রয়োজন; তাঁহার স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ সন্ধিনী-শক্তিই ধামরূপে অনাদি কাল হইতে অভিব্যক্ত; সুতরাং তাঁহার ধামও নিত্য; তাঁহার পরিকরবর্গও তাঁহার স্বরূপ-শক্তিরই মূর্ত্তবিগ্রহ; সুতরাং তাঁহারাও নিত্য (ভূমিকায় ধামতত্ত্ব ও পরিকর-তত্ত্ব প্রবন্ধ এবং ১।৪।২৪-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং যেস্থলে তাঁহার ধামের এবং পরিকরবর্গের উল্লেখ পাওয়া যায়, সে স্থলের তাৎপর্য্যই হইতেছে তাঁহার লীলার নিত্যত্ব। এইরূপে মুখ্যাবৃত্তিতে এবং তাৎপর্য্যবৃত্তিতে বহুশাস্ত্রেই শ্রীকৃষ্ণলীলার নিত্যত্বের কথা দৃষ্ট হয়। এস্থলে কয়েকটী শাস্ত্র-প্রমাণ দেখান হইতেছে। ঋগ্বেদে ব্রজধামের উল্লেখ পাওয়া যায়—"যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গাঃ॥ ১৫৪।৬॥-যেস্থলে ভূরিশৃঙ্গবিশিষ্ট গাভী সকল বর্ত্তমান।" ঋক্‌পরিশিষ্টে শ্রীরাধার উল্লেখ পাওয়া যায়। "রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা।" কঠোপনিষদেও ব্রহ্মলোকের (পরব্রহ্মের ধাম ব্রজলোকের) উল্লেখ দৃষ্ট হয়। "এতদাবলম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ ১।২।১৭॥" গোপালতাপনী-শ্রুতিতেও পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের ধাম বৃন্দাবনের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। "তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং পঞ্চপদং বৃন্দাবনসুরভূরুহতলাসীনং সততং সমরুদ্‌গণোহহং স্তুত্যা তোষয়ামি॥ পূ, তা, ৩৫॥" বেদান্তসূত্রেও পরব্রহ্মের—শ্রীকৃষ্ণের—লীলার কথা জানা যায়। "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্।" গোপালতাপনী শ্রুতিও বলেন "কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতম্॥—শ্রীকৃষ্ণ লীলাপুরুষোত্তম (দিব্-ধাতুর অর্থ ক্রীড়া)।" শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিও বলেন—"তমীশ্বরাণাং পরমং তং দেবতানাং পরঞ্চ দৈবতম্॥ ৬।৭॥—তিনি ঈশ্বরদিগের মধ্যে পরমেশ্বর, লীলাকারীদিগের (দেবতানাং) মধ্যে পরম-লীলাকারী অর্থাৎ লীলা-পুরুষোত্তম।" গোপালতাপনী-শ্রুতিতে রুক্মিণী ব্রজস্ত্রী প্রভৃতি পরিকরের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। "কৃষ্ণাত্মিকা জগৎকর্ত্রী মূলপ্রকৃতিঃ রুক্মিণী। ব্রজস্ত্রীজনসম্ভূতঃ শ্রুতিভ্যো ব্রহ্মসঙ্গতঃ। উ, তা, ৫৭॥" গোপালতাপনী শ্রুতি আরও বলেন—"অনেকজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব সঃ—শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের পতি।" ব্রহ্ম-সংহিতা বলেন—স্বীয়-স্বরূপশক্তির বৃত্তিভূতা গোপসুন্দরীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে নিত্য অবস্থান করেন। "আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিস্তাভি র্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ। গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ৫।৩৭॥" আরও বলেন "লক্ষ্মী-সহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ব্র, স, ৫।২৯॥"—এস্থানে বলা হইল, শ্রীগোবিন্দ লক্ষ্মীরূপা সহস্রশত-গোপসুন্দরী কর্ত্তৃক নিত্য সেব্যমান। গর্গসংহিতায় দেখা যায়, দেবগণ শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিয়া বলিতেছেন—

"বৃন্দাবনেশ গিরিরাজপতে ব্রজেশ গোপালবেশ কৃতনিত্যবিহারলীল। রাধাপতে শ্রুতিধরাধিপতে ধরাং ত্বং গোবর্দ্ধনোদ্ধরণ উদ্ধর ধর্ম্মধারাম্ ॥ গোলোকখণ্ড ।৩।২২॥" এস্থলে পরিষ্কারভাবেই শ্রীকৃষ্ণকে কৃতনিত্য-বিহারলীল—নিত্যলীলাবিলাসী বলা হইয়াছে। পদ্মপুরাণ-পাতাল খণ্ড নারদের উক্তিতে শ্রীরাধাসম্বন্ধে বলেন —"আনন্দরূপিণী শক্তিস্ত্বমীশ্বরী ন সংশয়ঃ। ত্বয়া চ ক্রীড়তি কৃষ্ণো নূনং বৃন্দাবনে বনে ॥ ৪০।৭ ॥" ইহা হইতে জানা গেল, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত বৃন্দাবনে নিত্য ক্রীড়া করেন (ক্রীড়তি বর্ত্তমানকাল দ্বারা নিত্যত্ব সূচিত হইতেছে)। পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ডে শ্রীভগবদুক্তি হইতেও জানা যায়,—তাঁহার মথুরা নিত্য, বৃন্দাবন নিত্য, যমুনা নিত্য, গোপকন্যাগণ নিত্য, গোপালবালকগণ নিত্য, শ্রীরাধাও নিত্য। "নিত্যং মে মথুরাং বিদ্ধি বনং বৃন্দাবনং তথা। যমুনাং গোপকন্যাশ্চ তথা গোপালবালকাঃ॥ মমাবতারো নিত্যোঽয়মত্র মা সংশয়ং কৃথাঃ। মমেষ্টা হি সদা রাধা সর্ব্বজ্ঞোঽহং পরাৎপরঃ॥ প, পু, পা, ৪২।২৬-২৭ ॥" নারদের নিকটে শ্রীসদাশিবও বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণের দাস, সখা, পিতামাতা, প্রেয়সীগণ সকলেই নিত্য। তাঁহার প্রকটলীলা এবং অপ্রকটলীলাতেও তাঁহারা নিত্য বর্ত্তমান। তিনি নিত্যই সখাদের সহিত গোচারণ করেন, বনে ও গোষ্ঠে গমনাগমন করেন। "দাসাঃ সখায়ঃ পিতরৌ প্রেয়স্যশ্চ হরেরিহ। সর্ব্বে নিত্যা মুনিশ্রেষ্ঠ তত্তুল্যা গুণশালিনঃ॥ যথা প্রকটলীলায়াং পুরাণেষু প্রকীর্ত্তিতাঃ। তথা তে নিত্যলীলায়াং সন্তি বৃন্দাবনে ভুবি॥ গমনাগমনে নিত্যং করোতি বনগোষ্ঠয়োঃ। গোচারণং বয়স্যৈশ্চ বিনাসুর-বিঘাতনম্॥ পা, পু, পা, । ৫২।৩-৫ ॥" স্কন্দপুরাণও বলেন—বৎস এবং বৎসতরী, বলরাম এবং গোপবালকদের সহিত বৃন্দাবনে মাধব সর্ব্বদাই (অর্থাৎ নিত্য) ক্রীড়া করেন। "বৎসৈর্বৎসতরীভিশ্চ সরামো বালকৈর্বৃতঃ। বৃন্দাবনান্তরগতঃ সদা ক্রীড়তি মাধবঃ॥ পুরৈব পুংসাবধৃতো ধরাজ্বর ইত্যাদি শ্রীভা ১০।১।২২-শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণীধৃত স্কান্দবচন॥" শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন, ভগবান্ মধুসূদন নিত্যই দ্বারকায় বিরাজমান। "নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুসূদনঃ ॥ ১১।৩১।২৪। তত্র—দ্বারকায়াম্ ॥"

বুঝিতে না পারি ইত্যাদি উপরে উদ্ধৃত পদ্মপুরাণ-বচন স্পষ্টই বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলাও নিত্য এবং অপ্রকটলীলাও নিত্য। কিন্তু শাস্ত্রে দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণ গত দ্বাপরে এই ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া সোয়াশত বৎসর লীলা করিয়া আবার অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হইয়াছেন; সুতরাং প্রকট লীলা যে কিরূপে নিত্য হয়, তাহা বুঝা যায় না। উপরে উদ্ধৃত পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডের প্রমাণেও জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিতেছেন—"মমাবতারো নিত্যোঽয়মত্র মা সংশয়ং কৃথাঃ॥ প, পু, পা, ৪২।২৭ ॥ ॥—আমার এই অবতার (প্রকটলীলা) নিত্য, ইহাতে সংশয় করিও না।;" কিন্তু আবির্ভাব-তিরোভাবাত্মিকা লীলা যে নিত্য হয়, তাহা সাধারণ লোক বুঝিতে পারে না। তাই জ্যোতিশ্চক্রের দৃষ্টান্তদ্বারা তাহা বুঝাইতেছেন।

উপরে "পূতনাবধাদি যত লীলা" ইত্যাদি ৩১৫ পয়ারে শ্রীকৃষ্ণলীলার নিত্যত্ব উক্ত হইয়াছে; ৩১৪ এবং ৩১৫-১৬ পয়ারের টীকায় তাহা আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে এই পয়ারে ও পরবর্ত্তী কয় পয়ারে শ্রীকৃষ্ণলীলার নিত্যত্ব **জ্যোতিশ্চক্রের** দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন।

জ্যোতিশ্চক্রের নিয়মটী এই। পৃথিবী স্বীয় মেরুদণ্ডের চারিদিকে অনবরত ঘুরিতেছে; একবার ঘুরিতে যে সময় লাগে, তাহাকেই একদিন বা এক অহোরাত্র বলে। পৃথিবীর তুলনায় সূর্য্য আকাশের একস্থানেই স্থিতিশীল অবস্থায় আছে। পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে ঘুরিতেছে, তাহার সঙ্গে পৃথিবীস্থ লোক এবং অপরাপর সমস্ত বস্তুও পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে ঘুরিতেছে; কিন্তু জাহাজে চড়িয়া দ্রুতবেগে নদীর মধ্য দিয়া যাওয়ার সময়, লোক যেমন নিজের গতি ভুলিয়া, নদীতীরস্থ স্থিতিশীল বৃক্ষাদিকেই বিপরীত দিকে চলিয়া যাইতেছে বলিয়া মনে করে, পৃথিবীর সঙ্গে ঘূর্ণায়মান লোকসমূহও সেইরূপ নিজেদের গতি ভুলিয়া স্থিতিশীল-সূর্য্যকে তাহাদের বিপরীত দিকে, অর্থাৎ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে যাইতেছে বলিয়া মনে করে। সূর্য্যের এই প্রতীয়মান গতিকে তাহার আপেক্ষিক-গতি বলা

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যাইতে পারে। এইভাবে, সূর্য্য যখন প্রথম দৃষ্টির মধ্যে আসে, তখন সূর্য্যোদয়, যখন মাথার উপরে আসে, তখন মধ্যাহ্ন, যখন পশ্চিমদিকে দৃষ্টির বাহিরে যাইতে থাকে, তখন সন্ধ্যা, আর যতক্ষণ দৃষ্টির বাহিরে থাকে, ততক্ষণই রাত্রি। পৃথিবীর আকার কমলালেবুর ন্যায় গোল বলিয়া, পৃথিবীর সকল লোক একই সময়ে সূর্য্যোদয় বা সূর্য্যাস্তাদি দেখে না। পূর্ব্বদিকের লোক আগে, পশ্চিমদিকের লোক পরে সূর্য্যোদয়াদি দেখে; যে স্থান যত পশ্চিমে, সেস্থানের লোক তত দেরীতে সূর্য্যোদয় দেখে; পূর্ব্বাহ্ন-মধ্যাহ্নাদি-সম্বন্ধেও এই নিয়ম। পৃথিবীর ঠিক মধ্যস্থল দিয়া পূর্ব্ব-পশ্চিমদিকে যদি একগাছি লম্বা দড়ি দিয়া পৃথিবীকে বেষ্টন করা যায়, তাহা হইলে এই দড়িগাছি যত লম্বা হইবে, পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগে সূর্য্য নিজ আপেক্ষিক গতিতে, এক অহোরাত্রে বা ৬০ দণ্ডে ততদূর পথ চলিয়া থাকে বলিয়া মনে করা যায়। ঐ দড়িগাছিকে যদি ৬০টী সমান অংশে ভাগ করা যায়, তবে এক এক অংশ অতিক্রম করিতে সূর্য্যের এক এক দণ্ড সময় লাগিবে; তাহা হইলেই বুঝা গেল, যে স্থান ঐ দড়ির যত অংশ পশ্চিমে থাকিবে, সেস্থানে সূর্য্যোদয়াদিও ততদণ্ড পরে হইবে। এইরূপে, কুমিল্লায় যে সময় সূর্য্যোদয় হয়, কলিকাতায় তাহার প্রায় অর্দ্ধদণ্ড পরে, পুরীতে একদণ্ড পরে, মথুরায় সোয়া দুইদণ্ড পরে, কুরুক্ষেত্রে আড়াই দণ্ড পরে, বিলাতে প্রায় দুই প্রহর পরে সূর্য্যোদয় হইয়া থাকে। সুতরাং কুমিল্লায় যখন সূর্য্যোদয় হয়, কলিকাতা, পুরী, মথুরাদি স্থানে তখনও রাত্রি; উদীয়মান সূর্য্য কুমিল্লায় যখন প্রকট, তখনও কলিকাতা-মথুরাদিতে অপ্রকট। আবার কুমিল্লায় যখন অর্দ্ধদণ্ড বেলা, তখন কলিকাতায় সূর্য্যোদয়, যখন কুমিল্লায় একদণ্ড ও কলিকাতায় আধদণ্ড বেলা, তখন পুরীতে সূর্য্যোদয়, যখন কুমিল্লায় সোয়া দুই দণ্ড, কলিকাতায় পৌণে দুই দণ্ড ও পুরীতে সোয়াদণ্ড, তখন মথুরায় সূর্য্যোদয়; এবং কুমিল্লায় যখন মধ্যাহ্ন, তখন বিলাতে সূর্য্যোদয়। এই রূপে দেখা যায়, আটপ্রহর দিন রাত্রির মধ্যে সূর্য্যোদয় সর্ব্বদাই আছে, মধ্যাহ্ন সর্ব্বদাই আছে, একপ্রহর বা দেড়-প্রহর বেলাও সর্ব্বদাই আছে—অবশ্য একই স্থানে নহে; পৃথিবীর এক স্থানের পর আর এক স্থানে, তারপর আর এক স্থানে ইত্যাদি ক্রমে। এক স্থানে যখন সূর্য্যোদয় শেষ হইল, তখন আর একস্থানে সূর্য্যোদয়; সেস্থানে যখন সূর্য্যোদয় শেষ হইল, তখন আবার আর একস্থানে সূর্য্যোদয় হইল; এইরূপে মধ্যাহ্নাদি সম্বন্ধেও এই কথা। এইরূপে দিনের মধ্যে প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন মুহূর্ত্তে বা পলে একই স্থানে, সূর্য্যকে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা যায়, সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন রূপের প্রত্যেকটীই এক স্থানের পর আর একস্থানে, ইত্যাদি ক্রমে, সর্ব্বদাই দৃশ্যমান (প্রকট) থাকে। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতে মৌষলান্ত-পর্য্যন্ত লীলাসমূহের প্রত্যেকটীও এইরূপে এক ব্রহ্মাণ্ডের পর আর এক ব্রহ্মাণ্ডে, তারপর আর এক ব্রহ্মাণ্ডে ইত্যাদি ক্রমে সর্ব্বদাই প্রকট থাকে; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যেক খণ্ডলীলার প্রকটত্ব—এক ব্রহ্মাণ্ডের পক্ষে নিত্য না হইলেও—লীলার হিসাবে—সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের হিসাবে—নিত্য।

কুশল জিজ্ঞাসার উত্তরে বিদুরকে উদ্ধব বলিয়াছিলেন—"কৃষ্ণদ্যুমণি নিম্লোচে গীর্ণেষ্বজগরেণ হ। কিন্নু নঃ কুশলং ব্রূয়াং গতশ্রীষু গৃহেষ্বহম্॥ শ্রী, ভা, ৩।২।৭॥—অহে বিদুর, শ্রীকৃষ্ণরূপ সূর্য্য অস্তগত হওয়াতে আমাদের শ্রীহীন গৃহ সকল (শোকান্ধকার রূপ) অজগরের (মহাসর্পের) দ্বারা গিলিত হইয়াছে। তোমার জিজ্ঞাসিত বন্ধুদিগের কুশল আর কি বলিব?" এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে সূর্য্য এবং তাঁহার অন্তর্দ্ধানকে অস্তগমন বলাতেই শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলার নিত্যত্ব যে জ্যোতিষ্-চক্রের দৃষ্টান্তে বুঝান যায়, তাহা জানা যাইতেছে। সূর্য্য অস্ত-গমন করিলেও লোপ পাইয়া যায় না; একস্থানে অস্তগত হইয়া অন্য স্থানে যাইয়া উদিত হয়। শ্রীকৃষ্ণও (সুতরাং তাঁহার লীলাও) একস্থানে অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হইয়া (লোক-নয়নের বাহিরে যাইয়া) অন্য স্থানে আবির্ভূত (লোক-লোচনের গোচরীভূত) হন; সুতরাং কোনও না কোনও এক ব্রহ্মাণ্ডে লীলা সর্ব্বদাই প্রকটিত থাকে। উল্লিখিত শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও তাহাই লিখিয়াছেন। "কৃষ্ণ এব দ্যুমণিঃ সূর্য্যস্তস্মিন্ নিম্লোচে অস্তময়ে সতি অজগরেণ মহাসর্পরূপশোকান্ধকারেণ গীর্ণেষু নিগিলিতেষু গৃহেষু নোঽস্মাকং ত্বৎপৃষ্টানাং বন্ধূনাং কিং কুশলং ব্রূয়াম্। অত্র জ্যোতিশ্চক্রে স্থিতস্যৈব দ্যুমণেরশ্ব-রথসারথ্যাদি-পরিকরবিশিষ্টস্য যস্মিন্ বর্ষে অস্তময়ো দৃশ্যতে তদন্যেষু বর্ষেষু

জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্য যেন ভ্রমে রাত্রি দিনে।
সপ্তদ্বীপাম্বুধি লঙ্ঘি ফিরে ক্রমে ক্রমে॥ ৩২১
রাত্রিদিনে হয়—ষাটি দণ্ড পরিমাণ।
তিনসহস্র-ছয়শত পল তার মান॥ ৩২২
সূর্য্যোদয় হৈতে ষাটি পল ক্রমোদয়।
সেই 'এক দণ্ড' অষ্টদণ্ডে 'প্রহর' হয়॥ ৩২৩
এক দুই তিন চারি প্রহরে অস্ত হয়।
চারি প্রহর রাত্রি গেলে পুন সূর্য্যোদয়॥ ৩২৪
ঐছে কৃষ্ণলীলা-মণ্ডল চৌদ্দ মন্বন্তরে।
ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল ব্যাপি ক্রমে ক্রমে ফিরে॥ ৩২৫
সওয়াশত বৎসর কৃষ্ণের প্রকট প্রকাশ।
তাহাঁ যৈছে ব্রজপুরে করিল বিলাস॥ ৩২৬
অলাতচক্রবৎ সেই লীলাচক্র ফিরে।
সব লীলা সব ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে উদয় করে॥ ৩২৭
জন্ম বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর প্রকাশ।
পূতনাবধাদি করি মৌষলান্ত বিলাস॥ ৩২৮
কোন ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলার হয় অবস্থান।
তাতে 'নিত্য লীলা' কহে আগম পুরাণ॥ ৩২৯
গোলোক গোকুলধাম—'বিভু' কৃষ্ণসম।
কৃষ্ণেচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডগণে তাহার সংক্রম॥ ৩৩০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তদৈবোদয়-পূর্ব্বাহ্ন-মধ্যাহ্নাদয়ো দৃশ্যন্তে যথা তথৈব গোকুল-মথুরা-দ্বারকাস্থস্য সপরিকরস্য তত্তল্লীলাঃ মৃতমজ্জিতজগজ্জনস্যৈব কৃষ্ণস্য যস্মিন্ ব্রহ্মাণ্ডে অন্তর্দ্ধানং দৃশ্যতে তদৈব অন্যেষু ব্রহ্মাণ্ডেষু জন্মোৎসব-রাসোৎসব-কংসবধ-রুক্মিণ্যাদি-পরিণয়োৎসবাদ্যা লীলা দৃশ্যন্তে। জ্যোতিষ্চক্রে সূর্য্যস্য উদয়-পূর্ব্বাহ্নাদ্যাঃ প্রতীয়মানত্বাদবাস্তবাঃ। কৃষ্ণস্য তু জন্মাদ্যাস্তত্র তত্র নিত্যত্বাদ্ বাস্তবা এব ইতি বিশেষঃ সর্ব্বাসাং লীলানাং নিত্যত্বং প্রথমস্কন্ধে দর্শিতং দশমে চ পুনঃ সপ্রমাণং দর্শয়িষ্যতে চ।" এই টীকার শেষ অংশে চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—জ্যোতিষ্চক্রের দৃষ্টান্তে শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলার নিত্যত্ব বুঝান হইল বটে; কিন্তু দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্ট্যান্তিকের সর্ব্ববিষয়ে সাদৃশ্য নাই। জ্যোতিষচক্রে সূর্য্যের উদয়, পূর্ব্বাহ্ন, মধ্যাহ্নাদি লোকের চক্ষুতে প্রতীয়মান হয় মাত্র; বস্তুতঃ উদীয়মান্ সূর্য্য, পূর্ব্বাহ্নের সূর্য্য, মধ্যাহ্নের বা অস্তগমনোদ্যত সূর্য্য একরূপই; লোকের নিকটে কেবল ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়; সুতরাং প্রতীয়মান বিভিন্ন রূপ বাস্তব নহে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদি সমস্ত লীলা নিত্য বলিয়া বাস্তব।

৩২১। **সপ্তদ্বীপাম্বুধি**—পৃথিবীর পৃষ্ঠস্থ সপ্তদ্বীপ ও সপ্ত অম্বুধি বা সমুদ্র। **সপ্তদ্বীপ**—যথা—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর। **সপ্তসমুদ্র** যথা—লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি, দধি, দুগ্ধ, জল।

৩২২। ৬০ পলে এক দণ্ড; ৬০ দণ্ডে একদিন; সুতরাং একদিনে ৬০×৬০ বা ৩৬০০ তিন হাজার ছয় শত পল।

৩২৭। **অলাতচক্র**—একখণ্ড জ্বলিত কাষ্ঠকে দ্রুতবেগে চক্রাকারে ঘুরাইলে যে চক্রাকার অগ্নি দেখা যায়, তাহাকে অলাতচক্র বলে; এস্থলে অলাতচক্র-শব্দ অলাতচক্রের উৎপাদক কাষ্ঠখণ্ড অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। ঐ কাষ্ঠখণ্ড যেমন যথাক্রমে ঐ চক্রস্থিত প্রত্যেক স্থান দিয়াই যায়, শ্রীকৃষ্ণ-লীলাও তদ্রূপ যথাক্রমে ব্রহ্মাণ্ড-সমূহে প্রকট হয়।

৩২৮। **পূতনাবধাদি** ইত্যাদি—পূতনাবধ-লীলা হইতে মৌষল-লীলা পর্য্যন্ত। শ্রীকৃষ্ণের প্রথম লীলা পূতনাবধ নন্দালয়ে। আর সর্ব্বশেষ লীলা হইল মৌষল-লীলা, যাহার উপলক্ষ্যে তিনি যাদবদিগকে অন্তর্হিত করান এবং নিজেও অন্তর্হিত হন। **মৌষলান্ত**—মৌষললীলা যাহার অন্তে বা সর্ব্বশেষ। এই লীলা হইয়াছিল দ্বারকায়।

৩২৯। **কোন ব্রহ্মাণ্ডে** ইত্যাদি—৩১৯-২০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

আগম-পুরাণ—৩১৯-২০ পয়ারের টীকায় আগম-পুরাণের প্রমাণ দ্রষ্টব্য।

৩৩০। **গোলোক গোকুল**—১।৩।৩ এবং ১।৫।১৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

অতএব গোলোকস্থানে নিত্য-বিহার। | ব্রহ্মাণ্ডগণে ক্রমে প্রাকট্য তাহার ॥ ৩৩১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় পরিকরদের সহিত সর্ব্বদা অনন্ত প্রকাশে লীলা করিয়া থাকেন। এই অনন্ত প্রকাশের এক প্রকাশে তিনি প্রকট লীলা করিয়া থাকেন (ল, ভা, কৃ, ৫।১৫৬)। তাঁহার ধামেরও প্রকট এবং অপ্রকট প্রকাশ আছে। এই পয়ারে উল্লিখিত "গোলোক গোকুলধাম" বলিতে প্রকরণ-বলে প্রকট গোলোক এবং প্রকট গোকুলকেই বুঝাইতেছে। অপ্রকট গোলোক এবং গোকুলের ন্যায় প্রকট গোলোক এবং গোকুলও **বিভু**—সর্ব্বব্যাপক। **কৃষ্ণসম**—কৃষ্ণের মত। শ্রীকৃষ্ণের দেহ যেমন সর্ব্বব্যাপী, গোলোক-গোকুলাদি তাঁহার লীলাস্থল-সমূহও সর্ব্বব্যাপী; "সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু, কৃষ্ণতনুসম। ১।৫।১৫।" শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে, তাঁহার নরাকৃতি দেহই যেমন সমস্ত প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছে, তদ্রূপ তাঁহার ঐ অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবেই, পঞ্চক্রোশ বা ষোলক্রোশ বা চৌরাশী ক্রোশপরিমিত ব্রজমণ্ডলও (বা দ্বারকামথুরাদি লীলাস্থলও) সমস্ত প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে।

লীলা করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ এক ব্রহ্মাণ্ড ত্যাগ করিয়া অপর ব্রহ্মাণ্ডে যান না; তিনি নিত্যই তাঁহার স্বীয় ধামে আছেন; স্বীয় ধাম ত্যাগ করিয়া তিনি কখনও কোথাও যান না; তিনিও তাঁহার ধাম সর্ব্বব্যাপী বলিয়া সকল ব্রহ্মাণ্ডেই তিনি ও তাঁহার লীলা আছেন। অপ্রাকৃত বস্তু প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে বলিয়া, মায়াবদ্ধ-জীব প্রাকৃত নয়নে তাঁহাকে ও তাঁহার লীলাসমূহকে দেখিতে পায় না। তিনি কৃপা করিয়া দেখিবার শক্তি দিলে দেখিতে পায়। যখন যে ব্রহ্মাণ্ডে তিনি এই শক্তি দেন, তখন সেই ব্রহ্মাণ্ডে তিনি প্রকট, তখন সেই ব্রহ্মাণ্ডের লোক তাঁহাকে ও তাঁহার লীলাকে দেখিতে পায়; আবার যখন তিনি ঐ শক্তি লইয়া যান, তখন সেই ব্রহ্মাণ্ডে তিনি অপ্রকট হন, তখন আর তাঁহার লীলা বা তাঁহাকে সেই ব্রহ্মাণ্ডে কেহ দেখিতে পায় না।

প্রকট লীলায় শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ ত্যাগ করিয়া মথুরায়,মথুরা ত্যাগ করিয়া দ্বারকায়,আবার দ্বারকা হইতে হস্তিনাপুরে গমনাগমন তাঁহার লীলার লৌকিকত্ব রক্ষার জন্যই করা হইয়াছে।

ব্রহ্মাণ্ডস্থ ব্রজ-মথুরা-দ্বারকাদি ধাম স্থূল দৃষ্টিতে সীমাবদ্ধ বলিয়া মনে হইলেও যে সর্ব্বব্যাপী, তাহা পরবর্ত্তী ২১শ পরিচ্ছেদে ব্রজ ও দ্বারকার অপূর্ব্ব বিভুতা বর্ণন উপলক্ষ্যে বিবৃত হইয়াছে।

কৃষ্ণেচ্ছায় ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার প্রকটলীলাস্থল গোলোক-গোকুলাদির সংক্রমণ হইয়া থাকে। কখন কোন্ ব্রহ্মাণ্ডে কোন্ লীলা প্রকটিত হইবে—তাহা সম্পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করে; তিনি যখন যে ব্রহ্মাণ্ডে লীলা প্রকট করিতে ইচ্ছা করেন, তখন তাঁহার ইচ্ছাতেই সেই ব্রহ্মাণ্ডে লীলার ধাম আবির্ভূত (লোকনয়নের গোচরীভূত) হইয়া থাকেন। **সংক্রম**—আবির্ভাব (পরবর্ত্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। ১।৫।২৬ পয়ারেয় টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৩১। **গোলোক-স্থানে নিত্যবিহার**—শ্রীকৃষ্ণ গোলোক ছাড়িয়া কোনও ব্রহ্মাণ্ডে আসেন না, তিনি নিত্য গোলোকেই আছেন। (২।২০।৩১৯-২০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

গোলোকে (গোলোকের প্রকট-প্রকাশে) থাকিয়াই তিনি লীলা করিতেছেন; এবং গোলোকও "সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু" বলিয়া সকল ব্রহ্মাণ্ডের স্থান জুড়িয়াই বিদ্যমান, সুতরাং সকল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়াই তাঁহার লীলা সর্ব্বদা চলিতেছে; কিন্তু মায়ারূপ যবনিকার অন্তরালে আছে বলিয়া জীব তাহা দেখিতে পায় না; তিনি কৃপা করিয়া যখন যে ব্রহ্মাণ্ডের সম্মুখের যবনিকা তুলিয়া দেন, তখনই সে ব্রহ্মাণ্ডের লোক ঐ লীলা দেখিতে পায়। তিনি কৃপা করিয়া এক ব্রহ্মাণ্ডের পর এক ব্রহ্মাণ্ডের, তাহার পর আর এক ব্রহ্মাণ্ডের সাক্ষাতের যবনিকা তুলিয়া দিয়া সেই সেই ব্রহ্মাণ্ডে যথাক্রমে তাঁহার লীলা প্রকটিত করেন।

ব্রজে কৃষ্ণ সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রকাশে পূর্ণতম।
পুরীদ্বয়ে পরব্যোমে—পূর্ণতর পূর্ণ॥ ৩৩২

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
বিভাবলহর্য্যাম্ (১।১১৮-১২০)

হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিধা।
শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভিঃ সর্ব্বৈর্নাট্যে যঃ পরিপঠ্যতে॥ ৬৪
প্রকাশিতাখিলগুণঃ স্মৃতঃ পূর্ণতমো বুধৈঃ।
অসর্ব্বব্যঞ্জকঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণোঽল্পদর্শকঃ॥ ৬৫
কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূৎ গোকুলান্তরে।
পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকামথুরাদিষু॥ ৬৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

পূর্ণতমঃ শ্রেষ্ঠঃ পূর্ণতরঃ মধ্যঃ পূর্ণঃ কনিষ্ঠঃ ইত্যর্থঃ। চক্রবর্ত্তী। ৬৪

প্রকাশিতেতি। অত্রাখিলত্বমনন্তরদ্বয়াপেক্ষয়া জ্ঞেয়ম্। ভক্তভক্ত্যনুরূপাধিকাধিকপ্রকাশাৎ। অসর্ব্বত্বং পূর্ব্বাপেক্ষয়া চাল্পত্বঞ্চ স্বপূর্ব্বাপেক্ষয়া তথাপি পূর্ণতরত্বাদিকমনন্তরাপেক্ষয়া। শ্রীজীব। ৬৫

কৃষ্ণস্যেতি। অত্র পূর্ণতমতাচৈশ্বর্য্যগতা—তাবৎ সর্ব্বে বৎসপালাঃ পশ্যতোঽজস্য তৎক্ষণাৎ। ব্যদৃশ্যন্ত ঘনশ্যামাঃ পীতকৌশেয়বাসস ইত্যাদিষু। মাধুর্য্যগতা নন্দঃ কিমকরোদ্ ব্রহ্মন্ শ্রেয়ঃ এবং মহোদয়মিত্যাদিষু। কৃপাগতা চ অহো বকী যং স্তনকালকূটমিত্যাদিষু। দ্বারকামথুরাদিদ্বিতি ন যথাসংখ্যতয়া প্রয়োগঃ সমসংখ্যত্বেনাপ্রয়োগাৎ কিন্তু যথাসম্ভবতয়ৈব কুত্রচিৎ কস্যাপি বিশেষদর্শনাৎ। শ্রীজীব। ৬৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যখন যে ব্রহ্মাণ্ডে যে লীলা প্রকটিত হয়, সেই ব্রহ্মাণ্ডে তখনই সেই লীলার নূতন করিয়া সৃষ্টি হয় না, লীলা অনাদিকাল হইতেই নিত্য বিরাজিত—প্রকট করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের লোককে কেবল দেখিতে দেওয়া হয় মাত্র—ইহাই এই পয়ারে প্রকাশ করা হইতেছে।

৩৩২। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যাদি ব্রজেই পূর্ণতমরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, এজন্য ব্রজে তিনি পূর্ণতম, ব্রজেন্দ্রনন্দনই পরিপূর্ণতম, স্বয়ং ভগবান্। মথুরায় তিনি পূর্ণতর—যেহেতু তাঁহার ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যাদির প্রকাশ, ব্রজ অপেক্ষা মথুরায় কম; "অসর্ব্বব্যঞ্জকঃ পূর্ণতরঃ।" আর দ্বারকায় তিনি পূর্ণ; মথুরা অপেক্ষাও দ্বারকায় ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যাদির বিকাশ কম; "পূর্ণোঽল্পদর্শকঃ।" মাধুর্য্যই ভগবত্তার সার; সুতরাং মাধুর্য্য-বিকাশের তারতম্য এবং ঐশ্বর্য্যের মাধুর্য্যানুগত্যের তারতম্য এবং যোগমায়াকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের মুগ্ধত্বের তারতম্যানুসারেই এইরূপ তর-তমতা। ব্রজে মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ এবং ঐশ্বর্য্য পূর্ণতমরূপে মাধুর্য্যের অনুগত; শ্রীকৃষ্ণও যোগমায়া কর্ত্তৃক পূর্ণতমরূপে মোহিত।

পুরীদ্বয়ে—দ্বারকাপুরীতে ও মথুরাপুরীতে; দ্বারকায় ও মথুরায়। এই পয়ারের দ্বিতীয়ার্দ্ধের যথাশ্রুত অর্থে মনে হয়—দ্বারকায় ও মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতর এবং পরব্যোমে তিনি তিনি পূর্ণ। কিন্তু গ্রন্থকার যখন এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে তিনটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তখন সেই শ্লোকগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়াই পয়ারের অর্থ করিতে হইবে; নচেৎ গ্রন্থকারের অভিপ্রায় অর্থে ব্যক্ত হইবে না। উদ্ধৃত শ্লোক তিনটীর শেষটীতে বলা হইয়াছে—মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতরতা এবং দ্বারকাদিতে পূর্ণতা; "দ্বারকাদি"-বলিতে "দ্বারকা ও পরব্যোম" মনে করিলেই পয়ারের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া অর্থ করা যায়—মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতর এবং দ্বারকায় ও পরব্যোমে পূর্ণ; ইহাই সঙ্গত অর্থ বলিয়া মনে হয়।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে তিনটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৬৪-৬৬। **অন্বয়।** যঃ (যেই) হরিঃ (শ্রীহরি—শ্রীকৃষ্ণ) নাট্যে (নাট্যশাস্ত্রে) শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভিঃ (শ্রেষ্ঠ-মধ্য প্রভৃতি) শব্দৈঃ (শব্দদ্বারা) পূর্ণতমঃ (পূর্ণতম) পূর্ণতরঃ (পূর্ণতর) পূর্ণঃ (এবং পূর্ণ) ইতি (এই) ত্রিধা

এক কৃষ্ণ ব্রজে—পূর্ণতম ভগবান্।
আর সব স্বরূপ—পূর্ণতর পূর্ণ নাম ॥ ৩৩৩

সংক্ষেপে কহিল কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার।
অনন্ত কহিতে নারে ইহার বিস্তার ॥ ৩৩৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(তিনরূপে) পরিকীর্ত্তিতঃ (পরিকীর্ত্তিত হয়েন)। বুধৈঃ (পণ্ডিতগণ কর্তৃক) প্রকাশিতাখিলগুণঃ (যে স্বরূপে সমস্তগুণ প্রকাশিত, সেই স্বরূপ) পূর্ণতমঃ (পূর্ণতম বলিয়া), অসর্ব্বব্যঞ্জকঃ (যাঁহাতে গুণ সকল সর্ব্বতোভাবে প্রকাশিত নহে, সেই স্বরূপ—পূর্ণতমস্বরূপ অপেক্ষা অল্পগুণপ্রকাশক স্বরূপ) পূর্ণতরঃ (পূর্ণতর বলিয়া) অল্পদর্শকঃ (পূর্ণতরস্বরূপ হইতেও অল্পগুণপ্রকাশক স্বরূপ) পূর্ণ (পূর্ণ বলিয়া) স্মৃতঃ (কথিত হয়েন)। কৃষ্ণস্য (শ্রীকৃষ্ণের) পূর্ণতমতা (পূর্ণতমতা) গোকুলান্তরে (গোকুল-মধ্যে—বৃন্দাবনে), পূর্ণতা পূর্ণতরতা (পূর্ণতা ও পূর্ণতরতা) দ্বারকামথুরাদিষু (যথাক্রমে দ্বারকামথুরাদিতে) ব্যক্তা (ব্যক্ত—অভিব্যক্ত) অভূৎ (হইয়াছে)।

অনুবাদ। নাট্যশাস্ত্রে (গুণপ্রকাশের তারতম্যানুসারে) শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভেদে শ্রীকৃষ্ণ—পূর্ণতম, পূর্ণতর এবং পূর্ণ—এই তিন প্রকার বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। পণ্ডিতগণ—তাঁহার সর্ব্বগুণপ্রকাশক (অর্থাৎ যে স্বরূপে তাঁহার সমস্তগুণ পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে, সেই) স্বরূপকে পূর্ণতম, যে স্বরূপে তদপেক্ষা অল্পগুণের প্রকাশ, সেই স্বরূপকে পূর্ণতর এবং যে স্বরূপে তদপেক্ষাও (পূর্ণতর অপেক্ষাও) অল্পগুণের প্রকাশ, তাঁহাকে পূর্ণ বলিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতমতা বৃন্দাবনে, পূর্ণতরতা মথুরায় এবং পূর্ণতা দ্বারকাদিতে (দ্বারকায় ও পরব্যোমে) অভিব্যক্ত হইয়াছে। ৬৪-৬৬।

দ্বারকামথুরাদিষু—দ্বারকা-মথুরাদিধামে। আদি-শব্দে পরব্যোমাদি ভগবদ্ধামই লক্ষিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি গুণের বিকাশের হিসাবে ব্রজের পরেই মথুরার স্থান; সুতরাং ব্রজে যখন পূর্ণতম স্বরূপ বিরাজিত, তখন মথুরাতেই পূর্ণতর স্বরূপ মনে করিতে হইবে এবং সেই ভাবে দ্বারকায় পূর্ণস্বরূপ মনে করিতে হইবে; কিন্তু সকল ভগবৎ-স্বরূপই যখন স্বরূপে পূর্ণ—পূর্ণের কম যখন কোনও স্বরূপই নহেন, তখন স্বরূপের দিক্ দিয়া পরব্যোমের নারায়ণকেও পূর্ণই বলিতে হইবে। আবার পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ বলিয়া গুণবিকাশের দিক্ দিয়াও তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রায় সমান—কিঞ্চিন্ন্যূন—(পরব্যোমস্থ অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ); সুতরাং পরব্যোমাধিপতি নারয়ণকেও "পূর্ণ" বলা যায়; এইরূপ অর্থেই বোধ হয় ৩৩২ পয়ারে দ্বারকা ও পরব্যোমের স্বরূপকে পূর্ণ বলা হইয়াছে।

নায়ক শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণে অশেষগুণ নিত্য বিরাজিত; কিন্তু তাঁহার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি গুণের অভিব্যক্তি নির্ভর করে তাঁহার পার্ষদভক্তগণের প্রেমবিকাশের পরিমাণের উপরে। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপরিকরদের মধ্যে প্রেমের পূর্ণতম বিকাশ—তাঁহাদের এই প্রেমের প্রভাবে ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যাদির বিকাশও পূর্ণতম; তাই গুণ-বিকাশের দিক দিয়া ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণকেই পূর্ণতম-স্বরূপ বলা হইয়াছে।

ব্রজপরিকরদের অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-পরিকরদের মধ্যে প্রেমের বিকাশ কিছু কম; তাই মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদির বিকাশও বৃন্দাবন অপেক্ষা কম; ব্রজের পূর্ণতম-স্বরূপ অপেক্ষা মথুরার স্বরূপে গুণাদির কিছু কম বিকাশ বলিয়া মথুরাবিহারী শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণতর-স্বরূপ বলা হইয়াছে।

আর, দ্বারকা-পরিকরদের প্রেম মথুরা-পরিকরদের অপেক্ষাও অল্পপরিমাণে বিকশিত; তাই দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি গুণ মথুরা অপেক্ষাও কম বিকশিত; তাই গুণবিকাশের দিক্ দিয়া দ্বারকাবিহারী স্বরূপকে পূর্ণ বলা হইয়াছে। এইভাবে পরব্যোমের নারায়ণ-স্বরূপও পূর্ণ।

এই কয়টী শ্লোক ৩৩২ পয়ারোক্তির প্রমাণ।

৩৩৩। **এক কৃষ্ণ**—পূর্ণতম, পূর্ণতর ও পূর্ণ—এইরূপ তিনজন কৃষ্ণ নহেন; কৃষ্ণ এক জনই; ভিন্ন ভিন্ন

অনন্ত স্বরূপ কৃষ্ণের—নাহিক গণন।
শাখাচন্দ্রন্যায় করি দিগ্‌দরশন ॥ ৩৩৫
ইহা যেই পঢ়ে শুনে—সে-ই ভাগ্যবান্।
কৃষ্ণের স্বরূপ-তত্ত্বের হয় কিছু জ্ঞান ॥ ৩৩৬
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩৩৭

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সম্বন্ধ-তত্ত্বনিরূপণে শ্রীভগবৎস্বরূপভেদবিচারো নাম বিংশপরিচ্ছেদঃ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

স্থানে, তাঁহার মাধুর্য্যাদির ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে বিকাশবশতঃই পূর্ণতমাদি ভিন্ন ভিন্ন রূপে অভিহিত হইয়াছেন। (৩।১।৬ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

৩৩৫। **শাখা-চন্দ্রন্যায়**—২।২০।২১৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।